



মনের অসুখ



মাইশু ক্খ্যান

ডাঃ ড্রিয়ার্পতি নন্দর

১৯২৪২ ০০০ ২৪২

মনোরোগ বিশেষজ্ঞ

হাকিমপাড়া, হুগলি মার্কেটের
বিপরীতে, শিলিগুড়ি

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

দাদা হাজা

চুলকানি

মহা তিনবার খাবছাওই আরাম পান

মনমোহন

জাদু মলম

Ph: 9830303398

Since 90 Years



ইন্টারনেট শিশুর
মৌলিক অধিকার

১১

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

৩১° | ২০° | ৩৩° | ১৯° | ৩৩° | ২১° | ৩৪° | ২০°

শিলিগুড়ি | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | জলপাইগুড়ি | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | কোচবিহার | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন | মালদা | সর্বোচ্চ | সর্বনিম্ন



শুষ্ক মকুব ট্রাম্পের,
স্বস্তি ভারতের

১১

যশস্বীর হয়ে
নির্বাচকদের তোপ
অশ্বীনের

১৯

৩০ আশ্বিন ১৪৩৩ রবিবার ৭.০০ টাকা 18 October 2026 Sunday 20 Pages Rs. 7.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 152



ছুটিতেও
ছুটি নয়

দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে ১৮, ১৯, ২০ ও ২১ অক্টোবর উত্তরবঙ্গ সংবাদের ওয়েব পোর্টাল বাদে সব বিভাগে ছুটি থাকবে। আগামী ১৯, ২০, ২১ ও ২২ অক্টোবর পত্রিকার মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশিত হবে না। তবে প্রিয় পাঠক বন্ধিত হবেন না উত্তরবঙ্গ সহ দেশদুনিয়ার খবর থেকে। ছুটির দিনেও লাইভ পূজা পরিক্রমা দেখতে এবং টাটকা খবর পেতে নজর রাখুন ফেসবুক পেজ ও নিউজ পোর্টালে।

www.facebook.com/uttarbangasambadofficial, www.uttarbangasambad.com

শুভেচ্ছা

পত্রিকার সকল পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা, সংবাদপত্র বিক্রেতা, এজেন্ট ও শুভানুধ্যায়ীকে জানাই শারদীয় শুভেচ্ছা। সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।

প্রকাশক

দীপকে'র
জামিন,
নেহাকে
রেহাই

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৭ অক্টোবর : অভিজিৎ দীপকে-কে গ্রেপ্তার ঘোষণা করায় সপ্তমীর সকালে মনে হয়েছিল, তাঁর ভাগ্যে হয়তো দুই সতীর্থ সৌরভ দাস ও আশুতোষ রাস্কার মতো জেলযাত্রা অপেক্ষা করছে। কারণ, তার আগে শনিবার ভোরে থানা থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে নেহা বোরাকে। শেষপর্যন্ত অবশ্য সন্দেহটা



বুকে ব্যথা?
হাটের
সমস্যা নয় তো?

এনজিওগ্রাফি • এনজিওপ্লাস্টি
পেসমেকার প্রতিস্থাপন

98005 22229 / 81700 54106

মিলল না। শর্তসাপেক্ষে ককরোচ জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠাতার জামিন মঞ্জুর হল দিল্লির বিশেষ কার্যনিবাহী ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে।

শান্তিভঙ্গ না করার শর্তে মুচলেকা এবং ৫০ হাজার টাকার বন্ডে জামিন দেওয়া হয়েছে বলে তাঁর আইনজীবীরা জানিয়েছেন।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

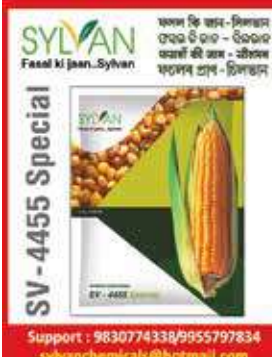
সপ্তমী ২.০

শুভ সরকার

১৭ অক্টোবর : শনিবার দুপুরে বেশ কড়া রোদের মধ্যে শিলিগুড়ি পুরনিগম থেকে বাধা মতীন পার্কের দিকে হেঁটে যেতে যেতে চোখে পড়ল, পার্কের চৌহদ্দির শুরু থেকে গেট পর্যন্ত মোট দশখানা স্টল। শুনে শুনে দশটা ফুচকা, ঘুঘনি আর চাটের স্টল। কোনওটারই সামনে ক্রেতা নেই। বিক্রেতাও নেই। ভরদুপুরে কে-ই বা সেসব খাবে! আর স্টলগুলির সামনে দিয়ে হাত ধরাধরি করে হেঁটে আসছেন শুভঙ্কর আর দীপশিখা।



শিলিগুড়িতে উইনার্স ক্লাবের প্রতিমার ছবিটি তুলেছেন সুব্রত।



SV-4455 Special

ওহ হো, হাত ধরার কথাটা অবশ্য লেখা থেকে বাদ দেওয়ার কথা হয়েছিল। সেই কড়ারই দু'মিনিট দাঁড়িয়ে কথা বলতে রাজি হলেন দুজনে। প্রথম সপ্তমীটা তারা নাকি 'বুক করেছেন' কেবল নিজেদের জন্য। দ্বিতীয় সপ্তমী থেকে বন্ধুবান্ধব, প্যাভেল হপিং সহ যাবতীয় ছলুছুলুতে গা ভাসাবেন।

শনিবার সপ্তমী। রবিবারও। এ যেন একটার সঙ্গে একটা ফি-এর অফার

এরপর চোদ্দোর পাতায়

উৎসবে
শবযাত্রা

চোরবাগানে
পায়ের চাপে
মৃত বহু

কলকাতা, ১৭ অক্টোবর : উৎসবের শুরুতেই অধার। প্রতিমা দর্শনে গিয়ে পায়ের চাপে মৃত্যু হল বেশ কয়েকজনের। সরকারিভাবে সংখ্যাটা স্পষ্ট করা না হলেও অন্তত ১৭ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে হাসপাতাল সূত্রে দাবি। খাস কলকাতার বুকে ওই ঘটনায় ৫০ জনের বেশি লোককে গুরুতর জখম অবস্থায় কলকাতা মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে কিছুক্ষণের মধ্যে হাসপাতালে পৌঁছান খোদ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। মৃত ও আহতের সংখ্যা বাড়তে পারে।

ঘটনাটি কলকাতার চোরবাগান পুজোমণ্ডপের। মেডিকেল কলেজে পৌঁছেছেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দণ। পুজোর আয়োজক ক্লাবের কর্মকর্তাদের খানায় তলব করতে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। পুরমন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালা ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়ও মেডিকেল কলেজে উপস্থিত হন রাতে। পুজোর উদ্যোক্তাদের তরফে বিকাশ দাস বলেন, 'কীভাবে কাণ্ডটা হল, এখনই বোঝা যাচ্ছে না। আপাতত উদ্ধারের কাজে জোর দেওয়া হচ্ছে। আহতদের

হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া এখন প্রথম কাজ।' ঘটনাটি ঘটে সন্ধ্যার পর। কলকাতায় তখন বোম্বে বৃষ্টি নেমেছে। বৃষ্টি থেকে বাঁচতে চোরবাগান মণ্ডপের ভেতর দর্শনাধীদের ছড়োছড়ি লেগে যায়। বাইরের রাস্তায় তখন তীর যানজট। আর ভেতরে ঠেলাঠেলি





ব্যাযবহুল নয় স্বল্প খরচে...

IVF TEST TUBE BABY IUI-ICSI

আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি। M: 9800711112

এত হতে থাকে যে একদল লোক পড়ে যান। তাদের ওপর দিয়ে আরেকদল চলে যেতে চাইলে পদপিষ্ট হন অনেক। মণ্ডপে ঢোকান মুখে তৈরি করা একটি এলিভেটরে করিডরে

এরপর চোদ্দোর পাতায়



সকলকে
দুর্গাপূজা,
কালীপূজা, ভাইফোঁটা
ও ছুটিপূজার
আন্তরিক প্রীতি
ও শুভেচ্ছা



ডঃ সুকান্ত মজুমদার



ভারত সরকারের উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন ও শিক্ষা মন্ত্রকের
প্রতিমন্ত্রী, বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ

উদ্ধার হওয়া কিশোরীর মৃত্যু

বালুরঘাট, ১৭ অক্টোবর : স্কুলের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাওয়ার নাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিখোজ হয়েছিল অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী। দু’দিন পর বালুরঘাট-মালদা রেলপথের বেলা হস্ট স্টেশনের কাছে এক তরুণের সঙ্গে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় উদ্ধার হয় সে। দুজনকেই ভর্তি করা হয় বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে। শনিবার সকালে মৃত্যু হয়েছে ওই কিশোরীর। আশঙ্কাজনক অবস্থায় এখনও চিকিৎসাধীন তরুণ।

মেয়েটির বাড়ি বালুরঘাট রেলকের চিঙ্গিশপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। পরিবারের দাবি, ১৩ অক্টোবর স্কুলের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কথা বলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল সে। রাতে বাড়ি না ফেরায় বামা-মা কোনো যোগাযোগ করেন। তখন সে বাছবীর বাড়িতে থাকার কথা জানায়। কিন্তু পরদিন সকাল থেকে আর তার সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। ১৫ অক্টোবর বেলা হস্ট স্টেশনের কাছে দুজনকে অসুস্থ অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন গ্রামবাসীরা। পুলিশের সহযোগিতায় তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তরুণের বাড়ি কুমমণ্ডি রকে।

শনিবারদুপুরে মৃত্যুর ময়নাতদন্ত হয়। তবে এদিন বিকেল পর্যন্ত থানায় কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি।

ত্রাতা দুই মুসলিম তরুণ

তন্দ্ৰা চক্রবর্তী

কোচবিহার, ১৭ অক্টোবর : নৌকার অভাবে প্রথা রক্ষা করাই দায় হয়ে উঠেছিল। ত্রাতা হলেন দুই মুসলিম তরুণ। তাদের জোগাড় করে দেওয়া নৌকাতেই এবার নিরঞ্জন হবে মদনমোহন বাড়ির কাঠামিয়া মন্দিরের দুর্গার।

এত বছর ধরে কোচবিহার জলপথ সমবায় পরিবহণ সমিতির নৌকায় নিরঞ্জন হত কাঠামিয়া মন্দিরের মা দুর্গার। কিন্তু এ বছর সেখান থেকে নৌকা না মেলায় সমস্যা দেখা দেয়। কাঠামিয়া মন্দিরের দুর্গাকে গোলবাগানের ফাঁসির ঘাটে বিসর্জন দেওয়া হয়। মর্তিকে মন্দির থেকে কাঁখে করে ঘাট অঙ্গি নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে নৌকার উপরে মর্তিকে তুলে নদীর মধ্যে সাত পাক য়োনোনা হয়। সূর্য চলে এলে গোখুলি লগ্নে বিসর্জন দেওয়া হয়।

এবার দেবোত্তর ট্রাস্ট বোর্ড থেকে ফাঁসির ঘাট জলপথ পরিবহণের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা জানায়, ঘাট বন্ধ থাকায় চারটে নৌকা নষ্ট হয়ে আছে। তাই তাদের পক্ষে নৌকা দেওয়া সম্ভব নয়। এতে মাথায় হাত পড়ে দেবোত্তর ট্রাস্ট বোর্ডের।



ভোৰ্ণা নদীতে কাঠামিয়া মন্দিরের প্রতিমার বিসর্জনপর্ব।-ফাইল চিত্র

নৌকা না পেলে প্রথা ভেঙে যাবে, এ কথা জানতে পেরে এগিয়ে আসেন সেখানকার মুসলিম সম্প্রদায়ের দুই তরুণ। আপাতত তাদের চিঠি দিয়ে নৌকার জন্য আবেদন করা হয়েছে। শুক্রবার তাদের সঙ্গে নিয়ে রানিবাগানের ঘাট পরিদর্শন করেন ট্রাস্ট বোর্ড কর্তৃপক্ষ। সেখানে দেখা যায় জল থাকলেও মাঝে একটি সাঁকো তৈরি করার দরকার। সেই সঙ্গে ঘাটটাও ঠিক করতে হবে।

ওই দুই তরুণের একজন, আবু বক্কর সিদ্দিকের কথায়, ‘এত বছরের রাজ-ঐতিহ্য কখনই নষ্ট হতে দেওয়া যায় না। দুর্গামূর্তি বিসর্জনের জন্য আমাদের পক্ষ থেকে যা যা করার দরকার, আমরা সবটাই করে দেব।’ এত বছরের প্রথায় যাতে

কোনওরকম ক্রটি না আসে, সেই কারণে তাঁরা সবরকমভাবে সাহায্য করতে প্রস্তুত। ওই জায়গায় ঘাট ঠিক করা থেকে সাঁকো তৈরি, সবকিছুই দায়িত্ব নিয়ে তারা করে দেবেন বলে জানিয়েছেন। দেবোত্তর ট্রাস্ট বোর্ডকে বলা হয়েছে, তারা যেন দরশীর সকালে এসে একবার দেখে যায় সবকিছু ঠিক আছে কি না।

সিদ্দিকের কথায়, ‘এই বিষয়ে আমাদের তো কোনও অভিজ্ঞতা নেই, তাই যাতে কোনও ক্রটি না থাকে সেজন্যই তাঁদের আসতে বলা হয়েছে।’ নৌকা এবং মাঝির জন্য প্রতি বছর সামান্য কিছু টাকা দেওয়া হয়ে থাকে। এবার যাঁরা নৌকা দিচ্ছেন, তাঁরা কিছুই দাবি করেননি। সিদ্দিক জানান, আমাদের কোনও দাবি নেই। যদি খরচের কিছু



■ নৌকার অভাবে মদনমোহন বাড়ির কাঠামিয়া মন্দিরের দুর্গা প্রতিমা বিসর্জন নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়

■ জলপথ সমবায় পরিবহণ সমিতির ফাঁসির ঘাটের নৌকাগুলি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় বিপাকে পড়ে দেবর্ষ ট্রাস্টবোর্ড

■ ঐতিহ্য রক্ষায় এগিয়ে আসেন দুই মুসলিম তরুণ, তাঁরা বিসর্জনের জন্য নৌকা ও মাঝির বন্দোবস্ত করছেন

দেয় তাহলেও হবে, আর যদি না দেয় সেটাও ঠাকুরের জন্য আমরা মেনে নেব। তাতে কোনও অসুবিধা হবে না।’

আজ টিভিতে

খুরদ্বার-দ্য রিভেঞ্জ (ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার) সঙ্গে ৭.০০ স্টার গোল্ড

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ৭.০০ ঘরে আড বাইরে, ৯.৪৫ লড এঞ্জেলস, দুপুর ১.০০ গুরু, বিকেল ৪.৪৫ সৎগ্রাম, রাত ৯.৩০ পাগলু-টু

কার্লস বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.৩০ নাবা নন্দিনী, দুপুর ১.৩০ জোশ, বিকেল ৫.০০ চ্যালেঞ্জ, রাত ৯.৩০ নীল আকাশের চাঁদনি

জি বাংলা সোনার : সকাল ৮.৩০ রক্তের সাঁদ, বেলা ১১.৩০ গীত সংগীত, দুপুর ২.০০ লোফার, বিকেল ৫.০০ মেজবুট, সন্ধ্য ৭.০০ অঞ্জলি, রাত ৯.৩০ বিদ্রোহ, ১২.০০ কিডন্যাপ

ভিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ দায় সিদ্ধি

আকাশ আর্ট : বিকেল ৩.০৫ অবুঝ মন

জি আকাশন : সকাল ১০.৪৭ বজ্রকায়, দুপুর ১.২৭ অস্তিম : দ্য ফাইনাল ট্রুথ, বিকেল ৪.২০ এনিমি, সন্ধ্য ৭.২৯ জওয়ান, রাত ১১.০৩ মায়া মল ভূত কা খেল

আ্যড পিকচার্স : বেলা ১১.৩৯ কু, দুপুর ১.৩৭ এক দিওয়ানে কি দিওয়ানিয়ত, বিকেল ৪.২৪ দ্য হিরো : লড স্টোরি অফ অ’স্পাই, সন্ধ্য ৭.৫৯ গদর : এক প্রেম কার, রাত ১১.৪৯ গঙ্গাজল স্টার গোল্ড সিলেক্ট : সকাল

দুর্গাপূজো স্পেশাল পর

আজ মহাসপ্তমীতে সন্ধ্যা চৌবে তৈরি করবেন মিষ্টি মধুর শ্রী ভোগ। রাধিনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আর্ট

হতাশ ডুয়ার্সের পর্যটন মহল দুর্গাপূজোয় চেনা ভিড় উধাও



খাঁখা করছে জয়ন্তী। শনিবার।

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৭ অক্টোবর : পূজোর ঢাকে কাঠি পড়ার আগেই বুকে শেব, পূজোর দিনগুলিতে অব্যাহতের ডুয়ার্সে শুধুই কালো মাথার ভিড়-পূজো পর্যটনের এটাই চেনা ছবি। কিন্তু এবছর সেই চেনা ছবি উধাও। অনায়াসে মিলছে লজ ও হোমস্টেটে থাকার জায়গা। এমন পরিস্থিতিতে স্পষ্ট, আলিপুরদুয়ার জেলার পর্যটন ব্যবসা এবছর বড় সমস্যায় পড়েছে। পর্যটকদের তেমন আনাগোনা না থাকায় ক্ষতির মুখে পড়ে হতাশা পর্যটনের ওপর নির্ভরশীল ব্যবসায়ীরা। কীভাবে এই সমস্যা কাটিয়ে সুদিন ফিরবে, বুঝতে পারছেন না কেউ। পূজো পর্যটনের চেনা ছবিটা হারিয়ে যাওয়ায় ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন ডুয়ার্সের পর্যটন মহল। আলিপুরদুয়ার জেলার প্রবীণ পর্যটন ব্যবসায়ী গণেশচন্দ্র শা বলেন, ‘প্রায় ১৯ বছর ধরে এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত আছি। এত খায়াপ পরিস্থিতি কোনওবার হয়নি। পর্যটকদের সংখ্যা এবছর যথেষ্ট কম।’ কিন্তু হঠাৎ কেন এমন করুণ পরিস্থিতি? পর্যটন ব্যবসায়ীদের বক্তব্য, জেলার পর্যটন কম ও পরিবেশকেন্দ্রিক। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা থাকে বজা ব্যাঘ্র-প্রকল্প এবং জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের। কিন্তু লাগাতার আন্দোলনের জেরে বজা ও জয়ন্তী

নিয়ে অগ্রহ দেখাচ্ছেন না পর্যটকরা। জঙ্গল সাফারির বন্ধ।

চিলাপাতা, কোদালবস্তি, জলদাপাড়া ও মাদারিহাটের মতো পর্যটনকেন্দ্রগুলিতে কিছু পর্যটক রয়েছেন। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের জঙ্গল সাফারির অনলাইন পুঝা দেহিতে শুরু হওয়ায় তার প্রভাব পূজো পর্যটনে পড়ছে বলে মনে করছেন অনেকে। তাদের বক্তব্য, যে সময় অনলাইন বুকিংয়ের ঘোষণা হয়েছে, তার মধ্যে অনেকেই অন্যত্র ঘুরতে যাওয়ার পরিকল্পনা করা হয়ে গিয়েছিল। টুর অপারেটর প্রভিন্দু ছেত্রী বলেন, ‘অনলাইন সাফারির কথা জানতে পেরে অনেকেই আসতে চাইছেন, কিন্তু ট্রেনের টিকিট পাচ্ছেন না। বেশ কিছু বুকিং বাতিল হয়েছে।’

বন দপ্তরের সাফারি বুকিং পোর্টালে দেখা যায়, পূজোর মরশুমে বেশিরভাগ সাফারি পর্যটক ফাঁকা। জলদাপাড়া সাফারি ওয়ার্ল্ড অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সীতারাম ছেত্রীর কথায়, ‘প্রতিনিয়দ চার শিফটে সাফারি হয়। দুর্গাপূজোর সময় এমন হত যে চারবারই সব গাড়ি চলত। বর্তমানে এমন পরিস্থিতি যে, দু’দিন পর গাড়ির নম্বর আসে।’ সব মিলিয়ে পূজো নিয়ে পর্যটনে বড় আশা থাকলেও, বর্তমান পরিস্থিতিতে হতাশা পর্যটনের সঙ্গে যুক্ত সকলেই।

ধর্ষণ

বালুরঘাট, ১৭ অক্টোবর : চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে এক মহিলার কাছ থেকে দুই লক্ষ টাকা নেওয়ার পর তাকে ধর্ষণের অভিযোগে উঠেছে মঙ্গলপুরের এক বাসিন্দার বিরুদ্ধে। পুলিশ সূত্রে খবর, পরিচিতির সূত্রে বাড়িতে যাতায়াত করে মহিলাকে ভুল বৃথিয়ে ওই ব্যক্তি তাঁর কাছ থেকে টাকা নেয়।

স্বজন ক্ষুব্ধ হয়ে উঠবেন। শাস্ত থাকুন। আর্থিক সমস্যা থাকলেও তা সপ্তাহের শেষভাগে কেটে যাবে। অগ্রিয় সত্যি কথা বলে বিপাকে। তুলনা : কোনও মহৎ ব্যক্তির সঙ্গে কয়েকটা দিন কাটিয়ে মানসিক শান্তি পাবেন। শাস্ত থাকার চেষ্টা করুন। চটজলদি কোনও সিদ্ধান্ত নিতে যাবেন না। বাড়ি সংস্কার করতে হতে পারে। প্রেমের সঙ্গীকে সব খুলে বলুন। পাওনা আদায়ে স্বস্তি মিলবে। শরীর সুস্থ থাকবে। বৃশ্চিক : ব্যবসা পরিবর্তনের মানসিকতা গড়ে উঠবে। কর্মপ্রাণীরা এসপ্তাহে ভালো কোনও চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। সারা সপ্তাহ ধরে মানসিক চাপ থাকবে। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। সন্তানের জন্য প্রার্থনা। ধনু : অহেতুক কাউকে সন্দেহ করে মানসিক আশ্রাণ। প্রেমের সঙ্গীকে আশ্বিনার উছার কথা খুলে বলুন। এর ফলে সমস্যা কেটে যাবে। অপত্যমেহে অর্ধব্যায় হলেও তা আপনাকে তৃপ্তি দেবে। দম্পের বিবাহ গভীর হবে।

মকর : কর্মক্ষেত্রে সবকিছু ঠিক থাকলেও হঠাৎ পদোন্নতি নিয়ে সমস্যা তৈরি হতে পারে। সামান্য বিতর্ক থেকে তীব্র কোনও সমস্যায় জড়িয়ে পড়তে পারেন। বকুর

শ্রী মদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৩০ আশ্বিন, ১৪৩৩, তারিখ ২৬ আশ্বিন, ১৮ অক্টোবর, ২০২৬, ৩০ আশ্বিন, সবুৎ ৭ আশ্বিন সুবি অধিক, ৬জমাঃ আউঃ। সুঃ উঃ ৫৩৯, অঃ ৫৭। রবিবার

সপ্তমী প্রাতঃ ৫।৫৩। পূর্বাষাঢ়ানক্ষত্র দিবা ১১।৩২। সুকর্মযোগ্য রাত্রি ১১।৩৮। বজ্রিকরণ প্রাতঃ ৫।৫৩ গতে বিষ্ণুকরণ প্রাতঃ ৬।৫২ গতে ববকরণ। জন্মোৎসর্গশ্রি ক্ষত্রিয়বর্ষ নরগণ আন্তোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, দিবা ১১।৩২ গতে বিংশোত্তরী রবির দশা, সন্ধ্যা ৫।১০ গতে মকররাশি বৈশ্যবর্ষ মতান্তরে শ্রুৎবর্ষ। মূতে-দ্বিপাদদোষ, প্রাতঃ ৫।৫৩ গতে একপাদদোষ, দিবা ১১।৩২ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- বায়ুকেষ, প্রাতঃ ৫।৫৩ গতে ঈশানো। বারবেলায় ৯।৫৭ গতে ১২।৪৯ মধ্যে। কলারাত্রি ১২।৫৭ গতে ২।৩১ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ১১।৩২ গতে যাত্রা শুভ পশ্চিমে নিষেধ, শেষরাত্রি ৮।১৪ গতে ঈশানো। শ্রুৎবর্ষেও নিষেধ। শুভকর্ম- দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- অষ্টমীর একোদশি ও সপিন্ডন। শ্রীশ্রী শারদীয়া দুর্গাদেবীর গুপ্তা সপ্তমীবিধিত অধিক পূজা প্রশস্ত। শিরডি সহিবাবার তিরোভাব দিবস (১৮ অক্টোবর, ১৯১৯) অমৃতযোগ- দিবা ৬।৩৬ গতে ৮।৪৭ মধ্যে ও ১১।৪৩ গতে ২।৩৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।২৬ গতে ৯।১০ মধ্যে ও ১১।৪৭ গতে ১।৩১ মধ্যে ও ২।২৩ গতে ৫।৩৯ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৩।২২ গতে ৪।৬ মধ্যে।

ভারতীয় প্রযুক্তিবিদ্যা সংস্থা খড়গপুর

বিজ্ঞপ্তি সংখ্যা:- আর/৪৪/২০২৬ তারিখ : ১৪ই সেপ্টেম্বর ২০২৬

এই সংস্থাটি ভারতীয় নাগরিকদের নিম্নে উল্লেখিত পদগুলিতে আবেদন করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে।

(১) পেশাদার প্রশিক্ষণার্থী (কেন্দ্রীয় প্রত্নগার)-০৮টি পদ শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়সসীমা এবং এই প্রসঙ্গে অন্যান্য তথ্যের জন্য- <http://www.iitkgp.ac.in/non-teaching-positions>-এ পরিদর্শন করুন।

অনলাইনে আবেদনের শেষ তারিখ : ৩১-১০-২০২৬

রেজিস্ট্রার

cbc 21255/11/0013/2627

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তি

পার্সেল লিজিং-এর চুক্তি প্রদান

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিভারএম বিন্ডিং, এম তল, রেল নিউজিয়াসের কাছে, হাওড়া-৭১১০০, আইআরইপিএল ওয়েবসাইটের ই-অকশন মড্যুলের মাধ্যমে তিন বছরের জন্য হাওড়া ডিভিশন থেকে যাত্রা শুরু করা ০৬টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ০৬টি এসএলআর-এর লিজিং-এর জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলী সম্বন্ধিত অকশন ক্যাটালগ www.iwebs.gov.in-এ পাওয়া যাবে। www.iwebs.gov.in-এ ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে আলোচ্য ই-অকশনের জন্য বিড জমা করতে হবে। ই-অকশন গ্রহণযোগ্য অংশগ্রহণের জন্য, মার্কেটিংয়ের ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে www.iwebs.gov.in এ একাডেমীক রেকর্ডিংকেন করা বাধ্যতামূলক। এছাড়াও মার্কেটিংয়ের ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার নিতে হবে। অকশন ক্যাটালগের বিবরণ ই অকশন ক্যাটালগ নং ই পিসিএল-এইচটরুএইচ-২৬-১০টি। কম্পাটমেটক ই ০৬টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ০৬টি এসএলআর। অকশন শুরুর তারিখ ও সময় ই ২৮-১০-২০২৬, ০২.৩০ মিনিট। (HWH-408/2026-27)

ট্রেনার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in ও www.iwebs.gov.in-এ পাওয়া যাবে।

অনুরোধ করুন t.me/EasternRailway t.me/easternrailwayheadquarter

পার্সেল স্থানের জন্য ই-নিলাম লিজিং

কিন্তুকিয়া মণ্ডলের অধীন বিভিন্ন রেল ডিবিএইচ লীকে দেওয়ার জন্য ই-নিলাম। বিকল্প পার্সেল ক্যান পার্সেল স্থান (সিঙ্গল কম্পার্টমেন্ট), রেট ইউনিট প্রতি রাউন্ডে ট্রিপ ট ওয়ে।

অকশন ক্যাটালগ নং, চিএছকে-ডিএসিএল-৮৮

এন্ট্রিফট নং

এলওটি সংখ্যা/শ্রেণী

ট্রিপস

এএ/১	১৪৩৮১২-১৪৩৮১-ডিপি-১-ডিবিআরটি-এইচডিটিএইচ-২৬-১	৩১৩
এএ/২	১৪৩৮০০-১৪৩২২-ডিপি-১-এমআইসকেটিবিএম-২২-১	১৫৭
	পার্সেল	

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময় ৩০-১০-২০২৬ তারিখে ১৪.০০ ঘটিকা এবং বন্ধ হবে ১৪.৪০ ঘটিকা। প্রাথমিক কুদ্রি অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। লট অনুমতি বন্ধ হওয়ার সময় আইআরইপিএলস ই-নিলাম মডিউলে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

ট্রেনার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট প্রাথমিক ডাকক্রীড়াকে আইআরইপিএল ওয়েবসাইট www.iwebs.gov.in এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল অংশগ্রহণ করার জন্য অনুমোদন করা হল।

জোড় মতল বাধ্যতা স্বাক্ষর, ক্রিপসক্রিয়া

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

পার্সেল লিজিং-এর চুক্তি প্রদান

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, কলকাতা, নিউ ডিভারএম বিন্ডিং, এম তল, রেল নিউজিয়াসের কাছে, কলকাতা-৭০০০০, আইআরইপিএল ওয়েবসাইটের ই-অকশন মড্যুলের মাধ্যমে তিন বছরের জন্য কলকাতা ডিভিশন থেকে যাত্রা শুরু করা ০৬টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ০৬টি এসএলআর-এর লিজিং-এর জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলী সম্বন্ধিত অকশন ক্যাটালগ www.iwebs.gov.in-এ পাওয়া যাবে। www.iwebs.gov.in-এ ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে আলোচ্য ই-অকশনের জন্য বিড জমা করতে হবে। ই-অকশন গ্রহণযোগ্য অংশগ্রহণের জন্য, মার্কেটিংয়ের ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে www.iwebs.gov.in এ একাডেমীক রেকর্ডিংকেন করা বাধ্যতামূলক। এছাড়াও মার্কেটিংয়ের ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার নিতে হবে। অকশন ক্যাটালগের বিবরণ ই অকশন ক্যাটালগ নং ই পিসিএল-এইচটরুএইচ-২৬-১০টি। কম্পাটমেটক ই ০৬টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ০৬টি এসএলআর। অকশন শুরুর তারিখ ও সময় ই ২৮-১০-২০২৬, ০২.৩০ মিনিট। (HWH-408/2026-27)

ট্রেনার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in ও www.iwebs.gov.in-এ পাওয়া যাবে।

অনুরোধ করুন t.me/EasternRailway t.me/easternrailwayheadquarter

পূজোর ভিড়ের সময় ফেস্টিভ স্পেশাল ট্রেন

২০২৬ সালের দশেরা, দীপাবলি এবং ছাঁট পূজা উপলক্ষে ফাঁড়িদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দেওয়ার জন্য নিম্নলিখিত বিশেষ ট্রেনগুলি (যাটের) চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিশেষ ট্রেনগুলির বিবরণ নিচে দেওয়া হলো:

ট্রেন নং, ০৬৫৫৯	এসএমজিটি বেসালুর্ক থেকে	ট্রেন নং, ০৬৫৬০	রাঙ্গাপাড়া নর্থ থেকে
রাঙ্গাপাড়া নর্থ ২৪, ২৭ অক্টোবর এবং ৩, ১০, ১৭, ২৪ নভেম্বর, ২০২৬ (মঙ্গলবার)	এসএমজিটি বেসালুর্ক ২৪, ৩১ অক্টোবর এবং ৭, ১৪, ২১, ২৮ নভেম্বর, ২০২৬ (শনিবার)	আগমন	প্রস্থান
—	২৩:৪০	এসএমজিটি বেসালুর্ক	১০:০০
১২:৫০	১১:০০	বিজয়ওয়াড়া জংশন	২০:৫০
০১:১৫	০১:২০	বুরলা রোড জংশন	০৮:২০
০৬:৩০	০৬:৪০	হুগলিপুর জংশন	০২:৫০
১৩:৩৫	১৩:৪৫	মালদা টাউন	১৮:৪০
২০:২৫	২০:৩৫	নিউ জলপাইগুড়ি	১৪:১৫
১২:২০	০১:৩০	মিডি বহাধিবাও	০৯:২০
০৩:০৮	০৩:১০	রসিয়া	০৭:১৫
০৬:৩০	০৬:৩০	রাঙ্গাপাড়া নর্থ	০৪:৩০

অন্যান্য স্টপেজ : কুমারভাটপুর, বাসরাপেট, জোলাপেটাই জংশন, কাটপাড়ি জংশন, রেনিগুট জংশন, গুড়ুর জংশন, গুদোল, রাজানুদ্রি, দুবভারা, সিংহালাল নর্থ, কোরাভালালা জংশন, বিজয়নগর জংশন, শীতলুলাল রোড, পালসা, ব্রহ্মপুর, ভূমেন্দ্রপুর, কটক জংশন, ভদ্রক, বারসাগর, আশুল, ভানসুকী, বর্ধমান জংশন, বোদপুর শান্তিনিকেতন, রামপুর হাট, মিডি ক্যাম্প জংশন, বারসেই জংশন, ক্রিয়াগঞ্জ, আলুয়াবাড়ি রোড, জলপাইগুড়ি রোড, মিডি কোচবিহার, মিডি আলিপুরদুয়ার এবং বরপেটা রোড।

গুরুত্ব : এনি ২-টার (একটি), এনি ৩-টার (ছয়টি), ট্রিপার স্টার (দশটি), জেনারেল সেকেন্ড ক্লাস (চারটি) এবং এসএলআরটি (দুটি) = ২৬টি কোচ।

জেনারেল ম্যানেজার (অপারেশনস), মালিগাও

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

পাত্র

পাত্রী

■ অবসরপ্রাপ্ত পিতা-মাতা (Govt.) একমাত্র সন্তান, কন্যা 31/5'-2", B.A., Computer (Diploma) পাত্রীর জন্য শিলিগুড়ি মহকুমার অন্তর্গত চাকরিজীবী পাত্র চাই। ঘরজামাই অগ্রগণ্য। 9434352445. (C/124179)

■ কায়স্থ/ডাক্তার, 39/5'-4", স্নায়ু, সুন্দরী, শিলিগুড়িতে প্র্যাকটিস পাত্রীর জন্য প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার সরকারি অফিসার পাত্র কাম। শিলিগুড়ি ও উত্তরবঙ্গের পাত্র অগ্রগণ্য। (M) 6909906785, 7679667476. (C/123594)

■ পাত্রী কায়স্থ, 30/5'-4", সুন্দরী, উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী। উপযুক্ত পাত্র চাই। অভিভাবক-9733091878. (C/124182)

■ কায়স্থ, 28/5'-3", M.Tech., বেসরকারি Bank কর্মরতা। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, একমাত্র পুত্র। পিতা রিং সঃ অফিসার। উপযুক্ত সরকারি চাকরিজীবী অনুর্ধ্ব 32, কায়স্থ পাত্র কাম্য। (M) 9436677253. (C/124183)

■ পাত্রী

■ শিলিগুড়ি, 29/5'-8", Business man, একমাত্র ছেলের জন্য সুন্দরী পাত্রী চাই। (M) 6297076867. (C/124190)

■ কোচবিহার, একমাত্র পুত্র, Auction ব্যবসা। মা ও ছেলে, মা পেনশনধারী। 36 মধ্যে সুখী পাত্রী চাই। (M) 9832539450. (C/124192)

■ পাত্র সরকার, বয়স 25/5'-5", B.Sc., ব্যবসায়িক, সুখী পাত্রী কাম্য। নম্বর : 8011772545. (C/124193)

পাত্র-ব্রাহ্মণ, 32+, Tata সুরাটে কর্মরত, 5'-5", B.Tech., জলপাইগুড়ি নিবাসী, দাবিহীন ছেলের জন্য সুখী, ব্রাহ্মণ/কায়স্থ উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। 9475479789. (C/124005)

■ পাত্র কায়স্থ ঘোষ, 27/5'-7", কোচবিহার নিবাসী, কলকাতায় সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, সেক্টর ফাইট-এ কর্মরত, কলকাতাতে নিজস্ব ফ্ল্যাট। পিতা কোচবিহারে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। এক দিদি বিবাহিত। এরূপ পাত্রের জন্য সুন্দরী, ঘরোয়া, গ্যাঞ্জয়েট উত্তরবঙ্গের পাত্রী কাম্য। মোঃ 7865048794. (C/123745)

■ পাত্র হাইস্কুল শিক্ষক, বয়স ৪৪, চাকরিতা পাত্রী অগ্রগণ্য। (M) 7602142221. (D/S)

■ রাজা সরকারি গ্রুপ-A, প্রফেসর, 34/5'-10", (ডিভোর্স) রাজশাহী, কোচবিহার, শিলিগুড়ি বাড়ি চাকরিতা অগ্রগণ্য। উপযুক্ত, সুখী, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। (M) 9647177998, 9064049384. (C/123739)

■ কায়স্থ (বসু), 40, MBA, নিরামিবাশি, হাইস্কুল শিক্ষক পাত্রের জন্য কায়স্থ, নিরামিবাশি পাত্রী চাই। (M) 8927439862. (C/123354)

■ পাত্র কায়স্থ, 32/7/5'-11", B.Sc., বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত। সুখী, শিক্ষিতা পাত্রী চাই। (M) 6297848246 (ডালখোলা। (C/124189)

■ বিবাহ প্রতিষ্ঠান

■ রেজিস্ট্রেশন=বিয়ে পাকা মাত্র 1999/-এ সঠিক জীবনসঙ্গী, ISO Certified. (M) 9038408885. (C/124211)

কাটিহার ডিভিশনে ইন্ডেক্সিয়াল টিআরডি কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ R_EL_TRD_13_26-27; তারিখঃ 14-10-2026; (বিড নংঃ R_EL_TRD_13_26-27)। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নলিখিতকারীরা দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নামঃ "কাটিহার ডিভিশনে মিউ জলপাইগুড়ি - মালদা টাউন সেকশন (ডবল লাইন)-এ গ্রেডাও - স্থানটির মধ্যে অতিরিক্ত গ্রেডাওর গুরুত্ব বৃদ্ধি সহ ৩ x ১২.২ মিটার স্প্যানবিশিষ্ট ব্রিজ নির্মাণের কাজ।" কাজের সাথে সম্পর্কিত ইন্ডেক্সিয়াল টিআরডি কাজ। টেন্ডার মূল্যঃ ১১,১৮,৫৮,৩৩৬.০৪ টাকা, বাতানার কমা ২,৫৮,৩০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ০৪-১১-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘটিকা এবং খুলবে ০৫-১১-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘটিকা। উপরে ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৫-১১-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘটিকা পর্যন্ত <http://www.iwebs.gov.in> ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

দিন: ডিইই/টিআরডি/কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

গুপ্তাভিভে গ্রাহকদের সেবা

নির্ধারিত এবং অনির্ধারিত পিসএসআই রক্ষণাবেক্ষণের কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং, এপি-ইএল-টিআরডি



কোচবিহারের তরুণদল দ্বারা প্রতিমা দর্শনে কচিকাঁচার। শনিবার। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

জাল নোট সহ গ্রেপ্তার দুই

তপন, ১৭ অক্টোবর : কখনও বিড়ি-সিগারেটের দোকানে ৫০০ টাকার জাল নোট দিয়ে কেনাকাটা, আবার কখনও সেই নোটের বিনিময়ে নগদ টাকা সংগ্রহ। এভাবেই গ্রামগঞ্জের বাজারে জাল নোট ছড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগে উঠেছে একটি চক্রের বিরুদ্ধে। শুক্রবার গভীর রাতে অভিযান চালিয়ে এমন একটি চক্রের হৃদিস পেল তপন থানার পুলিশ। পুলিশ অভিযানে তপন রক্তের আউটিনা গ্রাম পঞ্চায়েতের শালডাঙ্গা গ্রাম থেকে উদ্ধার হয়েছে ৫০০ টাকার ১১৭টি জাল নোট। জাল নোট উদ্ধারের পাশাপাশি দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

পুলিশ অভিযানে তপন থানার কামদেববাটার পারভিন বেগম গ্রেপ্তার হলোও চক্রের মূল মাথা তাঁর স্বামী বেজাল মোল্লাকে ধরতে পারেনি পুলিশ। পারভিনের সঙ্গে জাল নোট সহ ধরা পড়েছেন একই এলাকার শাহিন মোল্লা। তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, মালদার কালিয়াচক থেকে ৫০০ টাকার জাল নোট নিয়ে আসতেন বেজাল। সেই নোট পৌঁছে দেওয়া হত বিভিন্ন গ্রামীণ এলাকায়। মূলত ছোট ব্যবসায়ীদের দোকানগুলিকে নিশানা করে ছড়িয়ে দেওয়া হত জাল নোট। ৫০০ টাকার জাল নোটের বিনিময়ে ৪০০, ৩০০ টাকা নেওয়ার কারবারও চলত বলে জানা গিয়েছে। কারবারে সিগারেটের প্যাকেটের ব্যবহারও নজরে এসেছে; কেননা, অভিযুক্তদের বাড়ি থেকে প্রায় ৭০ প্যাকেট সিগারেট উদ্ধার হয়েছে। কতদিন ধরে এই কারবার চলছিল, কালিয়াচক থেকে কীভাবে জাল নোট তপনে পৌঁছাত এবং এর সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। পাশাপাশি পলাতক অভিযুক্তের খোঁজেও তদলাশি চলছে বলে পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে।

বিপর্যয় রোধে নদীকে বন্দনা

শালকুমারহাট, ১৭ অক্টোবর : পূজোর আনন্দ ফের না মাটি হয়ে যায়! গত বছর বিসর্জনের পর একাদশীতে তোষার শাখানদী শিসামারার জলে ভেসে গিয়েছিল আলিপুরদুয়ার-১ রক্তের শালকুমারহাট। বর্ধভাঙা জলে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল বিহার পর বিধা ফসল। সেই বিপর্যয়ের পুনরাবৃত্তি ঠেকাতে নতুনপাড়া ও নেপালিটারির বাসিন্দারা ধর্মীয় ও লোকায়ত আচারে নদীবন্দনা করলেন শনিবার। দুই গ্রামের পূজো উদ্যোক্তারা কলসিতে শিসামারার জল ভরে এনে হাত জোড় করে প্রার্থনা জানান তোষার লৌকিক দেবতা তোষা পিরের উদ্দেশ্যে।

নেপালিটারিতে পূজো কমিটির প্রতিনিধি সীতারাম ছেত্রী বলেন, ‘গত বছরের স্মৃতি আজও ভুলতে পারিনি। ওরকম বিপর্যয় যাতে আর না হয়, তাই দেবী দুর্গার পাশাপাশি শিসামারার কাছে প্রার্থনা জানিয়েছি।’ নদীতে স্থায়ী বাধ এখনও হয়নি। সেজন্য হচ্ছে



শিসামারা নদীর জল কলসিতে ভরে নিয়ে যাচ্ছেন পূজো কমিটির সদস্যরা।

থাকলেও মন খুলে আনন্দ করতে ভয় পাচ্ছেন গ্রামবাসী। শালকুমার-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান যোগেশ রায় অব্যয় আশার কথা শুনিয়া বলেন, ‘শিসামারায় শীঘ্রই বাঁধ হবে।’

নতুনপাড়ার পূজো কমিটির সদস্যরা ঢাক, বাজনা বাজিয়ে জল ভরতে গিয়েছিলেন। পূজো কমিটির সম্পাদক সুনীলা উপাধ্যায় বলেন, ‘শিসামারার বিপর্যয় মনে দাগ কেটে গিয়েছে। আমরা আজ তোষা পিরের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছি। শিসামারার জলে সপ্তমীতে দেবীর পূজো হয়েছে।’

ভুটান থেকে নেমে আসা তোষার সঙ্গে সংযোগ রয়েছে শিসামারার। গতবারের বিপর্যয়ে চাষের জমি, সুপারি বাগান সব নষ্ট হয়ে গিয়েছিল নতুনপাড়ার ধনেশ্বর রায়ের। ঘরবাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাঁর কথায়, ‘এবছরও আতঙ্কে রয়েছি। দুর্গার কাছে প্রার্থনা করেছি। নদীকে মনে মনে বলেছি, শান্ত থাকতে।’ তোষা পিরের কাছে মাথা ঠুকে মানত করছি।’

মদ বাজেয়াপ্ত

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৭ অক্টোবর : পুলিশের ধারাবাহিক নজরদারি এবং তৎপরতায় ফের বড়সড়ো সাফল্য মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার। শুক্রবার গভীর রাতে হরিশ্চন্দ্রপুরের পিপলা এলাকায় একটি চার চাকার গাড়ি থেকে বাজেয়াপ্ত হল বিপুল পরিমাণ বিদেশি মদ। ঘটনায় বিহারের ডাগলপুরের দুই তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গৃহদেব নাম নীতেশ চৌধুরী ও সৌরভ চৌধুরী।

বাজেয়াপ্ত মদের আনুমানিক বাজারমূল্য দেড় লক্ষ টাকা বলে পুলিশ জানিয়েছে। শুক্রবার গভীর রাতে এলাকায় টহলদারির সময় একটি চার চাকার গাড়ির গতিবিধি দেখে সন্দেহ হয় পুলিশের। গাড়িটি থামিয়ে তদলাশি চালাতেই বিদেশি মদের বোতল মেলে। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, ওই মদ বিহারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। শনিবার হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় সাবাদিক বৈঠক করেন মালদার পুলিশ সুপার অনুপ সিং। উপস্থিত ছিলেন হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি সুমিতকুমার ঘোষ।

উদ্যোগী মন্ত্রী

জলপাইগুড়ি, ১৭ অক্টোবর : পূজোর পর জলপাইগুড়ির করলা নদীতে রিভার পর্যটন শিল্পের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে আসবেন পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ। সম্প্রতি ডুয়ার্সের চালসায় পর্যটন দপ্তর আয়োজিত এক সভায় মন্ত্রীকে করলায় এই প্রস্তাব দিয়েছিলেন বিধায়ক অনন্তদেব অধিকারী। পর্যটন উন্নয়নের রূপরেখা তৈরিতে প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠকও করবেন পর্যটনমন্ত্রী।



ছবি : এআই

পূজোর সময় শহরজুড়ে ভিড়। শহর পেরোলে বিভিন্ন রাস্তার মোড়ে গাড়ির জট। পথের ক্লাস্তি ভুলে রংবেরঙের পোশাক পরে নানা বয়সের মানুষ ভিড় ঠেলে পায়ের পাতা দিয়ে যান প্যাভেলের ভেতরে। শরীর ভাষায় একটা পূজো দেখে আর একটা পূজোয় যাওয়ার তাড়া স্পষ্ট বোঝা যায়। ‘ওখানে কিন্তু কোনও তাড়া নেই।’ একটু হেসে বলেন পঙ্কু। এই ‘তাড়া নেই’ কথাটাই তাঁর পূজোর

আসল আনন্দ। বছরের অন্য দিনগুলোতে তাড়া থাকে। ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ব্যস্ত জীবনের কটা ঘুরতে থাকে অবিরাম। পূজোর চারটে দিন সেই তাড়া থেকে মুক্তি চান অনেকে। তাই পূজোর সময় পঙ্কুর মতো শহর ছাড়েন সূর্যত গুহ। তিনি এবার যাচ্ছেন সাগরে। দক্ষিণাত্যের ভারত মহাসাগরের তীরকে এবার তিনি পূজোর ডেস্টিনেশন হিসেবে বেছে নিয়েছেন। তাঁর কথা, ‘ভিড় ভালো লাগে না। আমার স্ত্রী আর মেয়েও প্যাভেল হপিং করতে ভালোবাসে না। আমার কাছে পূজো মানে বন্ধুদের সঙ্গে চুটিয়ে আড্ডা।’ তাই কয়েক বছর ধরে রায়গঞ্জের উকিলপাড়ার বাসিন্দা সূর্যত এবং তাঁর দুই বন্ধু নিজেদের পরিবারকে নিয়ে পূজোর সময় শহর ছাড়েন।

সূর্যত বলেন, ‘এবার আমরা কেরলে যাচ্ছি। পূজোর কটা দিন আমি আমার স্ত্রীর সঙ্গে মেয়ের হাত ধরে নির্জন সমুদ্রসৈকতে হটিব। এটাও কি কম সুখের!’ কালিয়াগঞ্জের বাসিন্দা, পেশায় আইনজীবী দয়াময় গোস্বামীও পূজোর সময় শহরে থাকছেন না। তাঁর ভাষায়, ‘সারা বছর কাজের ভীষণ চাপ। আইনি মারপাট, মানুষের সমস্যা-অশান্তি নিয়ে থাকতে থাকতে মনে হয় একটু খোলা হাওয়া দরকার। পূজোর সময় কোট বন্ধ থাকে। তাই কয়েকজন বন্ধু মিলে প্যাভেল হপিং করতে ভালোবাসে না। আমার কাছে পূজো মানে বন্ধুদের সঙ্গে চুটিয়ে আড্ডা।’ তাই কয়েক বছর ধরে রায়গঞ্জের উকিলপাড়ার বাসিন্দা সূর্যত এবং তাঁর দুই বন্ধু নিজেদের পরিবারকে নিয়ে পূজোর সময় শহর ছাড়েন।

চাঁদার নামে তোলাবাজি

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৭ অক্টোবর : দুর্গাপূজোর চাঁদার নামে তোলাবাজির অভিযোগ উঠল সুকান্ত স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাবের সদস্য পিন্টু সাহা, সঞ্জয় সাহা এবং তাঁদের সঙ্গীদের বিরুদ্ধে। সুশোভন সরকার নামের ওই প্রোমোটারের অভিযোগ, পিন্টু এবং সঞ্জয়ের দাবি অনুযায়ী দু’লক্ষ টাকা না দেওয়ায় বারবার তাঁর কাজ বন্ধ করে দেওয়ার পাশাপাশি চলতি মাসের ১৪ তারিখ তাঁকে মারধর করা হয়। সুশোভন এবিষয়ে ভক্তিনগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। পিন্টু এবং সঞ্জয় এলাকায় বিজেপি নেতা হিসেবে পরিচিত হওয়ায় এই ঘটনায় বিজেপি নেতৃত্ব অবস্থিতে পড়েছে বলে মত রাজনৈতিক মহলের। পিন্টু সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

সুশোভন বলেন, ‘১৪ সেপ্টেম্বর রাতের দিকে পিন্টুর আমাকে ওদের ক্লাবে যাওয়ার জন্য ইশিয়ারি দেয়।

দু’দিন পর ওরা আমার অফিসে আসে। আমি খুব বেশি হলে ২০ থেকে ২৫ হাজার টাকা দেব বললে ওরা কাজ বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দেয়। ৪ অক্টোবর ওরা সাইটে এসে কাজ বন্ধ করে দেয়।’ তিনি আরও বলেন, ‘১৪ অক্টোবর ওরা দুজন দলবল নিয়ে আমার সুকান্তনগরের

শিলিগুড়ি

সাইটে আসে। ওইদিন ছাদ ঢালাই হচ্ছিল। ওরা সাইটের সম্পত্তি নষ্ট করা শুরু করে। কর্মীদের হুমকি দিয়ে কাজ বন্ধ করে দেয়। খবর পেয়ে আমি সাইটে যাই। শেষমেশ পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে রাজি হই। এরপর ওরা আমার বুকে ধাক্কা মারে। এক লক্ষ টাকা না দিলে আবার মারবে বলে হুমকি দেয়।’

ঘটনার পর বুকে অবস্থি বোধ করায় সুশোভনকে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালের অবজার্ভেশন

ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়। ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে তিনি ১৫ অক্টোবর ভক্তিনগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। শুক্রবার রাত্রে অভিযোগপত্রের পরিপ্রেক্ষিতে কেস নম্বর দেওয়ার পাশাপাশি ঘটনার তদন্ত শুরু করে ভক্তিনগর থানার পুলিশ। এই ঘটনায় এখনও কেউ গ্রেপ্তার হননি।

সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে পিন্টু বলেন, ‘ওঁর সঙ্গে ক্লাব ডেভেলপমেন্ট নিয়ে ঝামেলা হয়েছে। উনি একশো বস্তা সিমেন্ট দেওয়ার কথা বলেছিলেন। এ নিয়ে ওই প্রোমোটারের সঙ্গে একটু কথা কাটাকাটি হয়। তবে কেউ তাঁর গায়ে হাত দেয়নি।’ তিনি আরও বলেন, ‘আমি বিজেপি করি। সুশোভন বিজেপির বিরুদ্ধে কটুক্তি করলে আমরা সবাই উত্তেজিত হয়ে পড়ি। সেটাই সিসিটিভিতে রেকর্ড হয়েছে। ইচ্ছাকৃতভাবে আমাদের ক্লাবকে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা চলছে।’

থানায় অভিযোগ দায়ের করেন সঞ্জয় রায় মাঝি নামে ওই ব্যবসায়ী। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। দুর্গাপূজোর মধ্যে বাড়িতে চুরি হওয়ায় হতাশা নেমেছে ওই পরিবারে।

ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীর একটি সাইবার ক্যাফে রয়েছে। তাঁর অভিযোগ, দৃষ্ণতীরা বাড়িতে ঢুক ঘুমের ওষুধ স্প্রে করে। পরিবারের সকলে প্রবল ঘুমে আচ্ছন্ন ছিলেন। এমনকি ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁর গলা থেকে সোনাল চেন খুলে নেওয়া হয়েছে বলে দাবি ওই ব্যবসায়ীর।

সঞ্জয় বলেন, ‘আধুনিক সরঞ্জাম ব্যবহার করে আলমারি খুলে নগদ ১৫ লক্ষ টাকা ও প্রায় ৮ লক্ষ টাকার গয়না নিয়ে চম্পট দিয়েছে। বাড়ির প্রতিটি ঘরে লুটপাট চালানো হয়েছে। কিন্তু আমরা সাড়াশব্দ পাইনি।’

ব্যবসায়ীর স্ত্রী মেয়ান্তি রায় মাঝির রাত তিনটে নাগাদ ঘুম ভাঙে। তিনি দেখেন বাড়ি লুণ্ঠিত। তিনি বাকি সদস্যদের ডেকে তোলেন। ব্যবসায়ীর দাদা সমীর রায় দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবি তুলেছেন।

আশ্রমের জমি বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা

রাজগঞ্জ, ১৭ অক্টোবর : হরিহরানন্দ আশ্রমের জমিতে হস্তক্ষেপ বা যে কোনও ধরনের কাজে নিষেধাজ্ঞা জারি করল জলপাইগুড়ি জেলা আদালত। স্বামী হরিহরানন্দ প্রয়াত হওয়ার পর তাঁর বিশাল আশ্রম ও কয়েক কোটি টাকার সম্পত্তির দখল নিয়ে শিষ্যদের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদ শুরু হয়। যা নিয়ে আদালতে মামলাও হয়। অভিযোগ, মামলা চলাকালীন বেশকিছু জমি দালালচক্র বিভিন্ন উপায়ে বিক্রি করেছেন। এরপর ফের হরিহর নিরাশ্রয় সেবাশ্রম ট্রাস্ট নামে একটি গোষ্ঠীর সভাপতি দেবব্রত মজুমদার বেআইনি জমি কেনাবেচা ঠেকাতে আদালতের দ্বারস্থ হন। সেই মামলাতেই গত ১৩ অক্টোবর জমিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে আদালত।

দেবব্রত বলেন, ‘কিছু স্বাধায়েী মানুষ ছলচাতুরি করে বাবা হরিহরানন্দের বিশাল সম্পত্তি দখল করার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠেছেন। আদালতের রায়ের পর আশা করছি অসাধু ব্যক্তিদের কবল থেকে আশ্রমের জমি এবং আশ্রমকে রক্ষা করা যাবে।’ তবে শিষ্যদের আরেকটি গোষ্ঠী শংকর মঠ ও মিশনের মহারাজ পরিতোষ গিরিকে বেশ কয়েকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন না ধরায় তাঁর প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।



উমা আসুন ঘরে ঘরে
বঞ্চনা যাক বিসর্জনে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ



সফর কাটছাঁট

রাজ্যে অমিত শা’র সফরসূচিতে পরিবর্তন হল। ১৮ অক্টোবর সকালে বেলুড় মঠ ও বালির দেশবন্ধু ক্লাবের পূজোয় যাওয়ার যে কর্মসূচি ছিল, তা বাতিল হয়েছে। শা’র বাকি কর্মসূচি অপরিবর্তিত রয়েছে।



ধৃত স্বামী

চুঁচড়া প্রতাপপুরে স্বীকে খুন করার অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন স্বামী মদনমোহন বারিক। বদ্ধ ঘর থেকে সানন্দা বারিকের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়। তারপর থেকেই নিখোঁজ ছিলেন মদনমোহন।



কোর্টে ইন্ড্রনীল

দুর্গাপূজা কেলেঙ্কারি মামলায় গ্রেপ্তারি এড়াতে সপ্তিম কোর্টের দুর্যারে ইন্ড্রনীল সেন। সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্টে তাঁর আগাম জামিনের আবেদন খারিজ হতেই গ্রেপ্তারি আশঙ্কায় শীর্ষ আদালতের দারস্থ হলেন।



গ্রেপ্তার ২

যষ্ঠীর দিন গভীর রাতের নাকা তল্লাশিতে দুই দুষ্কৃতিকে গ্রেপ্তার করেছে বশিরহাটের মাটিয়া পুলিশ। গৃহ শেখ আবদুল্লা ও শেখ ইমতিয়াজ আলমের কাছ থেকে দেশি পিস্তল, দুটি কার্তুজ ও চোরাই বাইক উদ্ধার হয়েছে।



মা তোমায় দেখে দেখে আঁধি না ফিরে... মহাসপ্তমীতে দেবীদর্শনে মানুষের ঢল চেতলা অগ্রণীতে (১)। বীরভূমের রামপুরহাটে মুন্সায়ী রূপে মণ্ডপে আসন নিয়েছেন দেবী (২)। কালীঘাটের ৬৬ পল্লির পূজোয় লৌহকপাট চূর্ণ করে মুক্তির গান গাইছেন মা ও তার সন্তানরা (৩)। ছবি: পিটিআই, দেবাচন চট্টোপাধ্যায় ও তথাগত চক্রবর্তী।

অভয়া মন্দিরে দেবী আরাধনায় উন্মাদনা

আশোক মণ্ডল

দুবরাজপুর, ১৭ অক্টোবর : অভয়া মন্দিরে দেবী আরাধনায় অশ্ব না নিলে অসমাপ্ত রয়ে যায় দুর্গাপূজা, এমনটাই বীরভূমের দুবরাজপুরের বহু মানুষের ধারণা। আর সেই ধারণা থেকেই অভয়া মন্দিরে দেবী আরাধনায় অংশ নেয় প্রচুর ভক্ত। সপ্তমীর দিন নবপত্রিকা মান করিয়ে দোলায় করে মন্দিরে নিয়ে আসার সময় থেকেই শুরু হয় দেবীর আরাধনা। রোগমুক্তির জন্য অনেকে দোলা নিয়ে আসার সময় রাস্তায় শুয়ে গড়াগড়ি দেন। দণ্ডী কাটেন অনেকেই।

অভয়া মন্দিরকে নিয়ে বহু কথকথা রয়েছে। শোনা যায়, একবার দেবীমূর্তি তৈরি করতে এসে শিল্পী টাকার জন্য দর কষাকষি করেছিলেন। তারপর মূর্তি না গড়ে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনায় জখম হন। দেবী অভয়া (দুর্গা) হাসপাতালে ভর্তি ওই শিল্পীর কন্যারূপে তার এক আত্মীয়কে ডেকে নিয়ে আসেন এবং



মূর্তি গড়িয়ে নেন। একটু সুস্থ হতেই শিল্পী ছুটে আসেন অভয়া মন্দিরে। জানতে পারেন অলৌকিক ঘটনার কথা।

এছাড়াও বহু অলৌকিক ঘটনার সাক্ষী এই অভয়া মন্দির। মায়ের পায়ের নুপুরের রনু রনু শব্দ এখনও শুনতে পান অনেকে। যদিও প্রাক্তনে দোতার নীচ দিয়ে যাতায়াত করা নাকি মঙ্গলজনক। এই কারণে দোলা দু-দিকে কাঁধে তুলে দাঁড় করিয়ে রাখা হয় মন্দির চত্বরে। তারপর দোতার নীচে দিয়ে যান ভক্তরা। এলাকার বধুরা পূজা দিতে এসে মেতে ওঠেন সিঁদুরখেলায়।

গ্রেপ্তার ৬৫

কলকাতা, ১৭ অক্টোবর : অভব্য আচরণ, মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানো ও আইনভঙ্গের অভিযোগে হাফ সেক্ষুরি পার করল গ্রেপ্তারির সংখ্যা। শুক্রবার রাত থেকে শনিবার তোর পর্যন্ত পুলিশের জালে ধরা পড়েছে ৬৫ জন। টাফিক আইন ভাঙার অভিযোগে মামলা করা হয়েছে ৪৯৫ জনের বিরুদ্ধে। এছাড়া উদ্ধার হয়েছে ২ লিটারের বেশি নেআইনি মদ। এদিন মোট ৮৫টি গাড়ি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। মত্ত অবস্থায় গাড়ি চালানোর অভিযোগে ৬১ জনের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে। এর আগে পঞ্চমীর দিন বিভিন্ন অভিযোগে ৩৩৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছিল পুলিশ। ২৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। দু-দিনে মোট গ্রেপ্তার ৯৩ জন।

রাজ্যকে ভ্রমকি অভয়ার বাবার

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৭ অক্টোবর : দুর্নীতি মামলায় আরজি কর মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ সপ্তিম কোর্টে জামিন পাওয়ায় আবার বেসুরো অভয়ার পরিবার। নিহত ওই চিকিৎসকের বাবা প্রয়োজনে সরকারের বিরুদ্ধে মুখ খুলবেন বলে সতর্ক করছেন। বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য এই জামিনকে আইনসিদ্ধ অধিকার বলে সাফাই দিচ্ছেন। সব মিলিয়ে চূড়ান্ত অস্থিতিতে শাসকদল ও রাজ্য সরকার।

কর্তব্যরত অবস্থায় আরজি কর মেডিকেলের চিকিৎসক পানিহাটির অভয়ার মৃত্যুতে খুন, ধর্ষণের পাশাপাশি ব্যাপক আর্থিক দুর্নীতিতে যুক্ত থাকার প্রমাণ পেয়ে সিবিআই সন্দীপকে গ্রেপ্তার করেছিল। তিনি প্রভাবশালী বলে সিবিআইয়ের যুক্তিতে ২ বছরের বেশি তাকে বন্দি করে রাখা হলেও তদন্তে আশানুরূপ অগ্রগতি না হওয়ার যুক্তিতে শুক্রবার সান্ধ্যপ্রহণে জামিন দেয় সপ্তিম কোর্ট।

খুন ও ধর্ষণের মামলায় আগেই তিনি জামিন পেয়েছিলেন। সন্দীপের জামিন প্রসঙ্গে সরকার ও বিজেপির দিকে আঙুল তুলেছেন নিগৃহীতার বাবা শেখর দেবনাথ। তাঁর কথায়, ‘আমাদের কাছে মেয়ের খুনের বিচার

পাওয়াটা প্রথম ও শেষ কথা। না পালে আবার আন্দোলনে নামতে পারি। সরকারের বিরোধিতা করতে তখনও আমাদের ভয় ছিল না, এখনও নেই। দল ক্ষুণ্ণ হলেও আমরা কিছু করার নেই।’ গত বিধানসভা নির্বাচনে দলের সংকল্পপত্রে আরজি করে অন্যায়ের সুবিচার ও অপরাধীদের শাস্তি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিজেপি।

ভোট বিজেপির টিকিটে পানিহাটি কেন্দ্রে জয়ী হন অভয়ার মা রত্না দেবনাথ। মেয়ের খুনের বিচার পেতেই বিজেপির প্রস্তাবে তিনি সম্মত হয়েছিলেন বলে অভিযোগ দাবি করেন তিনি। কিন্তু ক্রমশঃই হতাশ হতে হয় অভয়ার বাবা মাকে। তার ওপর আছে বিরোধীদের সমালোচনার চাপ। এছাড়া সপ্তিম কোর্টের দুই বিচারপতি মৃদেঙ্গ ও প্রশান্ত বি বরলোর বেক্ষের জামিন মঞ্জুর করতে গিয়ে পর্যবেক্ষণটিও গুরুত্বপূর্ণ।

বিচারপতিরা জানিয়েছেন, গত দু’বছরে তদন্তে অভিযোগকারী মোট ১৪৭ জনের মধ্যে মাত্র ৭ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ হয়েছে। সিবিআইয়ের তদন্তের এই ধীরগতিকে দুদয়ে সন্দীপের জামিন মঞ্জুর করে ওই বেক্ষ।

স্বাভাবিকভাবে এই টিলেমি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। বিরোধীরা চাইছে, তদন্তের গতি নিয়ে আদালতের মন্তব্যের ব্যাখ্যা দিক সিবিআই ও বিজেপি।

সন্দীপের জামিন নিয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের বক্তব্য, ‘আবেগ দিয়ে আইন চলে না এবং জামিন পাওয়া ব্যক্তির আইনি অধিকার। জামিন মানেই নির্দোষ প্রমাণিত হওয়া নয়।’ কংগ্রেস নেতা অধীরবঞ্জন চৌধুরীরা ভাষায়, ‘সন্দীপ ঘোষের জামিন সরকারের অবহেলার জ্বলন্ত উদাহরণ। দিনের পর দিন লড়েও নিষাতিতার পরিবার এখনও প্রত্যাশিত বিচার পায়নি।’

মমতা-তৃণমূলের বিধায়ক কুণাল ঘোষের বক্তব্য, ‘জামিন নিয়ে মন্তব্য করছি না। কিন্তু যারা বলতেন, আমরা ক্ষমতায় এসেই বিচার হবে। সেটা হচ্ছে কই? এখন নিয়ম হয়েছে, কারও রহস্যমৃত্যু হলে তার বাড়ির লোককে বিধায়ক করে দাও। ফলে তিনি সিস্টেমে ঢুকে যাবেন। আর প্রতিবাদের আওয়াজ শোনা যাবে না। ন্যায়বিচার নিয়ে আপনারা মানুষের আবেগ নিয়ে ছেলেখেলা করেছেন, এবার কৈফিয়ত দেওয়ার দায়িত্ব আপনাদের।’

অভয়া আন্দোলনের অন্যতম মুখ চিকিৎসক অভিনেতা কিঞ্জল নন্দের প্রশ্ন, ‘ভালো কে প্রমাণ লোপাট করল, কার মনতে হল, কার সেই ছিল- এসব এতদিনেও জানা গেল না?’

মণ্ডপে রেকর্ড বইয়ের স্টল বিজেপির

কলকাতা, ১৭ অক্টোবর :

পূজোর দিনে মণ্ডপের বাইরে লাল কাপড়ে মোড়া বামপন্থী সাহিত্যের স্টল বাংলার চেনা ছবি। কিন্তু সেই চেনা সমীকরণ ভেঙে এবার রাজ্যজুড়ে জোরদার জনসংযোগে নামছে পদ্ম শিবির। উৎসবের বিপুল জনসমাগমকে কাজে লাগিয়ে সাধারণ মানুষ ও নতুন প্রজন্মের ভোটারদের কাছে পৌঁছাতে গোটো রাজ্যে প্রায় পাঁচ হাজার বইয়ের স্টল দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে রাজ্য বিজেপি।

শুধু কলকাতাতেই বসবে প্রায় আড়াইশো স্টল এবং প্রতিটি জেলায় গড়ে একশাট করে স্টল দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। ২০১৯ সালের প্রায় ১৮টি লোকসভা আসন জয়ের পর থেকেই পূজোয় বইয়ের স্টল দেওয়ার প্রবণতা বাড়ায় বিজেপি।

দলের মুখপাত্র দেবজিৎ সরকার ও সপ্তর্ষি চৌধুরীর কথায়, শুধু বই বিক্রি নয়, সনাতনী সংস্কৃতি ও হিন্দুধর্মের আদর্শ প্রচারই তাদের আসল লক্ষ্য। মণ্ডপের সামনে বিজেপির স্টলগুলিতে স্বামী বিবেকানন্দ, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জীবনীর পাশাপাশি আরএসএস ও বিজেপির ইতিহাস সংক্রান্ত বই থাকবে। একই সঙ্গে মোদি সরকারের সাফল্য, জনকল্যাণমূলক প্রকল্প এবং নারী নিরাপত্তার খবিত্যন তুলে ধরে তৈরি করা বিশেষ পুস্তিকা দর্শনাধীদের হাতে বিনামূল্যে তুলে দেওয়া হবে।

কলকাতার পথে গতির বলি ৪

কলকাতা, ১৭ অক্টোবর : উৎসবের বৈপ্লবোয় গতির জেরে প্রাণ হারালেন চারজন। সপ্তমীর ভাতের কলকাতার আনন্দপুর থানার আরবানার কাছে চৌবাগা ও আনন্দপুর রোডের সংযোগস্থলে চার চাকার গাড়ি-বাইকের সংঘর্ষে মৃত্যু হল এক তরুণের। নাম প্রতাপ পানাই (৩০)। আহত একজন রুবি হাসপাতালে ভর্তি। অন্যদিকে, শুক্রবার গভীর রাত্তে কোলাঘাট বাইপাসে বাইক ও স্কুটার মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রাণ হারান তিন তরুণ সৃজিত (মোটা ২০), বিশজিৎ কর্মকার (১৯) ও অর্য মণ্ডল (২০)। আহতার স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।



কংগ্রেসের একাধিক শীর্ষ নেতার সঙ্গে বেলেঘাটার বিধায়কের দীর্ঘ আড্ডায় জেট জঙ্ঘনার পারদ আরও তুঙ্গে উঠেছে। এদিকে, মহাসপ্তমীতে রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছাবাতা জানান দেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়।

সমাজমাধ্যমে তিনি লিখেছেন, ‘মা দুর্গা সকলকে সাহস, সুস্বাস্থ্য ও সুখের আশীর্বাদ প্রদান করুন। অক্টোবর (মহালয়া) পর্যন্ত এই বিশেষ অভিযান চালানো হয়।

আরএসএস-এর দক্ষিণবঙ্গ প্রাণ প্রচার প্রমুখ বিপ্লব রায় জানিয়েছেন, ‘এই ১০ দিনের মধ্যে আমরা ৫ হাজারেরও বেশি নতুন শাখা খুলেছি।’ লক্ষ্মীপূজার পর এই নতুন শাখাগুলোকে আরও প্রাণবন্ত এবং নতুন সদস্যদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে সাতদিনের এক বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করেছে আরএসএস। এতদিন প্রতিটি জেলায় গড়ে ১০০টির মতো শাখা থাকলেও এখন সেই সংখ্যা বেড়ে প্রায় ২০০-তে দাঁড়িয়েছে।

সংঘের পূর্ব ক্ষেত্র সহ-প্রচার প্রমুখ জিষ্ণু বসু জানান, এই ১০ দিনের অভিযান আসলে সংগঠনের বছরব্যাপী শতবর্ষ উদযাপনেরই একটি অংশ। তাঁর কথায়, ‘কোথাও ৫-৬ জনকে নিয়ে, আবার কোথাও

বামেদের বুকস্টলে হামলায় লাগাম নেই

কলকাতা, ১৭ অক্টোবর: পশ্চিমবঙ্গজুড়ে পুরোদস্তুর দুর্গাপূজার আমেজ। প্রথম সপ্তমীতে কলকাতা সহ বাংলার বিভিন্ন এলাকায় পূজো মণ্ডপগুলিতে উপচে পড়েছে ভিড়। কিন্তু এই আনন্দোৎসবেও রাজ্যের নানা প্রান্তে বামেদের বুকস্টলে হামলা, ভাঙচুরের অভিযোগ অব্যাহত। যাদবপুর, নাগেরবাজার, এন্টালি, আনন্দপুর, নৈহাটি, কাঁচরাপাড়া, সিউড়ি, বর্ধমান-সর্বত্রই একই অভিযোগ। বুকস্টল করা নিয়ে পূজোর আগে থেকেই বিরোধ শুরু হয়েছিল। আদালতেও দৌঁদৌঁড়ে হয়েছে সিপিএমকে। তাতেও অশান্তি থামেনি। শুধু সিপিএম নয়, এসইউসিআই (সি)-র বুকস্টলেও ভাঙচুর চালানো হয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু বলেন, ‘শারদোৎসবে কোনওভাবে যেন শান্তিভঙ্গ না হয়। উৎসবকে ঘিরে যারা বইয়ের দোকান করেন, সেই বইয়ের দোকান যাতে সুস্থভাবে পরিচালনা করতে পারে সেটা দেখা উচিত।’ জবাবে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের দাবি, ‘বল্লাদেশে দুর্গাপূজার সময় ঘটে চলা অশান্তি থেকে নজর যোরাতেই

বামেদের বুকস্টল ভাঙা নিয়ে অহেতুক চ্যাচামেচি করা হচ্ছে। বামেদের বুকস্টল ভাঙার নেপথ্যে বিজেপির হাত থাকার কথাও মানেননি তিনি। শমীক বলেন, ‘দূর দূর থেকে বিজেপির সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। আমরা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিশ্বাসী। এটা বহুত্ববাদের মাটি। যত মত তত পথের মাটি।’ গোটো ঘটনায় সিপিএমের পাশে দাঁড়িয়েছে মমতা-তৃণমূল। দলের বিধায়ক কুণাল ঘোষ বলেন, ‘গণতন্ত্রের পরিসর নষ্ট করে দিচ্ছে বিজেপি।’ ঘটনা হল, বুকস্টলে হামলার প্রতিবাদে বামএক্য তৈরি হয়েছে। আলিমুদ্দিনে বামফ্রন্টের পাশাপাশি হাজির ছিলেন লিবারেশন এবং এসইউসিআই নেতারাও।

শনিবার সন্ধ্যায় যাদবপুর ৮বি বাসস্ট্যান্ডে সিপিএমের বুকস্টলে আচমকা হাজির হয় পুলিশ। পুলিশ জানায়, ওই স্টল করার জন্য কোনও অনুমতি নেওয়া হয়নি। তাই ওই স্টল চালানোর অনুমতি দেওয়া হবে না। বুকস্টল ভাঙতে বুলডোজার নিয়ে আসে কলকাতা পুরসভা। বই হাতে প্রতিরোধে নামেন সিপিএমের কর্মী, সমর্থকরা। বুলডোজার নিয়ে পিছু হটানোর দাবি জানানো হয়। সিপিএম নেতা

রাজ্যে আবার এসআইআর-এর দাবি শমীকের

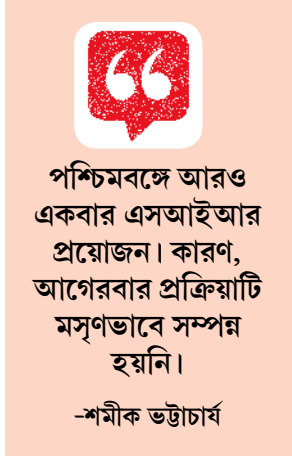
স্ববিরোধিতার অভিযোগ বিরোধীদের

কলকাতা, ১৭ অক্টোবর : এসআইআরে ভোট চুরির অভিযোগে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার হটাৎ দাবিতে দেশজুড়ে আন্দোলন চলছে। তারই মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সহ ১৭টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত এলাকায় ভোটার তালিকার বিশেষ সংক্ষিপ্ত সংশোধন বা পেম্পাল সামারি রিভিশন তথ্য এসএসআর শুরু করার নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। এসআইআর সম্পূর্ণ না করে এসএসআর করার নির্দেশ নিয়ে যখন প্রশ্ন তুলছে বিরোধীরা, তখন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য রাজ্যে নতুন করে এসআইআর করার দাবি জানালেন।

ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে এমন বিজ্ঞাতিকর পরিস্থিতি সাম্প্রতিক অতীতে কখনও হয়নি।

এসআইআর করে রাজ্যের ভোটার তালিকা থেকে ৯৩ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ দিয়েছে কমিশন। এর মধ্যে ৩৮ লক্ষ এখনও ট্রাইবিউনালে বিচারাধীন। কবে সেইসব মামলার নিষ্পত্তি হবে তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। এরইমধ্যে সম্প্রতি একটি সংবাদমাধ্যমের খবরে আলোত এবং কমিশনের অন্য দুই কমিশনারকে অগ্রাহ্য করে একক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছে। এসআইআরে ভোট চুরির অভিযোগ তুলে জ্ঞানেশ হটানোর দাবিতে দেশজুড়ে যখন আন্দোলনে নেমেছে সিজেপি, তখন এরাভো জ্ঞানেশের পাশে দাঁড়িয়ে সওয়াল করে চলেছে রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য থেকে শুরু করে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীরা।

এমনকি রাজ্যে এসআইআরের মাধ্যমে নির্ভুল ভোটার তালিকা তৈরির জন্য জ্ঞানেশকে পদ্ম পুরস্কার দেওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছিলেন শমীক। এদিনও ফের সেই দাবি জানিয়ে রাজ্যে নতুন করে এসআইআরের দাবি তুললেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। কেন আবার এসআইআর তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে শমীক বলেছেন, ‘পশ্চিমবঙ্গে আরও একবার এসআইআর প্রয়োজন। কারণ, ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে এসএসআর সম্পন্ন হয়নি।’ তবে প্রক্রিয়া মসৃণ না হওয়ার জন্য এসআইআর পর্বে তৃণমূলের প্রভাব খাটানোকেই



এদিন ঢাল করেছেন শমীক। যদিও তাঁর

এই হেনে মন্তব্যকে স্ববিরোধী বলে দাবি করে মমতা তৃণমূলের নেতা কুণাল ঘোষ বলেন, ‘প্রক্রিয়ায় যদি গুলদ খাকে তাহলে কী করে জ্ঞানেশ কুমারকে পুরস্কৃত করা যায়?’ সিপিএমের রবীন্দ্র দেব বলেন, ‘এসআইআর করে লক্ষ লক্ষ মানুষের নাম বাদ দিয়েছে কমিশন। এখন তারাই আবার তালিকা পুনরায় সংশোধনের জন্য এসএসআর করার কথা বলছে। একটা পাপ চাকতে হাজারটা পাপ করতে হচ্ছে কমিশনকে।’ যদিও কমিশনার দাবি, এসএসআর একটা নিয়মামূলিক কাজ। যেসব রাজ্যে এসআইআর শেষ হয়েছে, সেখানেই এসএসআর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

উৎসবের পর মিলবে গৃহনির্মাণ প্রকল্পের টাকা, ঘোষণা দিলীপের

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৭ অক্টোবর : পূজা মিটলেই কেন্দ্রের আবাস প্রাস প্রকল্পের উপভোক্তাদের হাতে বাড়ি তৈরির টাকা তুলে দিতে তৎপর রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর। সরকারি সীমাকা অনুযায়ী আপাতত সাড়ে ৫৪ লক্ষ গ্রামীণ বাসিন্দাকে এই প্রকল্পের সম্ভাব্য বরাদ্দপ্রাপক হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাদের মধ্যে থেকে চূড়ান্ত মসৃণ না হওয়ার জন্য এসআইআর উপভোক্তার তালিকা তৈরি হবে। সেটি দিল্লিতে গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকে পাঠানো হবে। শনিবার রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী দিলীপ



ঘোষ ‘উত্তরবঙ্গ সংবাদ’কে বলেন, ‘যাচাই না করে গ্রামের মানুষকে বাড়ি তৈরির টাকা দেওয়া হবে না। বিগত তৃণমূল সরকার বাংলায় বাঁচার টাকা দিতে গিয়ে যে কাজ করে গিয়েছে, রাজ্যের নতুন বিজেপি সরকার সেই পথে হাটবে না।’

বিগত সরকার বাংলায় বাঁচার টাকা দিতে গিয়ে যে ১৮ লক্ষ উপভোক্তার তালিকা তৈরি করেছিল, তার মধ্যে সাড়ে ১২ হাজার আবেদনকারীকে বর্তমান সরকার চিহ্নিত করেছে। এরা অব্যোয্য হয়েও বাড়ি তৈরির টাকা নিয়েছে।’ মন্ত্রীর শুদ্ধিগরি, ‘ওই অযোগ্যদের টাকা ফেরত দিতেই হবে। ১ হাজার জন টাকা ফেরত দিতে শুরু করেছে। কেউ কেউ ধাপে ধাপে ওই টাকা ফেরত দেবে বলে সরকারকে জানিয়েছে। অযোগ্যদের টাকা ছাড়া হবে না। সরকার তাদের কাছে টাকা আদায় করছি ছাড়বে।’

বাংলায় পানাবদলের পর শিকড় ছড়চ্ছে সংঘ পরিবার

২০-২৫ জনকে নিয়ে শাখা শুরু হয়েছে। নৃশির্দাদ বা মালদার মতো জেলায় নতুন শাখাগুলোতে ৫০ থেকে ৬০ জনও যোগ দিয়েছেন। আমরা মানুষের কাছ থেকে দারুণ ইতিবাচক সাড়া পাচ্ছি।’



বছরব্যাপী এই প্রচারের অঙ্গ হিসেবে ‘পঞ্চবিন্দু’ বা পাঁচ-দফা কর্মসূচির ওপর জোর দিচ্ছে আরএসএস। এর মধ্যে রয়েছে জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার প্রসার, ভারতের পারিবারিক মূল্যবোধকে গুরুত্ব দেওয়া, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, পরিবেশ রক্ষা এবং দেশ গঠনে নাগরিকদের দায়িত্ব। সমাজের

সঠিক সংখ্যা প্রকাশ্যে আনতে নারাজ সংঘের শীর্ষনেতৃত্ব। তাঁদের মতে, অনেকেই হরতালে ব্যক্তিগত স্বার্থ বা লাভের আশায় নতুন শাখায় যোগ দিয়েছেন। যখন তাঁরা বুঝবেন যে, শাখা থেকে ব্যক্তিগত ফায়দা লোটার কোনও সুযোগ নেই, তখন অনেকেই সরে যাবেন। তাই এই ৫ হাজার শাখা দীর্ঘমেয়াদে টিকবে কি না, তা নিয়ে সন্দেহান্বিত স্বয়ংসেবকরাও।

সাধারণত রোজ এক ঘণ্টার জন্য শাখা বসে। সেখানে ১১ মিনিটের সূর্য নমস্কার, শারীরিক কসরত এবং ড্রিল বাধ্যতামূলক। তবে শুধু এসব করে বেশিদিন নতুনদের আটক রাখা মুশকিল। তাই আকর্ষণ বাড়াতে কাবাডি এবং অন্যান্য দেশীয় খেলার পাশাপাশি ঐতিহ্যবাহী লাঠিখেলাও শেখানো হচ্ছে শাখায়।

পাচারকারীদের
হামলার মুখে

চ্যাংরাবান্ধা, ১৭ অক্টোবর : ঠাকুর দেখে ফেরার সময় শুক্রবার রাতে বাংলাদেশি পাচারকারীদের আক্রমণের মুখে পড়লেন চ্যাংরাবান্ধার বিবেকানন্দপাড়ার বাসিন্দারা।

স্থানীয় বাসিন্দা তথা মেখলিগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য শুভময় ঘোষ জানান, শুক্রবার মথারাতে ঠাকুর দেখে ফেরার সময় কয়েকজন অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিকে দলবর্ধে যেতে দেখেন। তাদের সন্দেহ হওয়ায় কোথা থেকে এসেছেন জিজ্ঞাসা করতেই তাঁরা নিজেদের বাংলাদেশি বলে পরিচয় দেন এবং গোরু পাচার করতে এসেছেন বলে স্বীকার করেন। শুভময় বলেনলেন, ‘এরপর আমরা পাড়ার পুজো প্যাভেলন থেকে লোকজনদের ডাকি। সবাই দিলে তাড়া করতেই ওঁরা পাখর ছুড়ে ধরলা নদীর বিসর্জনঘাট দিয়ে পালিয়ে যান।’

মারধরে ধৃত
পদ্ম নেতা

কামাখ্যাগুড়ি, ১৭ অক্টোবর : কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ি এলাকার দক্ষিণ নারায়ণলিটে এক মহিলা ও তার মেয়েকে মারধরের অভিযোগে শনিবার কুমারগ্রাম তিন নম্বর মণ্ডলের বিজেপির সাধারণ সম্পাদক ইন্দ্রজিৎ সাহাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ঘটনায় স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য স্মৃতিকণা ভৌমিক শীল সহ বিজেপির মোট আটজন নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। বাকি অভিযুক্তদের ডুমিকা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। যদিও ধৃত পদ্ম নেতার দাবি, তিনি ঘটনার সঙ্গে জড়িত নন এবং মারধরের সময় তিনি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না।

জুয়া রুখতে
তৎপর পুলিশ

চোপড়া, ১৭ অক্টোবর : জুয়ার আসর রুখতে তৎপর চোপড়া থানার পুলিশ। শুক্রবার যট্টার রাতে বাংলা-বিহার সীমানার সোনাপুর সাহেব কলোনি এলাকায় জুয়ার আসরে হানা দিয়ে চাচরজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এই ঘটনায় মোট ১০ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ওই এলাকায় রীতিমতো প্যাভেলন খাটিয়ে জুয়ার আসর বসানো হয়েছিল। চোপড়া থানার একাধিক এলাকায় জুয়ার আসর বসার খবর পেয়ে নজরদারি বাড়িয়েছে পুলিশ।

গণধোলাই

ধুপগুড়ি, ১৭ অক্টোবর : বাজার থেকে বাড়ি ফেরার পথে নাবালিকার হাত ধরে টানাটানি করার অভিযোগে গণাধোলাইয়ের শিকার হলেন এক ব্যক্তি। ঘটনাটি ডাকিকমিার পুলিশ ফাঁড়ি এলাকার। নাবালিকার চিকিৎসকে স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন ও অভিযুক্তকে মারধর করেন। খবর পেয়ে পুলিশ তাকে উদ্ধার করে আটক করে। নাবালিকার দাবি, ওই ব্যক্তিকে তিনি চেনেন না। এই ঘটনায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি। পুলিশ জানিয়েছে, প্রাথমিক পর্যায়ের তদন্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি, অভিযোগ দায়ের হলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ঘোরার ব্যবস্থা

কোচবিহার, ১৭ অক্টোবর : বিশেষভাবে সক্ষমদের নিয়ে পুজোর ঘুরলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বসু। সপ্তমীর দুপুরে নিজেই তাঁদের গাড়িতে চাপিয়ে মণ্ডপগুলিতে যোরান। জেলা পুলিশের উদ্যোগে প্রবীণ নাগরিকদের নিয়ে পুজো পরিক্রমার আয়োজন করা হয়।

নাটকে সাড়া

জলপাইগুড়ি, ১৭ অক্টোবর : জলপুয়ের আয়োজনে ও জলপাইগুড়ি মুক্তদল নাট্যগোষ্ঠীর সহযোগিতায় শহরতলি ক্লাব দুর্গাপুজো কমিটি এবং পাভাপাড়া সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটির সাংস্কৃতিক মঞ্চে শুক্রবার পরিবেশিত হয় ‘আমার মেয়ে আমার গর্ব’ নাটকটি। এই পখনাটক দর্শকদের মধ্যে সাড়া ফেলেছে।

মুক্তিযুদ্ধের গোলা নিষ্ক্রিয়

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ১৭ অক্টোবর : ইতিহাসের সাক্ষী বালুরঘাট পুলিশ লাইনের অগ্রাগারে নিঃশব্দে পড়ে থাকা ১৯৭১ সালের যুদ্ধের গোলা অবশেষে নিষ্ক্রিয় হল। সাড়ে পাঁচ দশক ধরে পড়ে থাকা গোলাটিকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তার প্রশ্ন বড় হয়ে ওঠায় তা নিষ্ক্রিয় করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আত্রেয়ী নদীর ফাঁকা চরে গোলাটি নিষ্ক্রিয় করার ক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর বিশেষজ্ঞ দলের সাহায্য নেয় জেলা পুলিশ।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের আঁি পড়েছিল বালুরঘাটেও। সীমান্তবর্তী এই শহর আজও ওই যুদ্ধের স্মৃতি বহন করে চলেছে। সেই যুদ্ধের সাক্ষী বহন করা গোলাটি ছিল বালুরঘাট পুলিশ লাইনের

সপ্তমীতে রঙের সাতকাহন উত্তরে

কোথাও গান, নাচ ও পূরস্কারের মঞ্চ। কোথাও মহিলাদের আড্ডা, ফুলপাতির শোভাযাত্রা, আবার কোথাও যানজট। সপ্তমীর সন্ধ্যায় উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে পুজোর ছবিতে ধরা পড়ল নানা রং। দু’দিনের সপ্তমীর আনন্দে মাতোয়ারা আট থেকে আশি।

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

১৭ অক্টোবর : ফেফ সন্ধ্যা নামার অপেক্ষাটুকু ছিল। তা নামতেই উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে রাস্তায় ভিড় বেড়ে জনশ্রোতে পরিণত হতে সময় নেয়নি। মালদায় পোস্ট অফিস মোড়ে জমায়েত, রায়গঞ্জে মহিলাদের মণ্ডপে মণ্ডপে উৎসব, মালবাজারে ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক আবহ, আর শিলিগুড়িতে বৃষ্টির বিরতি পেরিয়ে ফের রাস্তায় নামা; নানা অঙ্গিকে দিনটি ছিল আক্ষরিক অর্থেই রঙিন। পড়ে পাওয়া চোদ্দো আনা বলতে, এবারে সপ্তমী দু’দিন। অন্যান্য বার চারদিনের বরাদ্দ থেকে একটা দিন বাদ যাওয়ার একটা মন খারাপপর্ব থাকে। এদিন সেটা ছিল বিলকূল উধাও। কোচবিহারে সাগরদিঘির পাড়ে ফুচকা খাওয়ার সময় এক তরুণী ফ্রিতে ফুচকা চাইলে বিক্রেতার চটজলদি জবাব, ‘যেখানে পঞ্জিকা আমাদের একটি সপ্তমী উপরি দিলে, সেখানে একটা ফুচকা না হয় আমিও ফ্রিতে দিলাম।’ সবার মন ভালো করে দিয়ে আশপাশে হাসির বন্যা বইল।

শনিবার সন্ধ্যা ৭টা থেকেই মালদা শহরের প্রাণকেন্দ্র পোস্ট অফিস মোড়ে উৎসবের আবহ। কোথাও ঢাকের বাণি, কোথাও মঞ্চে রাফা ইয়াসমিনের গান, কোথাও গভীরার মুখোশ নাচ। একাধিক মঞ্চে মন্ত্রী, নেতা সহ বিশিষ্টরা হাজির ছিলেন। প্রেস ফোটোগ্রাফার অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে সেরা মূর্শশিলী, সেরা কারুশিল্পী এবং জেলার সেরা ১২টি পুরস্কা কমিটিকে পুরস্কৃত করা হয়। ভিড়ের মধ্যে থেকে সমস্তোষ কর্মকারকে বলতে শোনা গেল ‘সারাটা বছর এই সপ্তমীর সন্ধ্যার জন্যই অপেক্ষা করি।’ হেসে সায় দিলেন অতপা সাহা, সোমনাথ সরকারের মতো অনেকেই।

সকাল থেকে রায়গঞ্জে মণ্ডপে মণ্ডপে মহিলাদের ভিড় দেখা যায়। নবপ্রতিকা মানের মধ্য দিয়ে সপ্তমীর পুজো শুরু হয়। সকাল ১১টা নাগাদ উদয়পুর বারোয়ারি পুজোমণ্ডপে জনা তিরিশেক মহিলার জমায়েত দেখা

যায়। পুরোহিতের মন্ত্রপাঠের মধ্যেই গল্প ও আড্ডা চলে। স্থানীয় বাসিন্দা দেবযানী রায় জানান, বড় বছর থেকে এখনকার পুজো অন্য মাত্রা পেয়েছে। দুপুরে রায়গঞ্জের সায়েদ কাওরীচন্দ্র পাল উদয়পুরের সরকারবাড়ির পুজোয় আরতিতে যোগ দেন। দুর্দশপুর, অনুশীলনী ও দেহশ্রী ব্যাঙ্গমাগারের পুজোও মণ্ডপে ভিড় ছিল। দুর্দশপুরের শতাব্দী মহিলা পুজোর আনন্দে মত্তেন। অশোকপল্লির সান্যাল পবিত্র কর্ণজোড়ার সূর্যদায় হুক ও বধির হোমের আবাসিকদের হাতে ফল ও মিষ্টি ভুলে দেন। সন্ধ্যার পর যানজট সামালতে পুলিশকে হিমমিন খেতে হয়। শিলিগুড়ি মোড় থেকে কসবা মোড়, সুভাষগঞ্জ, রায়গঞ্জ রেলস্টেশন, ব্রিহদী বাই মোড়, কলেজবাড়ি, উদয়পুর ও দেহশ্রী মোড়ে রাত পর্যন্ত ভিড় ছিল। বালুরাঘাট হাটটা ছিল কিছুটা আলাদা। চতুর্থী, পঞ্চমী ও ষষ্ঠীতে তাঁর দেখতে যে ঢল নেমেছিল, সপ্তমীর সন্ধ্যায় তার তুলনায় নাজট কা ছিল। তবে সন্ধ্যা থেকেই অনেক হটে একের পর এক মণ্ডপ ঘুরেছেন।

পুজোকে কেন্দ্র করে কোচবিহারের বিভিন্ন প্রান্তে এদিনও বেশ ভিড় দেখা গিয়েছে। মাথাভাঙ্গা কোচবিহার রাজার সড়কের ব্যতমত নীলিগঞ্জ বাজার এলাকায় এবার ২৮টি পুজো হচ্ছে। যানজটের আশঙ্কায় আগে থেকেই বাড়তি পুলিশ মোতায়েন করা হয়। ঠাকুর দেখতে চেয়েই খুব আনন্দ হচ্ছে বেশ কয়েক পড়ুয়া শর্মিণা সরকারের মতো অনেকের জন্যই। আলিপুরদুয়ারের বাবুপাড়া, হোয়াইট হাউস রং, তপলখার ক্লাব, বাত্‌ সংঘ, মিলন সংঘ, আলিপুরদুয়ার দুর্গাবাড়ি ও নিউডিউ দুর্গাবাড়িতে দর্শনার্থীদের ভিড় জমে। একই ছবি দেখা যায় জঞ্জন এলাকাতোও। অগিলগিতে টোটো আর রাজপথে জনশ্রোতের জেরে কয়েকটি জায়াগায় তীর যানজট তৈরি হয়। পার্শ্ববর্তী সামলতে ট্রাফিক পুলিশকে বেগ পেতে হয়েছে। বিকাশ, বিশ্বাস, রিক্স সাহাদের মতো অনেককেই পুজোয় বেশ আনন্দ করতে দেখা

গ্রেপ্তার ৩ মহিলা
কোটি টাকার মাদক
তৈরির কাঁচামাল উদ্ধার

অরিদরম বাগ	
মালদা, ১৭ অক্টোবর : প্রায় ২ কোটি টাকার ব্রাউন সুগার তৈরির কাঁচামাল সহ তিন মহিলাকে গ্রেপ্তার করল মালদা টাউন জিআরপি থানার পুলিশ। ধৃতদের নাম জাবরুন নেছা (৩০), জ্যোৎস্নারা বেগম (৩৬) এবং আনওয়ারা বেগম (১৯)। ধৃতরা অসমের করিমগঞ্জ ও হোজাই জেলার বাসিন্দা। শনিবার ধৃতদের মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে।	
রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের মাধ্যমে মালদা টাউন জিআরপি থানার পুলিশের কাছে খবর আসে বিরেক এল্লপ্রেসে ডিমাপুর স্টেশন থেকে ব্রাউন সুগার তৈরির কাঁচামাল মালদা টাউন স্টেশনে নিয়ে আসা হচ্ছে। সেই তথ্যের ভিত্তিতেই মালদা টাউন জিআরপি থানার পুলিশ ওস্ত মালদা ও মালদা টাউন স্টেশনে ওঁত পেতে বসেছিল। ওস্ত মালদা স্টেশনে ট্রেনের স্টপ না থাকলেও সিগন্যাল না থাকায় ট্রেন ওই স্টেশনে দাঁড়িয়ে পড়ে। সেখানে ট্রেন দাঁড়াতেই ট্রেন থেকে নেমে পড়েন ওই তিন মহিলা। তাঁদের সঙ্গে দুটি কোলের বাচ্চাও ছিল। তথ্য অনুযায়ী ওস্ত মালদা স্টেশনের ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে ওই তিন মহিলাকে আটক করে তল্লাশি চালাতেই ১ কেজি ২৮০ গ্রাম ব্রাউন	



কালিয়াচকে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে গাজালে কেন? তবে কি পুলিশের নজর থেকে বাঁচতে চেনা রুট পরিবর্তন করে অন্য রুট ব্যবহার করছে কারবারিরা? নাকি কালিয়াচকের বদলে এবার গাজালকে মাদক তৈরির হাব হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছে কারবারিরা? ধৃতদের হোপাজতে নিয়ে এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজবেন তদন্তকারী অফিসাররা।



সপ্তমীর সন্ধ্যায় মণ্ডপে মণ্ডপে জনসমুদ্র। শনিবার শিলিগুড়ির হায়দারপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব ও ফালাকাটার মশল্লাপাটিতে ছবিগুলি তুলেছেন সঞ্জীব সূত্রধর ও ভাস্কর শর্মা।

গেল। ফালাকাটার অববিদ্যপাড়া, দেশবন্ধুপাড়া, কলেজপাড়া, মসল্লাপাটী, মুক্তিপাড়া, মাদারি রোড, সারদানন্দপাট্রি, মহাকালপাড়ায়ও ভিড় ছিল। বীরপাড়ায় অবশ্য পুজোর প্রস্তুতি ফালাকাটা ও মাদারিহাটের তুলনায় দু-চার দিন দেরিতে সম্পূর্ণ হয়। সপ্তমীর দিন পর্যন্ত কোথাও কোথাও কাজ চলেছে। ফুলপাতি শোভাযাত্রা বীরপাড়ার উৎসবে বাড়তি মাত্রা যোগ করে। জয়গাঁয় সপ্তমীতেও কেনাকাটার ধুম ছিল। অনেকে কেনাকাটা সেরে এনএস রোড ও সুপার মার্কেট এলাকার মণ্ডপে হুঁ মেরে বাড়ি ফিরেছেন। সুভাষিণী ও চুয়াপাড়া চা বাগানের শ্রমিক পরিবারের সদসরাও পুজোর মেলায় কেনাকাটা করেন।

হামলিগনগঞ্জের বিবেকনগরের বিবেকানন্দ ক্লাব, সাকসি ময়মনের অগ্রদ্বানী সংঘ এবং পুরোনো হাসিমারার স্থায়ী সংঘের মণ্ডপসজ্জাও দর্শনাধীনের প্রশংসা কুড়িয়েছে।

জলপাইগুড়ির দিশারি ক্লাব, ধুপগুড়িরনবজীবনসংঘ, মালবাজারের এটিও ক্লাব ও ময়নাগুড়ির ইউথ ক্লাবে ভিড় সামলাতে স্বেচ্ছাসেবকরা ব্যস্ত ছিলেন। খুব মজা করে পুজো দেখছেন মায়িক ছিদে ফেলে। বৃষ্টি থামতেই ফের রাস্তায় নামেন দর্শনাধীরা। বড় বাজেটের মণ্ডপে প্রতিমা, আলোকসজ্জা ও থিম দেখতে ভিড় জমে যায়। তথাগত মিত্র, শুভদ্বর সামালদের মতো অনেককেই মজা করে ঠাকুর দেখতে দেখা গিয়েছে।

নজর কাড়ছে
তিন পুজো

হলদিবাড়ি, ১৭ অক্টোবর : কোথাও হারিয়ে যাওয়া গ্রামবাংলার স্মৃতি ও ফিরে দেখা শৈশব, কোথাও আবার হলদিবাড়ি শহরের পুরোনো ঐতিহ্য। হলদিবাড়ির দুই বিগ বাজেটের পুজোমণ্ডপে ফুটে উঠেছে এই ভাবনাগুলি। দেশবন্ধুপাড়া স্পোর্টিং ক্লাবের এ বছরের থিম ‘হারিয়ে যাওয়া শৈশব ও গ্রাম্য দিনগুলি’। মণ্ডপে পা রাখলে দেখা যাচ্ছে, গোরুর গাড়ি, লাঙল হাতে কৃষক সহ গ্রামবাংলার সংস্কৃতির ছোঁয়া। ক্ষুদ্রিরামপাট্রি চত্বরঙ্গ ক্লাব পরিবেশবান্ধব উপকরণ ও আধুনিক চিত্রকলার সাহায্যে ফুটিয়ে তুলছে হলদিবাড়ি শহরের পুরোনো ঐতিহ্য। পুজোর বাজেট প্রায় ৫ লক্ষ টাকা। অন্যদিকে, হলদিবাড়ি পূর্বপাড়া আননোন ফ্রেন্ডস ক্লাব সাবেক প্রতিমার মাধ্যমে দর্শনাধীনের মন জয় করতে চায়। সপ্তমীতে পুজোর উদ্বোধন করেছেন বিধায়ক দধিরাং রায়।

নতুন রাস্তা

আলিপুরদুয়ার, ১৭ অক্টোবর : প্রতি বছর দুর্গাপুজোয় ঠাকুর দেখতে বের হলেই পকেট ফাঁকা হওয়ার জোগাড় হত আলিপুরদুয়ার-১ রকের বাসিন্দাদের। শুনতে হত অতিরিক্ত টোটেটা ভাড়া। তবে চলতি পুজোয় রাস্তাঘাট সংস্কার এবং নতুন পথ চালুর ফলে স্বস্তি মিলেছে। আলিপুরদুয়ার-১ রকের বাসিন্দাদের কাছে লাইফলাইন সলসলারবাড়ি-ফালাকাটা মহাসড়ক। শনিবার রাস্তার চার লেনের মধ্যে দুই লেন খুলে দেওয়া হয়েছে বেশিরভাগ জায়গায়। বিশেষ করে ঘরঘরিয়া থেকে ফালাকাটা পর্যন্ত এক পাশের রাস্তা অনেকটাই হয়ে গিয়েছে। আবার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সেতু দিয়ে যাতায়াত শুরু হয়েছে। যার মধ্যে চরভোরা অন্যতম। আলিপুরদুয়ার-১ রকের বাবুরহাট এলাকায় রাস্তার কাজ আটকে ছিল। সেটার একপাশের কাজ শেষ করা হয়েছে। অন্যদিকে, আলিপুরদুয়ার শহর সহ গ্রামীণ এলাকার বিভিন্ন রাস্তা সংস্কার হয়েছে।

বাইকের শব্দ

নিশিগঞ্জ, ১৭ অক্টোবর : সাইলেন্সারের কারসাজি করা বাইক ‘শব্দদানবের’ দাপটে অতিষ্ঠ মাথাভাঙ্গা মহকুমার বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দা। মাথাভাঙ্গা শহর থেকে সুটস্ফাট, নিশিগঞ্জের রাজ্য সড়ক-সর্ববই উঠছে কড়া পদক্ষেপের দাবি। কয়েকদিন আগেই মাথাভাঙ্গা থানার চব্বরে এমন বাইক ঘিরে হলুতুল পড়ে যায়। যট্টার সন্ধ্যায় নিশিগঞ্জের রাজ্য সড়কেও দাপিয়ে বেড়ায় একই ধরনের একটি বাইক। ট্রাফিক পুলিশের নজরে এলেও সেটিকে আটক করা যায়নি।

ভার্নোবাড়িতে উৎসবে আঁধার

বিনা নোটিশে
বাগান ছাড়ল
কর্তৃপক্ষ

সমীর দাস	
	
হাসিমারা, ১৭ অক্টোবর : পুজোর আলোর রোশনাইয়ে অন্ধকারে ভার্নোবাড়ি চা বাগান। শ্রমিকদের একাংশের বোনাস দেওয়া হলেও স্থায়ী টিকা শ্রমিক, সাব-স্টাফ ও স্টাফদের বোনাস না দিয়েই শুক্রবার রাতে বাগান ছেড়ে চলে গেলেন মালিকপক্ষের প্রতিনিধিরা। শনিবার মহাসপ্তমীর সকালে খবর ছড়িয়ে পড়তেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখে দাঁড়িয়ে থাকা শ্রমিকরা।	
বাগান সত্রে ববর, ইতিমধ্যে ১,৮৫০ জন শ্রমিককে ২০ শতাংশ হারে বোনাস দেওয়া হয়েছে। প্রায় ১৫০ জন স্টাফ ও সাব-স্টাফ এবং প্রায় ৪০০ জন স্থায়ী টিকা শ্রমিকের বোনাস দেওয়ার কথা ছিল শনিবার। এছাড়া সমস্ত শ্রমিকের সেপ্টেম্বর মাসের মজুরি বকেয়া রয়েছে। এমন অবস্থায় কর্তৃপক্ষ বাগান ছেড়ে চলে যাওয়ার চরম অনিশ্চয়তায় পড়েছেন প্রায় ২,২৫০ জন শ্রমিক। মালিকপক্ষের বাগান ছাড়ার খবর পেয়ে শনিবার সকালে কয়েকশো শ্রমিক হাসিমারা পুলিশ ফাঁড়িতে বিক্ষোভ দেখান। মালিক ও ম্যানেজারের গ্রেপ্তারের দাবি তোলেন তাঁরা। যদিও এদিন দুপুর পর্যন্ত বাগান কর্তৃপক্ষের তরফে ‘সাসপেনশন অফ ওয়ার্ক’ সংক্রান্ত কোনও নোটিশ জারি করা হয়নি। বাগানের ম্যানেজার মদনমোহন বা ঘোনে জানান, ‘বাগান লক-আউটের নোটিশ দেওয়া হয়নি।’ তবে কী কারণে বাগান পরিত্যক্ত করা হল, সে বিষয়ে কোনও সুদূতর না দিয়ে তিনি বলেন, ‘এখন মিটিংয়ে ব্যস্ত আছি।’	
মালিকপক্ষের সংগঠন টি অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার (টাই) সচিব স্মৃতি ঘোষ বলেন, ‘মালিকপক্ষ আমাদের সংগঠনের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ রাখছে না। শ্রম মণ্ডরকেও আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি।’ ঘটনার তীব্র দিল্লি করে ভারতীয় টি ওয়াকার্স ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক রাজেশ বারলা বলেন, ‘পুজোর সময় শ্রমিকদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা আমরা সহ্য করব না। বিষয়টি আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গাকে জানিয়েছি। প্রশাসনকে বলব মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করতে।’ সামনেই শুধা মরশুম হওয়ায় এখন কম পাতা পাওয়া যাচ্ছে। শ্রমিকদের একাংশের আশঙ্কা, শুধা মরশুমের শুরুতেই বাগান বন্ধ করার পরিকল্পনা করছে মালিকপক্ষ। কিন্তু মাত্র ৩৮ লক্ষ টাকা বোনাস বকেয়া রেখে বাগান কর্তৃপক্ষের চলে যাওয়ার যুক্তি খুঁজে পাচ্ছেন না তাঁরা। বাগান শ্রমিক দেবী লোহার বলেন, ‘এভাবে শ্রমিক বঞ্চনা মেনে নেওয়া যায় না। অবিলম্বে বাগান স্বাভাবিক করতে হবে।’ তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের বাগান কমিটির সভাপতি রাজু বিশ্বকর্মা ও ভারতীয় টি ওয়াকার্স ইউনিয়নের বাগান কমিটির সদস্য নেলসন বারলা মালিকপক্ষের এহেন সিদ্ধান্তের সমালোচনা করেছেন। বাগানের স্টাফ অজ্ঞান শর্মা বলেন, ‘আমরা বোনাস পাইনি। কীভাবে পুজো কাটবে বুঝতে পারছি না।’	



হাসিমারা পুলিশ ফাঁড়িতে বিক্ষোভ শ্রমিকদের।



ডাঃ পি.কে. সাহা হাসপাতাল

কোচবিহারে প্রথম NABH সার্টিফাইড মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতাল			
আমাদের বিভাগসমূহ			
কার্ডিওলজি	নেফ্রোলজি	নিউরোসার্জারি	ইউরোলজি
জেনারেল মেডিসিন	জেনারেল সার্জারি	পালমনোলোজি	অর্থোপেডিক্স
গাইনোকোলজি	পেডিয়াট্রিক্স	পেডিয়াট্রিক সার্জারি	ই.এন.টি
ডার্মাটোলজি	রেডিওলজি	অ্যানেস্থেসিওলজি	ল্যাবরেটরি
WBHS, আয়ুত্থান ভারত, স্বাস্থ্য সাথী ও মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বীমা যোজনা সহ সকল প্রকার মেডিক্লেমের ক্যাশলেস সুবিধা উপলব্ধ			
২ বৈরাগী দীঘি বাই লেন, কোচবিহার	7602606167	9046157261	



ভরসার কাঁধ।।

শনিবার কোচবিহারের খোলটা চেকপোস্টে। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

স্বামীকে খুনে গ্রেপ্তার স্ত্রী ও তাঁর প্রেমিক

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১৭ অক্টোবর : ‘সুপারিকিলার’ প্রেমিককে দিয়ে স্বামীকে খুনের অভিযোগ উঠল স্ত্রীর বিরুদ্ধে। কোচবিহারের অভিরিক্ত জেলা শাসকের গাড়ির চালক তাপস সরকারকে খুনের ঘটনায় বৃহস্পতিবার স্ত্রী সুস্মিতা অধিকারী এবং তাঁর প্রেমিক অর্জুন পালকে গ্রেপ্তার করল পশ্চিবাড়ি থানার পুলিশ। সেদিনই ধৃতদের আদালতে তোলা হলে বিচারক তিনদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন। অর্জুনের বিরুদ্ধে এর আগেও খুনের অভিযোগ ছিল।

১৮ আগস্ট গভীর রাতে চকচক গ্রাম পঞ্চায়েতের বড়গিলায় কালজানি রোডের ওপর মাথা খাটতলানো অবস্থায় তাপসকে পড়ে থাকতে দেখা যায়। পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে এমজিএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়। ঘটনাস্থলে রক্তমাথা বড় পাথর সহ ধস্তাধস্তির

চিহ্ন মিলেছিল।

পরিবারের দাবি, তাপস সেই রাতে কোচবিহার শহরের গোয়ালাপাটিতে এক বন্ধুর জন্মদিনের অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন। তাপসের স্কুটারটি এক বন্ধুর বাড়িতে পাওয়া যায়। ফলে তাপস



মৃত তাপস সরকারের বাড়িতে শোকার্ত পরিজন।- জয়দেব দাস

কীভাবে ঘটনাস্থলে পৌঁছালেন, সেটাই ভাবাচ্ছিল পুলিশকে। প্রথম থেকে তাপসের স্ত্রী তদন্তের মোড় অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য নানা রকম অভিযোগ তুলতে থাকেন। তিনি অভিযোগ করেন, এই খুনের পেছনে তাপসের সহকর্মীদের হাত রয়েছে। তাঁদের

সঙ্গে তাপসের বামেলাও হয়েছিল বলে জানিয়েছিলেন।

এদিকে পুলিশ তদন্তে নেমে দেখতে পায়, সেই রাতে সুস্মিতার সঙ্গে কোচবিহার-২ রকের মরাদীরকুটির বাসিন্দা অর্জুনের কথা হয়েছিল। আবার তাপসকেও বাড়ি আসার জন্য বারবার তাগাদা দেওয়া হচ্ছিল। সেই রাতে একটি রাস্তার সিটিংবি ফুটেজ অর্জুনের সঙ্গে তাপস এবং আরেকজনকে দেখা যায়। সব সূত্র মিলিয়ে সুস্মিতা ও অর্জুনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই বাকিটা জানা যায়।

শনিবার তাপসের বাড়িতে গিয়ে দেখা গেল শোকস্তব্ধ পরিবার। তাপসের শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হতেই ছেলেকে নিয়ে সুস্মিতা চেকপোস্ট এলাকায় তাঁর বাপের বাড়িতে থাকতেন। সেখান থেকেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাপসের মা পূর্ণিমা সরকার বলেন, ‘বৌদর সঙ্গে অর্জুন পালের সম্পর্ক ছিল। কিন্তু কীভাবে সম্পর্ক হল, তা জানি না। আমরা দোষীর ফাসি চাই।’

পাঁচ নেতাকে দায়িত্ব থেকে সরাল বিজেপি

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৭ অক্টোবর : একদিকে দুর্গাপুজো ঘিরে যখন উৎসবের আমেজ, তখন আলিপুরদুয়ার জেলা বিজেপির অন্দরে বিপর্যয় নেমে এল। দলের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হল পাঁচ নেতাকে। জেলা পদাধিকারী থেকে শুরু করে মণ্ডল সভাপতি- সবাই রয়েছে সেই তালিকায়। শনিবার জেলা বিজেপির কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে বিজেপির জেলা সভাপতি মিউ দাস জানান, দলের অনুশাসন না মানায় পাঁচ নেতাকে দায়িত্ব থেকে সরানো হল। নতুন কোনও সিদ্ধান্ত না জানানো পর্যন্ত তাঁরা দলের কোনও কাজে থাকতে পারবেন না। সেখানে ছিলেন দলের বড় জেলা সাধারণ সম্পাদক বাবুলাল সাহা এবং মিউ ওরারী।

এদিন মিউ বলেন, ‘আমাদের দলের কিছু নীতি-আদর্শ আছে। দলের অনুশাসন আছে। সেগুলো অনেকেই মানছেন না বলে অভিযোগ। সেজন্য পাঁচজনকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হল। হাটখাড়া রাজ্য নেতাদেরও জানানো হয়েছে। সেখান থেকে কোনও সিদ্ধান্ত না আসা পর্যন্ত ওই নেতারা দলের কোনও পদে থাকছেন না।’

দলের জেলা সম্পাদক সুনীল মাহাতো, কুমারগ্রাম ও নম্বর মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক দেবেশ বর্মণ, গুজ্রবার বিজ্ঞাসাবাদের জন্য দুজনকে আটক করা হয়েছিল। দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পর শুক্রবার রাতেই দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ জেরায় বিউটি জানিয়েছিলেন যে, শিশুটিকে বালতিতে ঢুকিয়ে খুন করেছিলেন তিনি। কিন্তু ময়নাতদন্তের রিপোর্টে উঠে এসেছে জ্বলে ডুবিয়ে নয়, গলা টিপে শিশুটিকে খুন করা হয়েছে।

সম্প্রতি কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির

সামনে এক বিজেপি নেতাকে মারধর করার অভিযোগ উঠেছে ওই নেতাদের বিরুদ্ধে। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই মুখ পুড়েছে দলের। সেই নিয়েই এদিন কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হল বলে মনে করা হচ্ছে। ওই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত সুনীল মাহাতোকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। যদিও সেটা অন্য মামলায়। শনিবার তাঁকে আদালতে তোলা হয়।

অন্যদিকে রাজেশ ও রতনকে দলের দায়িত্ব থেকে সরানো হয়েছে প্রধান ও উপপ্রধান নিবর্তনে দলের

দলের দায়িত্ব থেকে সরানো হয়েছে প্রধান ও উপপ্রধান নিবর্তনে দলের

দলের দায়িত্ব থেকে সরানো হয়েছে প্রধান ও উপপ্রধান নিবর্তনে দলের

দলের দায়িত্ব থেকে সরানো হয়েছে প্রধান ও উপপ্রধান নিবর্তনে দলের

দলের দায়িত্ব থেকে সরানো হয়েছে প্রধান ও উপপ্রধান নিবর্তনে দলের

অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু

বস্ত্রিরহাট, ১৭ অক্টোবর : ভরদুপুরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে মৃত্যু হল দু’বছরের শিশুকন্যার। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে তুফানগঞ্জ-২ রকের ভানুকুমারী-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের চর ভানুকুমারী গ্রামে। আশুনে ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে গোটা বাড়ি। খবর পেয়ে দমকলের ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছালেও ততক্ষণে সব শেষ। এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত শিশুর নাম মারুফা খাতুন (২)। তার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য কোচবিহার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। অগ্নিকাণ্ডের কারণ জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে। রবিবার ঘটনাস্থলে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের দল আসার কথা।

মহিলা কলেজ

গঙ্গারামপুর, ১৭ অক্টোবর : অবশেষে প্রতীক্ষার অবসান। গঙ্গারামপুরে গড়ে উঠতে চলেছে প্রত্যাভিত মহিলা মহাবিদ্যালয়। গঙ্গারামপুর পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে দু’একর জমিতে কলেজ তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সে জন্য রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দপ্তরের তরফে বিস্তারিত প্রকল্প প্রতিবেদন (ডিপ্টিআর) তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে গঙ্গারামপুরের বিধায়ক সত্যেন্দ্রনাথ রায়কে। পুজোর ছুটির পরে ডিপিআর বানিয়ে উচ্চশিক্ষা দপ্তরে পাঠিয়ে দেওয়া হবে বলে সত্যেন্দ্রনাথ বলেন। বিধায়ক বলেন, ‘গঙ্গারামপুরের মহিলা কলেজ স্থাপনের দাবি দীর্ঘদিনের। প্রাথমিক স্তরে আবেদন মঞ্জুর হয়েছে।’

প্রদর্শনী

জলপাইগুড়ি, ১৭ অক্টোবর : জলপাইগুড়ি কেন্দ্রীয় সংশোধনগারের তরফে শনিবার ‘গারদের আড়ালে সৃষ্টি- দুর্গাপুজা ২০২৬’ নামক এক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনীতে রাধা হয় মহিলা-পুরুষ বন্দিদের হাতে তৈরি বিভিন্ন ধরনের ফুলদানি, জামা, কাঠের মূর্তি, কাঠের হাংগারও পুড়তি। এছাড়া নিজেদের কল্পনাকে রং-তুলির মাধ্যমে তুলে ধরেছেন অনেক বন্দি। কেউ ঐক্যছেন মা দুর্গার সামনে প্রার্থনা করছেন ভক্তরা, কেউ বা তাজমহল।

চিতাবাঘের হানা

ময়নাগুড়ি, ১৭ অক্টোবর : বাড়ির উঠান থেকে গোরু তুলে নিয়ে যাওয়ার পরদিন ফের চিতাবাঘের হানার অভিযোগ। শুক্রবার সন্ধ্যায় ময়নাগুড়ির রামশাইয়ের কানিরহাটে একটি ছাগলকে চিতাবাঘ টেনেহিচড়ে নিয়ে গিয়েছে বলে দাবি স্থানীয়দের। শনিবার সন্ধ্যায় ওই এলাকায় খাঁচা পেতেছে বন দপ্তর।

বাসে পরিক্রমা

আলিপুরদুয়ার ও কালচিনি, ১৭ অক্টোবর : সপ্তমীতে আলিপুরদুয়ার শহরের একাধিক হোমের অনাথ শিশু, বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকদের পূজো প্যাভেল ঘুরিয়ে দেখালেন পুলিশকর্তারা। তাঁদের দেওয়া হল নতুন পোশাক। দুটি বাসে ঠাকুর দেখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। নিউটাউন দুর্গাবাড়ির পর জংশন যুব সংঘ কালীবাড়ি ও মিলন সংঘে প্রতিমা দর্শনে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁদের। পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের পাশে সবুজ পতাকা দেখিয়ে বাস দুটি রওনা করানো হয়।

পূজায় চা বাগানের দৃষ্টি পরিবারের শিশু, কিশোর ও কিশোরীদের পূজো পরিক্রমা করাল কালচিনি থানা। আলিপুরদুয়ার ও কালচিনির বিভিন্ন পুজোমণ্ডপ ঘুরিয়ে আনা হয়।

দুর্ঘটনায় আহত

নয়ারহাট, ১৭ অক্টোবর : দুটি চার চাকার গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত হলেন পাঁচজন। সকলকেই মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। শনিবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে মাথাভাঙ্গা-১ রকের বেরাগীরহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের গরিবপুর এলাকায় মাথাভাঙ্গা-ময়নাগুড়ি ১৬ নম্বর রাজ্য সড়কে। দুটি গাড়িরই সামনের অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

বাইক উদ্ধার

ফালাকাটা, ১৭ অক্টোবর : গত জুন মাসে ফালাকাটার ভুটনিরহাট এলাকায় সিপিএমের পার্টি অফিসের সামনে থেকে স্বপন বর্মন নামে এক ব্যক্তির বাইক চুরি যায়। শনিবার ফালাকাটা থানার পুলিশ সেই চুরির বাইক শীতলকুচি থেকে উদ্ধার করেছে। অভিযুক্ত বাবলু দাস নামে এক স্থানীয়কে গ্রেপ্তার করা হয়।



উমার শরণে।। ইসলামপুরের আশ্রমপাড়ায় মুহর্ত্তি ক্যামেরাবন্দি করেছেন মিত্রজিৎ দাস।

মালাবাজার, ১৭ অক্টোবর : পুজোর দিনগুলিতে মালাবাজার শহরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও দুর্গমুক্ত রাখতে বাড়তি তৎপরতা শুরু করেছে মাল পুরসভা। পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, উৎসবের দিনগুলিতে শহরের প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে দিনে একাধিকবার বর্জ্য সাফাই করা হবে। পাশাপাশি পুজোমণ্ডপ সংলগ্ন এলাকা, জনবহুল মোড় এবং শহরের মূল রাস্তাগুলির দিকে বাড়তি নজর দেওয়া হয়েছে।

শহরের কোনও এলাকায় প্লাস্টিকজাতীয় বর্জ্য ব্যাতে দীর্ঘক্ষণ জমে না থাকে, সেদিকে খেয়াল রাখার জন্য সাফাইকর্মীদের একটি বিশেষ দল তৈরি করা হয়েছে। পুরসভার স্যানিটারি বিভাগের

কড়া রাজ্য, মেরিকোর দুই ম্যানেজারও গ্রেপ্তার

সপ্তমীতে বোনাস ২ বাগানে

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

১৭ অক্টোবর : নতুন মালিকের হাত ধরে মহাসপ্তমীর সন্ধ্যায় ২০ শতাংশ হারে নগদ বোনাস পেলেন মাটিয়ালি রকের সামসিং চা বাগানের শ্রমিকরা। স্বভাবতই খুশি বাগানের ৯৭২ জন শ্রমিক। মেটেলি রকের সোনগাছি চা বাগানে শ্রমিকদের অ্যাকাউন্টে ১৬ শতাংশ হারে বোনাসের টাকা দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। কালীপুজোর সময় বকেয়া ৪ শতাংশ বোনাস মিটিয়ে দেওয়া হবে বলে বাগান কর্তৃপক্ষের তরফে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। তবে এখনও বেশ কয়েকটি বাগানে বোনাস হয়নি।

বোনাস দেওয়ার লিখিত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অভিযোগে শনিবার বাগাংকোট চা বাগানের শ্রমিকরা মালবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। বোনাস হয়নি বাননভাঙ্গা, নাগেশ্বরী ও কিলকোট চা বাগানে। রাজগঞ্জে ছোট ছোট কয়েকটি বাগানে বোনাস হয়নি। বিন্নাগুড়ি পঞ্চায়েতের গধেয়গছ এলাকায় একটি ছোট বাগানে বোনাস না হওয়ায় এদিন শ্রমিকরা বিক্ষোভ দেখান। বোনাস হয়নি ফটাপুকুরের ভাঙ্গাপাড়া এলাকার গ্রিনডিচ চা বাগানে। সেসব বাগানেও যে সমস্যা মোটানোর চেষ্টা হচ্ছে, তা স্পষ্ট করেছেন বিধায়ক পূনা ভেরো। তিনি বলেন, ‘মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে নতুন মালিকের হাত ধরে সামসিং চা বাগানের শ্রমিকদের ২০ শতাংশ হারে নগদ বোনাস প্রদান করা হল। বাকি যেসব বাগানে এখনও বোনাস দেওয়া হয়নি, সেখানেও নতুন মালিক এনে শ্রমিকদের সমস্যা



সামসিং চা বাগানে তিন মন্ত্রী সহ সাংসদ ও বিধায়ক। শনিবার।

সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে।’

বোনাস ইস্যুতে কড়া অবস্থান নিয়েছে রাজ্য। এনিয়ে মন্ত্রী বিশাল লামা বলেন, ‘ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি চা বাগানের মালিক কর্তৃপক্ষকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। যে সব চা বাগান মালিক শ্রমিকদের পাওনা ও বোনাস মিটিয়ে দেবেন না, তাঁদের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার আইনি ব্যবস্থা নেবে।’

সপ্তমীর সকালেই গ্রেপ্তার করা হয় মেরিকো অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির আরও দুই ম্যানেজারকে। বোনাস ইস্যুতে শনিবার বীরপাড়া চা বাগানের ম্যানেজার সোমনাথ ঘোষ এবং তুলসীপাড়া চা বাগানের ম্যানেজার দীপেশ চৌবেকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতদের বিরুদ্ধে শ্রম আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে দায়ের করা হয়েছে। নির্দিষ্ট তারিখে শ্রমিকদের দুর্গাপুজোর বোনাস না দেওয়া এবং প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা কেটে নেওয়া সত্ত্বেও জমা না করার অভিযোগে শুক্রবার পুলিশ গ্রেপ্তার

করেছিল হাটপাড়া, ধুমচিপাড়া এবং গ্যারগাড়া চা বাগানের ম্যানেজারদের। শ্রমিক ও কর্মচারীদের বিশ্বাভঙ্গ করার অভিযোগে এবার বীরপাড়া ও তুলসীপাড়া চা বাগানের ম্যানেজারদের গ্রেপ্তার করা হল।

শ্রম দপ্তরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, আইন অনুযায়ী অর্থবর্ষ শেষ হওয়ার পর বোনাস দেওয়ার জন্য হাতে আট মাস সময় থাকে। সেই অনুযায়ী চলতি বছর বোনাস দেওয়ার শেষ তারিখ ৩০ নভেম্বর। এদিকে, রাজ্য সরকার ৫ অক্টোবরের মধ্যে শ্রমিকদের বোনাস মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশিকা জারি করেছিল। কিন্তু পুজোর মুখে চা শ্রমিক-কর্মচারীদের বোনাস মোটানো রীতি। আইন নয়। তাই বোনাস ইস্যুতে ম্যানেজার বা কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ৩০ নভেম্বরের আগে আইনি পদক্ষেপ করা মুশকিল। আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিঙ্গা বলেন, ‘খোলা বাগানকে সরকার সাহায্য করতে পারে না। আমরা বন্ধ বাগানগুলিতে সরকারক সাহায্য

আলো-আঁধারিতে মনীষীরা

অনীক চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৭ অক্টোবর : আলোর স্তম্ভ, নানারকম রোশনাই আর মণ্ডপে মণ্ডপে অপরাপ সাজ। পুজোর আবহে নববধুর মতো সেজে উঠেছে জলপাইগুড়ি। উৎসবের আড্ডায় ঢোচা ধারিয়ে যাওয়ার উপক্রম। কিন্তু শহরের রাস্তার মোড়ে মোড়ে থাকা মনীষীদের দিকে তাকালেই ছবিটা বদলে যায়। সেখানে আলো নেই, আছে আলো-আঁধারি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাশ্বা গান্ধি, কাজী নজরুল ইসলাম, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু সহ প্রায় ১৫-২০ জন মনীষীর মূর্তি রয়েছে শহরে। এগুলি শুধু মোড়ের সৌন্দর্য বাড়ায় না, বহন করে ইতিহাস, ঐতিহ্য ও শ্রদ্ধার স্মারকও। অথচ কোনও মূর্তির রং উঠে গিয়েছে, কোনওটি ঢেকে গিয়েছে ধুলো-ময়লায়। পরিচ্ছন্নতা ও রক্ষাবেক্ষণের অভাব স্পষ্ট। শহরের বিভিন্ন প্রান্ত সেজে উঠেছে মূর্তিগুলি পরিষ্কার করে আলোয় সাজানো হয়নি। পথবাতি থেকে যতটুকু আলো মেলে, বাস ততটুকুই। কোথাও সেই আলোর একাংশ পড়ছে মূর্তির গায়ে, কোথাও আবার পুজো কমিটির লাপানো আলোর ছায়া। প্রবীণ বাসিন্দা তথা গ্রামবিক উমেশ শর্মার মতে, মনীষীদের মূর্তি শুধু শহরের

সৌন্দর্য বাড়ানোর বিষয় নয়, তাঁদের অবদান স্মরণ করে সারা বছর শ্রদ্ধা জানানো প্রয়োজন। পুরসভা ও প্রশাসনের এ বিষয়ে নজর দেওয়া উচিত বলেও মত তাঁর।

ক্ষোভ বাড়ছে শহরবাসীর মধ্যে। বাসিন্দা ইন্দ্রনীল দাস বলেন, ‘বছরের এক-দুই দিন মূর্তিগুলো পরিষ্কার করে আলো দেওয়া হয়। এখন পুজোর আলোয় সাজানো হয়েছে শহর। কিন্তু যারা আমাদের পথপ্রদর্শক, তাঁদের কোনও গুরুত্ব নেই।’

জলপাইগুড়ি শহরে আঁধারে কাজী নজরুল ইসলামের মূর্তি।

শুধু বিশেষ অনুষ্ঠান বা জন্মদিনে নয়, নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, মোরামত ও রক্ষাবেক্ষণ চান শহরের অধিকাংশ মানুষ। পুজোর আগে সৌন্দর্যমানে তৎপরতা দেখা গেলেও মূর্তি পরিচর্যা পুরসভার উদ্যোগের অভাব নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন বাসিন্দাদের একাংশ। এ নিয়ে পুরসভার আধিকারিকদের ফোন করা হলেও কোনও উত্তর মেলেনি।

উৎসব কম, পুজো বেশি

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৭ অক্টোবর : শনিবার হরিশ্চন্দ্রপুরে দুর্গাপুজোর উদ্বোধনে গিয়ে তৃণমূলের জমানায় পুজোর নামে রাজাজুড়ে বিশৃঙ্খলা হত বলে অভিযোগ করলেন রাজ্যের আইন প্রতিমন্ত্রী বিরাজ বিশ্বাস ও উত্তর মালদার সাংসদ যশেন মুখা। তাঁদের অভিযোগ, পুজোর সময় রাজাজুড়ে বেআইনি কার্যকলাপ করছেন তৃণমূলের নেতারা। এদিন হরিশ্চন্দ্রপুরে হাটখোলায় সর্বজনীন দুর্গাপুজোর উদ্বোধনে এসে আইনমন্ত্রী বলেন, ‘আগে দুর্গাপুজোর নামে রাজ্যের প্রাক্তন শাসকদল পুজো করত কম, উৎসব করত বেশি। পালাবদলের পর এবছর রাজ্যে শাসকদল দুর্গাপুজো হচ্ছে, কোনও উৎসব নয়।’ একই দিনে হরিশ্চন্দ্রপুরে পিপলায় একটি ক্লাবে দুর্গাপুজোর উদ্বোধনে গিয়ে তিনি বলেন, ‘তৃণমূল জমানায় পুজোর সময়ও গ্রামের মা-বোনরা নির্ভয়ে বাইরে বেরোতে পারতেন না।’

দশমী শেষ হলেই ভান্ডানি পুজো

শতাব্দী সাহা ও বুল নমদাস

চ্যাংরাবান্ধা ও মাথাভাঙ্গা, ১৭ অক্টোবর : উমার বিভাদের পর দশমীর বিবাদ নয়, ভান্ডানি আরোপকে ঘিরেই উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায় শুরু হয় নতুন উৎসব। দুর্গার অন্য রূপ ভান্ডানিকে ঘিরে মেখলিগঞ্জ রকের বিভিন্ন স্থানে প্রায় ১২-১৫টি পুজো হয়। মাথাভাঙ্গা শহর থেকে কৈদারহাট, ছোট কেশরীবাড়ি, খেতাবোটা, জালিয়াটারি, সর্বত্রই এই পুজোকে ঘিরে উৎসাহ তুঙ্গে। কোথাও একদিনের পুজো, কোথাও তিনদিনের উৎসব, সঙ্গে মেলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

লোককথা অনুযায়ী, একসময় মেখলিগঞ্জের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ছিল জঙ্গলে ঢাকা। বাঘের আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পেতে সেখানে শুরু হয় ভান্ডানিপুজো। ভোটবাড়ির লোকসংস্কৃতি গবেষক শচীমোহন

বর্মনের কথায়, দশমীর পর কৈলাসে ফেরার পথে জঙ্গলে পথ হারিয়ে স্থানীয়দের অনুরোধে এক বাঘ থেকে পুজো নিয়ে ফিরে যান দেবী। তাই তিনি বনদুর্গা নামেও পরিচিত। অন্য মত, নবাবের আগে ধানের ভাণ্ডার পূর্ণ রাখার কামনায় পুজো হয়। দক্ষিণবঙ্গের বনবিবির সঙ্গে ভান্ডানির মিল রয়েছে। রাজবংশী সহ বিভিন্ন

সম্প্রদায়ের মানুষ এই লোকসংস্কৃতির ধারক। দেবীর সঙ্গে অসুর থাকেন না; কোথাও একা, কোথাও চার সন্তান সহ পুজিতা হন। বাহন বাঘ বা সিংহ।



চ্যাংরাবান্ধার খেতাবোটার ভান্ডানিপুজো।- ফাইল চিত্র

ভোটবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের জালিয়াটারি মোড়ের সহসেনে বিশ্বাস জানান, তাঁর দিদিমা রত্নেশ্বরী দেবীর দান করা জমিতে মন্দির গড়ে ১৯৮৬ সাল থেকে নিরবচ্ছিন্ন পুজো হচ্ছে। বলিপ্রথা বন্ধ হলেও মানভের ছাগল-পায়রা উৎসবের পর ছেড়ে দেওয়া হয়। সম্পাদক শ্যামলাল বর্মনের কথায়, একাদশী থেকে তিনদিনের পুজো, কোড়ভলি থেকে প্রতিমা আসে, অন্নভোগ দেওয়া হয়। মাথাভাঙ্গায় শ্রীশ্রী আন্তর্ভান্ডানি পুজো ও উৎসব কমিটির পুজো এবার ১৭তম বর্ষে পদার্পণ করল। বাজেন্ট সাড়ে সাত লক্ষ টাকা। শুক্রবার থেকে রবিবার সেখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। অন্যদিকে, কৈদারহাট বাজারের পুজো এবার ১৩তম বছরে। আয়োজক কমিটির সহ সম্পাদক প্রভাত রায় জানান, একদিনের মেলায় পণ্যের স্টল ও বিনোদনের ব্যবস্থা থাকবে; একদিনের মেলায় প্রস্তুতি চলছে।

বাজেট সাড়ে সাত লক্ষ টাকা। শুক্রবার থেকে রবিবার সেখানে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। অন্যদিকে, কৈদারহাট বাজারের পুজো এবার ১৩তম বছরে। আয়োজক কমিটির সহ সম্পাদক প্রভাত রায় জানান, একদিনের মেলায় পণ্যের স্টল ও বিনোদনের ব্যবস্থা থাকবে; একদিনের মেলায় প্রস্তুতি চলছে।



■ ২০ শতাংশ হারে নগদ বোনাস পেয়েছেন মাটিয়ালি রকের সামসিং চা বাগানের শ্রমিকরা

■ সোনগাছি চা বাগানে শ্রমিকরা ১৬ শতাংশ হারে বোনাসের টাকা পেয়েছেন

■ পাওনা ও বোনাস মিটিয়ে না দিলে, তাঁদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার ইশ্টিয়ারি

করছি।’ ম্যানেজাররা গ্রেপ্তার হওয়ার পর মেরিকোর মালিক সুরজিৎ বস্টীকে ফোন করা হলেও তাঁর সাড়া পাওয়া যায়নি। আইটিপিএর উপদেষ্টা অমিতাংশ চক্রবর্তী বলেন, ‘আমরা মেরিকোর মালিকের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছি। কিন্তু সম্ভব হচ্ছে না।’ এদিন সামসিং চা বাগানের ফ্যাক্টরিতে পৌঁছান উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী নীশীথ প্রামাণিক, বনমন্ত্রী মনোজকুমার ওরারী, বিশাল লামা, সাংসদ মনোজ টিঙ্গা, নাগরাকটার বিধায়ক পূনা ভেরো ও মালবাজারের বিধায়ক শুভা মুন্ডা। তাঁদের উপস্থিতিতে শ্রমিকদের ২০ শতাংশ হারে নগদ বোনাস দেওয়া হয়।

দেহ উদ্ধার

জটেশ্বর, ১৭ অক্টোবর : সপ্তমীর সকালে দলগাঁও চা বাগানের ফুটবল মাঠ সংলগ্ন একটি নালার পাড়ে এক নবজাতকের দেহ খুঁজে থাকতে দেখা যায়। খবর পেয়ে জটেশ্বর ফাড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দেহটি উদ্ধার করে বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। সেখানে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন। রবিবার আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে ময়নাতদন্ত করা হতে।

সম্প্রীতি

দিনহাটা, ১৭ অক্টোবর : ধর্মের বিভেদ নয়, মানুষের মিলনেই যেখানে প্রধান, সেখানে সম্প্রীতির এক অনন্য দৃষ্টান্ত দিনহাটার পূঁটিমারির বুড়িমা-র পুজো। হিন্দু-মুসলিমের মিলিত উদ্যোগে বছরের পর বছর ধরে হয়ে আসছে এই পুজো। আশ্বিনের শুক্লাস্তুতীতে বনদুর্গা বুড়িমা রূপে পুজিতা হন এখানে। ১৮ অক্টোবর, রবিবার পুজো হবে সেখানে। এবার পুজোর ১৪২ বছর।

কুইজ

বালুরঘাট, ১৭ অক্টোবর : পুজোর আমেজে বালুরঘাটে ক্লাবে লড়াই। তবে এ লড়াই বাহুর নয়, বরং মগজের। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কুইজ সংস্থা বালুরঘাট চকভবানী বারোয়ারি কালীবাড়ি প্রাঙ্গণে শনিবার ১১টি ক্লাব নিয়ে কুইজের আয়োজন করে। কুইজ মাস্টারদের প্রশ্নবাণে উঠে আসে জেলার ইতিহাস, পুরাকীর্তি থেকে শুরু করে পুরাণ ও পৌরাণিক বিভিন্ন তথ্য।

ট্রেনে কাটা

মালবাজার, ১৭ অক্টোবর : ট্রেনে কাটা পড়ে মামাস্তিক মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে নিউ মাল জংন সংলগ্ন ওভারব্রিজ এলাকার রেললাইনে। মৃতের নাম মধু খাউয়া (৩৭)। তাঁর বাড়ি রাঙ্গামাটি চা বাগানেই এসবক্ষ ডিভিশন পুলাশ। নিউ মাল জংনের রেল এক্সিক স্ট্রে খবর, দেহটি উদ্ধার করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি জেলা সদর হাসপাতালে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে।

পুরস্কার

বাগডোগরা, ১৭ অক্টোবর : বাগডোগরার আঠোরোখাই গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে এলাকার ৩৫টি ক্লাবের মধ্যে পুজো পরিক্রমা ও প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। বিচারকদের রায়ে প্রথম হয়েছে বালাসন কলেনির নেতাজি যুবক সংঘ। পুজো ক্যাটিগোরিতে প্রথম পুরস্কার পেয়েছে সারদাপল্লির নেতাজি অ্যাথলেটিক ক্লাব। অন্যান্য বিভাগে বালাসন স্পোর্টস ক্লাব, চরনিকা সংঘ, সরোজিনী সংঘ ও পঞ্চানন স্মৃতি সংঘ পুরস্কৃত হয়েছে।

জেল হেপাজত

শিলিগুড়ি, ১৭ অক্টোবর : তার চুরির অভিযোগে ধৃত এক তরুণকে শনিবার ১৪ দিনের জেল হেপাজতে রাখার নির্দেশ দিলেন বিচারক। শুক্রবার শিলিগুড়ির দেবীভাঙ্গায় মোবাইল টাওয়ার থেকে তার চুরির অভিযোগে পুলিশ বিক্রি নাগ নামে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করে। দুর্গানগরের বসিন্দা ওই তরুণকে শনিবার শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হয়।



নবপত্রিকা মান। শিলিগুড়ির মহানন্দায়। ছবি : দীপেন্দ্র দত্ত



এটিও ক্লাব। জলপাইগুড়ির মালবাজার। ছবি : অ্যানি মিত্র



ইউরেকা ক্লাব। দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট। ছবি : মাজিদুর সরদার



রকি ইউথ কোর। আলিপুরদুয়ার জংশন। ছবি : আয়ুত্থান চক্রবর্তী



জাতীয় তরুণ সংঘ। শিলিগুড়ি। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর



দিনহাটা গোসানি রোড সর্বজনীন। ছবি : জয়দেব দাস



মাল কলোনি। ছবি : অ্যানি মিত্র



ফালাকাটা কলেজপাড়া দুর্গাপূজো কমিটি। ছবি : ভাস্কর শর্মা



হাই রোড কমিটি। মালদার গাজোল। ছবি : পঙ্কজ ঘোষ



দেশবন্ধু ক্লাব। কোচবিহারের খাগড়াবাড়ি। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়



হোয়াইট হাউস। আলিপুরদুয়ার। ছবি : আয়ুত্থান চক্রবর্তী



তিনখারিয়ার পূজোমণ্ডপ।

পিএমএস নাকি মিউচুয়াল ফান্ড



ভবিষ্যৎ সুরক্ষায় বিনিয়োগ হিসেবে কেউ বেছে নেন ডাকঘর বা ব্যাংকের বিভিন্ন ধরনের সঞ্চয় প্রকল্প। কেউ শেয়ার বাজার বা মিউচুয়াল ফান্ড। এছাড়াও বন্ড, ক্রিপ্টোকারেন্সি সহ একাধিক ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করেন অনেকে। প্রতি ক্ষেত্রেই ঝুঁকি এবং রিটার্নের সম্ভাবনা ভিন্ন। তাই অনেকেই এখন পেশাদার সংস্থার হাতে নিজেদের পোর্টফোলিও গড়ে তোলার ভার দেন। যা পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস (পিএমএস) নামে পরিচিত। আবার দীর্ঘমেয়াদে বড় অঙ্কের তহবিল গড়ে তুলতে মিউচুয়াল ফান্ডের জুড়ি মেলা ভার। মিউচুয়াল ফান্ডের একটি ভারসাম্যপূর্ণ পোর্টফোলিও তৈরি করে এসআইপি করলে দীর্ঘমেয়াদে বড় অঙ্কের রিটার্ন পাওয়া যায়। এখন দেখে নেওয়া যাক, পিএমএস নাকি মিউচুয়াল ফান্ডে লগ্নি কোনটি আপনার জন্য উপযুক্ত হতে পারে। লিখেছেন বিশিষ্ট ফিন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার **কৌশিক রায়**

পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস

পেশাদার পোর্টফোলিও পরিচালকদের দ্বারা পরিচালিত এই সার্ভিস বিনিয়োগকারীদের ব্যক্তিগতভাবে বিনিয়োগের লক্ষ্য পূরণ করে। সাধারণত উচ্চবিত্তশালীদের জন্য আদর্শ বিনিয়োগের পথ দেখায় পিএমএস। এখানে প্রত্যেক বিনিয়োগকারীর পোর্টফোলিও আলাদাভাবে পরিচালিত হয়। তাই রিটার্নও প্রত্যেকের ক্ষেত্রে আলাদা হয়। বর্তমানে পিএমএসে বিনিয়োগ ২৫ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫০ লক্ষ টাকা করেছে সেবি।

সুবিধা

- ব্যক্তিগত পছন্দ এবং আর্থিক লক্ষ্যের ওপর ভিত্তি করে কাস্টমাইজড বিনিয়োগ পোর্টফোলিও অফার করে পিএমএস।
- এক্ষেত্রে বিনিয়োগকারীরা সরাসরি সিকিউরিটিজের মালিকানা পান, এতে তাদের বিনিয়োগের ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকে এবং পুরো বিষয়টিতে যা স্বচ্ছতা প্রদান করে।

অসুবিধা

- মিউচুয়াল ফান্ডের তুলনায় পিএমএসের চার্জ অনেক বেশি হওয়ায় তা রিটার্নকে প্রভাবিত করে।
- ন্যূনতম বিনিয়োগের অঙ্ক বেশি হওয়ায় অনেক সাধারণ বিনিয়োগকারীর পক্ষে পিএমএস বেছে নেওয়া সম্ভব হয় না।

কীভাবে বিনিয়োগ করবেন

পিএমএসে বিনিয়োগ অন্যান্য বিকল্পের তুলনায় অনেকটাই জটিল

সুবিধা

- পিএমএসে আক্যাউন্টের পাশাপাশি আপনাকে ডিমাট আক্যাউন্টও খুলতে হবে। পিএমএস প্রদানকারী সংস্থার সঙ্গে চুক্তির পাশাপাশি সেই সংস্থাকে আপনার পোর্টফোলিও সংশ্লিষ্ট করার জন্য পাওয়ার অফ অ্যাটর্নিও দিতে হয়। বিনিয়োগ প্রক্রিয়াকে আগামী দিনে ডিজিটাল করার প্রক্রিয়া চলছে। তাতে ঝুঁকি কমবে বিনিয়োগকারীদের। একটি পিএমএস আক্যাউন্ট খুলতে গেলে ৩০ দিন পর্যন্ত সময় লাগতে পারে।

কারা পিএমএস পরিষেবা দেয়

বিনিয়োগকারীদের পিএমএস পরিষেবা দেওয়ার জন্য দেশে একাধিক সংস্থা রয়েছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ব্যালিষ্ট ব্যাংক, আইসিআইসিআই ব্যাংক, কোটাক ব্যাংক, এইডিএফসি ব্যাংক, এডেলওয়াইস, মডিলার অসওয়াল, নিগ্নন লাইফ, অ্যালকেমি, হোয়াইট ওক, ইউনিকাই ক্যাপিটাল, অরবিন, অ্যাবাকাস, ইনভেস্টো, বোনানজা এজ, সমভিত্তি, ভালু কোয়েস্ট, টাটা অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি।

মিউচুয়াল ফান্ড

পেশাদার ফান্ড ম্যানেজারদের দ্বারা পরিচালিত সিকিউরিটিজগুলির একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ পোর্টফোলিওতে বিনিয়োগ করার জন্য একাধিক বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে অর্থ নিয়ে একটি তহবিল তৈরি করে এই মিউচুয়াল ফান্ড। খুবই অল্প অর্থ দিয়েও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করতে পারেন বিনিয়োগকারীরা।

সুবিধা

- মিউচুয়াল ফান্ডে বিভিন্ন সিকিউরিটিজে বিনিয়োগে বৈচিত্র্য থাকায় তা ঝুঁকি অনেকটাই কমিয়ে দেয়।
- মিউচুয়াল ফান্ডগুলি অভিজ্ঞ ফান্ড ম্যানেজারদের দ্বারা পরিচালিত হয়, যারা বিনিয়োগকারীদের হয়ে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেন।

অসুবিধা

- এখানে সামগ্রিকভাবে একটি বিনিয়োগের কৌশল নেওয়া হয় যেখানে ব্যক্তিগত পছন্দ বা লক্ষ্য গুরুত্ব পায় না।
- মিউচুয়াল ফান্ডে ঝুঁকি ফান্ড ম্যানেজারদের সিদ্ধান্ত দ্বারা প্রভাবিত হয়।

কীভাবে বিনিয়োগ করবেন

মিউচুয়াল ফান্ডে এখন লগ্নি করা খুবই সহজ

- কোনও রোকার বা সরাসরি ফান্ড হাউসের নিজস্ব ওয়েবসাইটে লগ্নি করা যায়।
- বিভিন্ন ফিনটেক প্ল্যাটফর্ম বা ব্যাংকের মাধ্যমেও মিউচুয়াল ফান্ডে লগ্নি করা যায়।
- আশার কার্ড, প্যান কার্ড, ব্যাংকের আক্যাউন্টের বিবরণ দিয়ে অনলাইনে সহজেই ফান্ডে লগ্নি শুরু করা যায়।
- এসআইপি বা এককালীন লগ্নি করা যায়।
- ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা এবং আর্থিক লক্ষ্য পর্যালোচনা করেই ফান্ড নির্বাচন করতে হবে। কোনও একটি ফান্ডে লগ্নি না করে লগ্নি ছড়িয়ে দিন বিভিন্ন ধরনের ফান্ডে। পোর্টফোলিওতে ভারসাম্য লগ্নির সফলতার সম্ভাবনা অনেকাংশে বাড়িয়ে দেয়।

অতীতের পারফরমেন্স এবং ভবিষ্যতের দিশা

পিএমএস এবং মিউচুয়াল ফান্ডের অতীতের পারফরমেন্স বিচার করতে দেখা যায়, উভয় ক্ষেত্রেই দীর্ঘমেয়াদে ইতিবাচক রিটার্ন পাওয়া গিয়েছে। যদিও পিএমএসে বড় অঙ্কের তহবিল আছে এবং বেশি ঝুঁকি নিতে ইচ্ছুক উচ্চবিত্তশালী বিনিয়োগকারীদের বেশি রিটার্ন দিয়েছে। অন্যদিকে, মিউচুয়াল ফান্ডগুলি খুচরা বিনিয়োগকারীদের জন্য বহুমুখী এবং সশ্রমী বিনিয়োগের বিকল্প প্রদান করে।

ভারতীয় বাজারে পিএমএস বা মিউচুয়াল ফান্ড বেছে নেওয়ার আগে বিনিয়োগকারীদের উদ্দেশ্য, আর্থিক লক্ষ্য, ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা ইত্যাদি বিবেচনা করতে হবে। ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এবং দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক লক্ষ্য পূরণের জন্য বিনিয়োগের বৈচিত্র্য গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তিগত চাহিদা এবং পছন্দের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি সুসংহত বিনিয়োগ পোর্টফোলিও তৈরি করতে আর্থিক বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেওয়াও জরুরি।

দুই ক্ষেত্রেই সুবিধা এবং অসুবিধা রয়েছে। তাই প্রতিটি বিনিয়োগ বিকল্প ভালোভাবে যাচাই করে এবং নিজেদের আর্থিক লক্ষ্য পূরণে তা কতটা বেশি কার্যকরী ভূমিকা নিতে পারে তা বিবেচনা করেই বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে হবে বিনিয়োগকারীদের।

সতর্কীকরণ: মিউচুয়াল ফান্ড ও পিএমএসে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নেওয়া জরুরি।

শেয়ার সার্ভিস

কিশলয় মণ্ডল

উৎসবের মরশুমে উৎসবের মেজাজ ফিরল ভারতীয় শেয়ার বাজারে। দীর্ঘ কয়েক সপ্তাহ পর বড় অঙ্কের উত্থান হল সেনসেজ ও নিফটি। সপ্তাহ শেষে দুই সূচক থিতু হয়েছিল যথাক্রমে ৭৪,৭২৯.২৭ এবং ২৩১৪৬.১৫ পর্যায়ে। চলতি সপ্তাহের পাঁচ দিনের লেনদেনে সেনসেজ ২২৫৬.৯৭ এবং নিফটি ৬২৫.৭ পয়েন্ট উঠেছে। শেয়ার বাজারের এমন ঘুরে দাঁড়ানোয় লগ্নিকারীদের মুখে হাসি ফুটিয়েছে। আগামী দিনেও এই ধারা বজায় থাকতে পারে। তবে পাকাপাকিভাবে বুলদের সুসময় ফিরেছে তা বলার সময় এখনও আসেনি। তাই লগ্নিকারীদের সতর্ক থাকতে হবে। শেয়ারের গুণগত মান বিচার করে তবেই লগ্নির সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এককালীন লগ্নি না করে ধাপে ধাপে দীর্ঘমেয়াদের জন্য লগ্নি করলে তবেই বড় রিটার্ন পাওয়া যেতে পারে।

সূচকের এই উত্থানে মধ্য ভূমিকা নিয়েছেন কেশরী অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। চলতি সপ্তাহে নির্মলা দীর্ঘমেয়াদি মূলধনী লাভ (এলটিসি) এবং সিকিউরিটিজ ট্রানজ্যাকশন ট্যাক্স (এসটিটি) কমারের ইঙ্গিত দিয়েছেন। যা দীর্ঘদিন পর লগ্নিকারীদের ফের শেয়ার বাজারে লগ্নিতে উৎসাহ দিয়েছে। এর পাশাপাশি তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে যুক্ত সংস্থাগুলির শেয়ার কেনার হিড়িকও সূচকের উত্থানে বড় ভূমিকা নিয়েছে। দীর্ঘদিন পর বিদেশি লগ্নিকারীরা ক্রেতার ভূমিকা নেওয়ায় শেয়ার বাজারে তার ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। সব মিলিয়ে ফের লগ্নিকারীদের আস্থা অর্জন করেছে ভারতীয় শেয়ার বাজার।

নভেম্বরে আমেরিকায় মধ্যবর্তী নির্বাচন। ততদিন ইরানে হামলা না করার বাতী দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তার এই বাতীর আশোষিত তেলের দাম অনেকটাই কমেছে। এর পাশাপাশি মার্কিন বন্ড ইন্ডেক্সের দাম কমা, মার্কিন ডলারের তুলনায় ভারতীয় মুদ্রা টাকার মূল্যবৃদ্ধি ইত্যাদিও শেয়ার বাজারের উত্থানে মদত দিয়েছে।

শেয়ার বাজারের ঘুরে দাঁড়ানোর অন্যতম ভূমিকা নিয়েছে তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাগুলির ভালো ফল। আগামী কয়েক দিন প্রথম সারির বিভিন্ন ক্ষেত্রের সংস্থাগুলি ভালো ফলপ্রকাশ করলে শেয়ার বাজারে উর্ধ্বমুখী দৌড় অব্যাহত থাকবে। না হলে ফের সংশোধন হবে। তাই লগ্নিকারীদের বাড়তি সতর্ক থাকতে হবে। এর পাশাপাশি নজর রাখতে হবে আশোষিত জ্ঞাননি তেলের দামের দিকেও। অন্যদিকে সোনা, রূপের দামে তেমন কোনও পরিবর্তন হয়নি। তবে ফের উর্ধ্বমুখী দৌড় শুরু করতে পারে এই দুই মূল্যবান ধাতু।

এ সপ্তাহের শেয়ার

■ **রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ:** বর্তমান মূল্য-১২১১.২০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৬১১/১১৫২, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-১১৭৫-১২০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৬৩৯০৬১, টার্গেট-১৪৫০।

■ **মিশ্র ধাতু নিগম:** বর্তমান মূল্য-৪১৯.৬৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৪৮২/২৬৬, ফেস ভ্যালু-১০, কেনা যেতে পারে-৩৮৫-৪১০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৭৮৬১, টার্গেট-৫৬৫।

■ **প্রিমিয়ার এনার্জি:** বর্তমান মূল্য-৯০১.০৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১১৩৪/৬৬০, ফেস ভ্যালু-১, কেনা যেতে পারে-৮৫০-৮৮০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৪০৯০৩, টার্গেট-১১৪০।

■ **এসবিআই:** বর্তমান মূল্য-৯৬২.৬০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১২৩৪/৮৮০, ফেস ভ্যালু-১, কেনা যেতে পারে-৯২০-৯৫০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৮৮৫৩৯, টার্গেট-১২৮০।

■ **ডিএলএফ:** বর্তমান মূল্য-৬৭৫.০০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৭৮৬/৪৮৯, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-৬২৫-৬৫৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৬৭০৮৩, টার্গেট-৮০০।

■ **উইপ্রো:** বর্তমান মূল্য-১৮৪.৪০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২১৩/১৫৬, ফেস ভ্যালু-২, কেনা যেতে পারে-১৭৫-১৮২, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৮১৬৬৬, টার্গেট-২৩০।

■ **টাটা পাওয়ার:** বর্তমান মূল্য-৩৫০.৮৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৪৬৪/৩৩৩, ফেস ভ্যালু-১, কেনা যেতে পারে-৩৫৫-৩৮০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১১৩০৬৭, টার্গেট-৫২০।

সতর্কীকরণ: উল্লিখিত শেয়ারগুলিতে লেখকের লগ্নি থাকতে পারে। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।



বোহিসঙ্কর খান

বিশ্ববাজারের অস্থিরতা এবং দেশীয় কিছু ইতিবাচক খবরের ওপর ভর করে ভারতীয় শেয়ার বাজারে তেজি ভাব দেখা গিয়েছে। মাত্র কয়েক দিন আগেই নিফটি ৫২ সপ্তাহের নিম্ন স্তর ২২,১৭৯.১০-এ পৌঁছেছিল। তবে সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। গত এক সপ্তাহে নিফটি ২.৭৮ শতাংশ লাফিয়ে ২৩,১৪৬.১৫ পয়েন্টে উঠে এসেছে। যদিও সামগ্রিকভাবে ২০২৬ সালে বাজার এখনও ১১.৪২ শতাংশ নীচে রয়েছে।

এআই-এর প্রতি মোহভঙ্গে বিশ্ববাজারে ধস, পৌষমাস ভারতীয় বাজারে

আইটি শেয়ারে অলৌকিক প্রত্যাবর্তন

একদিকে ভারতীয় বাজারে যখন উত্থান দেখা যাচ্ছে তখন এশীয় প্রধান বাজারগুলোতে বড় ধরনের পতন লক্ষ্য করা গিয়েছে। বিগত এক সপ্তাহে কসপি ১১.২২ শতাংশ, নিক্কেই ২২.৫৫.৩৯ শতাংশ এবং তাইওয়ান ওয়েটেড ৪.৪৪ শতাংশ পতন দেখেছে। বিশ্বজুড়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই কোম্পানিগুলোর শেয়ারের দর যেভাবে অস্বাভাবিক গতিতে বাড়ছিল, তাতে একটি বুদবুদ বা 'বাবল' ফাটবে বলে মনে করছিলেন বিশেষজ্ঞরা। ইতিপূর্বে ভারত বা অন্যান্য উদীয়মান দেশগুলো থেকে এফআইআই বা বিদেশি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীরা বিপুল পরিমাণ শেয়ার বিক্রি করে সেই অর্থ এআই শেয়ারগুলোতে বিনিয়োগ করেছিল। তবে কিছুটা মোহভঙ্গ হওয়ায় তারা এখন আবার ভারতের বাজারে ফিরাতে আগ্রহী হতে পারেন, যাকে বিশেষজ্ঞরা 'এটিএআই ট্রেড' আখ্যা দিয়েছেন। উল্লেখ্য, অক্টোবর মাসের ১৫ তারিখ পর্যন্ত এফআইআইরা প্রায় ৫০,০০০ কোটি টাকার শেয়ার বিক্রি করে বাজার থেকে চলে গিয়েছিল। ভারতীয় বাজারের এই উত্থানের পেছনে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনেরও ভূমিকা রয়েছে। এলটিসি এবং এসটিটি কর নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান,



সরকার এই বিষয়ে আলোচনার পথ খোলা রাখছে এবং সবাই মতামত নেবে, যার ওপর সিদ্ধান্ত হতে পারে আগামী বছরের ফেব্রুয়ারিতে। এই বক্তব্যে ভারতীয় শেয়ার বাজার কিছুটা স্বস্তি পায়।

বিগত কয়েক মাস ধরে রিলায়েন্স, নেসলে, আইটিসি, টিসিএস, ইনফোসিস ও এইচডিএফসি ব্যাংকের মতো প্রথম সারির শেয়ারগুলো লাগাতার দুর্বলতা দেখিয়ে আসছিল

এবং নিফটি আইটি প্রায় ৩০ শতাংশের বেশি পতন দেখে ফেলেছিল। কিন্তু বিশ্ববাজারে এআই শেয়ারের পতনের সময়ে ভারতের আইটি কোম্পানিগুলো অভাবনীয়ভাবে ফিরে এসেছে। মাত্র কয়েকটি ট্রেডিং দিনের ব্যবধানেই তারা নিজেদের প্রায় ৫০ শতাংশ ক্ষতি পূরণ করে ফেলেছে। বিনিয়োগকারীদের হতাশার মাঝে সেপ্টেম্বর কোয়ার্টারের দুদান্ত ফলাফল প্রকাশ করে এরা। গত বছরের সমতুল্য কোয়ার্টারের তুলনায়

টেক মাহিন্দ্রা ৩৩ শতাংশ, এইচসিএল টেক ২২ শতাংশ, টিসিএস ১৪ শতাংশ এবং টাটা এলিগ্নি ৯ শতাংশ লাভ বৃদ্ধি করেছে।

যার জেরে বিগত এক সপ্তাহে এইচসিএল টেক ১.৭.২৬ শতাংশ, ইনফোসিস ১.৩.৪৬ শতাংশ, উইপ্রো ১.৩.৪৩ শতাংশ এবং এলটিএম ১.২.১৩ শতাংশ উত্থান দেখেছে। গত শুক্রবার টেক মাহিন্দ্রার শেয়ারদর ৮.৪৮ শতাংশ বেড়ে যায়। এরই মধ্যে যে কোম্পানিগুলি তাদের ৫২ সপ্তাহের উচ্চতায় পৌঁছেছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ইন্ডিয়ান হোটেল,

শ্যাম মেটালিস, লরাস ল্যাবস এবং পিডিআর আইনশা। তবে শুক্রবার রাতের পর থেকে আন্তর্জাতিক কিছু ঘটনাবলির কারণে বাজারের আকাশে আবার আশঙ্কার মেঘ জমেছে। সৌদি আরবে স্থিতির অব্যাহত হামলা এবং লোহিত সাগর ও হরমুজ প্রণালীতে সংকটের ফলে তেল রপ্তানি দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এর ওপর মার্কিন আইনপ্রণেতা ট্রাম্পের রাশিয়া থেকে ডিজেল কেনার সিদ্ধান্ত খারিজ করার পরিকল্পনা করছেন, যাতে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধে বাড়তি শক্তি না পায়। এসবের প্রভাবে ব্রেন্ট ক্রুডের দাম প্রতি ব্যারেলে ১১০ ডলার ছাড়িয়ে গিয়েছে। ফলে আগামী সোমবার ভারতীয় শেয়ার বাজার নতুন করে সংকটের মুখোমুখি হতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

বিশিষ্ট বক্তব্য: লেখাটি লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। লেখকের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা : bodhi.khan@gmail.com

রাশিয়ার তেল কিনলে ১০০ শতাংশ শুল্ক জারির সিদ্ধান্ত স্থগিত
ট্রাম্পের ইউ টার্নে স্বস্তি ভারতের

ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি, ১৭ অক্টোবর : রাশিয়ার কাছ থেকে জ্বালানি তেল কেনার ‘অপরাকে’ ভারতের ওপর ১০০ শতাংশ শুল্ক চাপানোর যে খাড়া বুলিয়েছিল আমেরিকা, শেষ মুহুর্তে তা থেকে পিছু হটলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। রবিবার থেকে এই শুল্ক কার্যকর হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ভারতীয় সময় শুক্রবার গভীর রাতে একটি নির্দেশিকা জারি করে ট্রাম্প জানিয়ে দেন, ‘লিভসে ও গ্রাহাম স্যাংশনিং রাশিয়া অ্যান্ড ইরান অ্যান্ডি অফ ২০২৬’-এর আওতায় থাকা নিষেধাজ্ঞা এবং শুল্ক আপাতত স্থগিত রাখা হচ্ছে। ট্রাম্পের এই আচমকা ‘ইউটার্ন’-এর ফলে স্বস্তি পেল ভারত এবং চীন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট তাঁর নির্দেশিকায় লিখেছেন, ‘আমেরিকার জাতীয় স্বার্থের কথা মাথায় রেখেই শুল্ক ও নিষেধাজ্ঞার প্রয়োগ মকুব করা হচ্ছে’।

গত মাসে এই কড়া বিলে সই করেছিলেন ট্রাম্প। ইউক্রেন যুদ্ধের আবহে রাশিয়ার অর্থনীতিতে আঘাত হানতেই আইনটি আনা হয়েছিল। লক্ষ্য ছিল, মস্কোর কাছ থেকে তেল ও গ্যাস কেনা দেশগুলিকে আটকাতে ১০০ শতাংশ এবং রাশিয়ার পণ্যের ওপর ৫০০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক চাপানো। ভারতের যাড়ে এই শাস্তিমূলক শুল্কের খাড়া বুললেও দিল্লি প্রথম থেকেই নিজেদের অবস্থানে অনড় ছিল। বিদেশমন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছিল, ১৪০



- রুশ তেল কেনায় ভারত-চীনের ওপর ১০০ শতাংশ মার্কিন শুল্ক চাপানোর সিদ্ধান্ত স্থগিত
- ‘জাতীয় স্বার্থে’ শুল্ক মকুবের যুক্তি ট্রাম্পের
- পদক্ষেপের জেরে আমেরিকায় সমালোচিত
- ট্রাম্প, স্বাগত জানিয়েছে রাশিয়া
- আসন্ন মার্কিন নির্বাচনই ছাড়ের কারণ বলে দাবি ট্রাম্প-সমালোচকদের
- স্বস্তি সাময়িক, দাবি মার্কিন প্রশাসনের

কোটি দেশবাসীর জ্বালানি-নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ভারত বন্ধপরিকর এবং বাজারের গতিপ্রকৃতি অনুযায়ী বিকল্প উৎস থেকে জ্বালানি সংগ্রহ চলবে।

ভারত-চীনের জন্য এই সিদ্ধান্ত স্বস্তিদায়ক হলেও ট্রাম্পের পদক্ষেপে তাঁর নিজের দেশে সমালোচনার বাড় উঠেছে। বিরোধী ডেমোক্রেটিক শিবির থেকে শুরু করে ট্রাম্পের দল রিপাবলিকান পার্টির একাংশও তাঁকে ‘পুতিনের হাতের পুতুল’ বলে কটাক্ষ করতে ছাড়ছে না। প্রয়াত

সেনেটর লিভসে গ্রাহামের সহযোগী সেনেটর রিচার্ড ব্লুমেনফেল্ডের দাবি, ট্রাম্প রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ব্লাদিমির পুতিনের কাছে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করেছে। ডেমোক্রেটিক প্রতিনিধি ডন বায়ার এবং ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর গ্যাব্রিন নিউসমের অভিযোগ, জাতীয় নিরাপত্তার তোয়াজ্ঞা না করে শ্রেফ পুতিনকে তোষামোদ করছেই ট্রাম্পের এই পদক্ষেপ। রাশিয়া অবশ্য স্বাভাবিকভাবেই মার্কিন প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে।

ব্লাদিমির পুতিনের বিশেষ প্রতিনিধি কিমিলি ডিমিত্রভ বলেন, ‘ট্রাম্প প্রশাসনের গ্রাহাম অ্যান্ড স্থগিত করার সিদ্ধান্ত অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও বাস্তবিক অর্থেই এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। নিষেধাজ্ঞা এবং সংযুক্তের বদলে আমাদের দরকার গঠনমূলক আলোচনা, পারস্পরিক সহযোগিতা এবং বৈশ্বিক স্থিতিশীলতার স্বার্থে যৌথ দায়িত্ববোধ’।

কূটনৈতিক মহলের মতে, নভেম্বরে আমেরিকায় ‘মিডটার্ন’ নির্বাচন। তার আগে দেশের বাজারে

জ্বালানির দাম যাতে কোনওভাবেই নিয়ন্ত্রণের বাইরে না যায়, সেই হিসেব কষে এই কৌশল নিয়েছেন ট্রাম্প। সম্প্রতি খোদ মার্কিন প্রেসিডেন্ট রাশিয়ার সঙ্গে একটি ‘ডিজেল চুক্তি’ সেরে ফেলেছেন, যেখানে আমেরিকাকে ৩ লক্ষ টন ডিজেল সরবরাহ করবে রাশিয়া। এই পরিস্থিতিতে নিজেদের স্বার্থে রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তি করার পর ভারত বা চীনের ওপর শুল্ক চাপালে তা যে আন্তর্জাতিক মহলে মার্কিন দ্বিচারিতা হিসেবেই চিহ্নিত হত, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

জ্বালানি কূটনীতির টানাপোড়েনের মাঝে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে মার্কিন বিদেশসচিব মার্কো রুবিওর আসন্ন ভারত সফর। মুম্বইয়ের পাশাপাশি গুজরাটের জামনগরে রিলায়েন্সের বিশ্বের বৃহত্তম তেল শোধনাগারেও যাওয়ার কথা রয়েছে তাঁর। ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত সের্জেও গোর জানিয়েছেন, রুবিওর এই সফর মূলত ‘ব্যবসাকেন্দ্রিক’।

ভারত আপাতত আমেরিকার শুদ্ধনীতি থেকে বাঁচলেও এই স্বস্তি কতটা দীর্ঘস্থায়ী হবে, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। হোয়াইট হাউসের নির্দেশিকায় স্পষ্ট বলা হয়েছে, এই শুল্ক মকুবের বিষয়টি সাময়িক। ভবিষ্যতে পরিচিতি পর্যালোচনা করে প্রশাসন চাইলে যে কোনও মুহূর্তে ফের এই শুল্ক কার্যকর করতে পারে।



মরশুমের প্রথম তুষারপাত... শনিবার জোজিলা পাসে টহল সেনার।

বয়সের অজুহাতে নেট-নিষেধাজ্ঞায় সুপ্রিম আপত্তি
ইন্টারনেট মৌলিক অধিকার শিশুদেরও

নয়াদিল্লি, ১৭ অক্টোবর : শিশুদের হাত থেকে ‘স্মার্টফোন কেড়ে নিয়ে বা বয়সের দোহাই দিয়ে তাদের ইন্টারনেট থেকে পুরোপুরি দূরে রাখা কোনও কাজের কথা নয়। বরং, ইন্টারনেট ব্যবহার করা দেশের প্রতিটি শিশুর মৌলিক অধিকার। এক তাৎপর্যপূর্ণ পর্যবেক্ষণে এমনই কড়া বার্তা দিল সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি জেবি পারদিওয়াল্লা এবং বিচারপতি কেভি চন্দ্রনের বেক্ষের স্পষ্ট বক্তব্য, সংবিধানের ১৯(১)(এ) এবং ২১ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ইন্টারনেট ব্যবহারের অধিকার সকলের। শিশুদের এই অধিকার থেকে ঢালাওভাবে বঞ্চিত করা আর তাদের নিজস্ব মতপ্রকাশের অধিকার বা বিবেক নেই বলটা—দুই-ই সমান হাস্যকর।



সম্প্রতি নাবালকদের সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাবা-মায়ের সম্মতি বাধ্যতামূলক করতে আইটি কলে সংশোধনের কথা ভাবছিল কেন্দ্র। সেই আবহেই সুপ্রিম কোর্টের এই পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত ইঙ্গিতপূর্ণ। শিশু অধিকার বিষয়ক সংস্থা ‘জার্সি রাইটস ফর চিলড্রেন অ্যালয়েন্স’-এর দায়ের করা একটি মামলায় শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, অনলাইনে শিশুদের সুরক্ষা এবং স্বাধীনভাবে ইন্টারনেট

ব্যবহারের অধিকার কখনই একে অপরের পরিপন্থী হতে পারে না। আদালতের বিবেচনায় উঠে এসেছে এক চরম মনস্তাত্ত্বিক বিপদের কথা। সুপ্রিম কোর্ট সতর্ক করেছে, বয়সভিত্তিক ঢালাও নিষেধাজ্ঞা চাপালে হিতে বিপরীত হবে। এর ফলে শিশুরা ইন্টারনেট দুনিয়ার আরও বিপজ্জনক ও অনিয়ন্ত্রিত ডার্ক ওয়েবসাইটের দিকে ঝুঁকতে পারে। সবচেয়ে বড় বিপদের জায়গা হল, লুকিয়ে নেট ঘটিতে গিয়ে সাইবার অপরাধীদের ফাঁদে পড়লে বা হুমকির শিকার হলে শ্রেফ নিয়ম ভাঙার শাস্তির ভয়েই তারা বাবা-মাকে সেকথা জানাতে ঘিণা করবে।

আদালতের ফ্লোভের মূল নিশানায় ছিল সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলোর চরম উদাসীনতা। চাইল্ড সেক্সুয়াল এক্সপ্লোরেশন অ্যান্ড অ্যাবিউজ মেটেরিয়াল বা শিশুদের যৌন নির্যাতন সংক্রান্ত কনটেন্ট রুশ্বতে তারা বার্থ। টাকার বিনিময়ে বিকৃত কনটেন্টের প্রোমোশন এবং বেআইনি লিঙ্কের ছড়াছড়ি নিয়ে তীব্র অ্যাড প্রকাশ করেছে শীর্ষ আদালত। প্ল্যাটফর্ম ও কর্তৃপক্ষের সদিচ্ছার অভাব নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের তীক্ষ্ণ প্রশ্ন, ‘আর কতগুলো শিশু এমন ক্ষতির শিকার হলে আমাদের বিবেক জাগবে এবং আমরা একজোট হয়ে পদক্ষেপ করব?’

অন্যের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ না করে ভিন্নমত প্রকাশ
‘স্বামী ট্রাম্প’, গেল চাকরি

বেদালুর্ক, ১৭ অক্টোবর : বেদালুর্কের ন্যাশনাল ল স্কুল অব ইন্ডিয়া ইউনিভার্সিটির (এনএলএসআইইউ) সমাবর্তন অনুষ্ঠানে নবীন আইনজীবীদের উদ্দেশে অন্যের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ না করেই ভিন্নমত প্রকাশের পরামর্শ দিলেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত। শনিবার আচার্য হিসেবে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, ‘বিচার করার আগে অপরের কথা শোনা এবং অন্যের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ না করে নিজের ভিন্নমত প্রকাশ করাই হল স্বতন্ত্র চিন্তাব্যবহারের ভিত্তি’।

হায়দরাবাদের ‘নালসার’ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক বিতর্ককে কেন্দ্র করে প্রধান বিচারপতি এবং বার কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া (বিসিআই) চেয়ারম্যানের উপস্থিতির বিরোধিতার জেরে এনএলএসআইইউ-এর

করেন তিনি। তাঁর মতে, সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের কষ্টস্বর শোনা একজন আইনজীবীর অন্যতম দায়িত্ব।

মত প্রধান বিচারপতির

সমাবর্তন ঘিরে জটিলতা তৈরি হয়েছিল। এর জেরে গত ১২ সেপ্টেম্বরের নিষাধিত অনুষ্ঠানটি বাতিল করে ১৭ অক্টোবর পুনর্নির্ধারণ করা হয়। এই প্রসঙ্গে প্রধান বিচারপতি কিছু ‘বাহ্যিক শক্তি’ কড়া সমালোচনা করে জানান, অনুষ্ঠানটি বানচাল করার চক্রান্ত হয়েছিল। তবে সেই চক্রান্ত কীভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে, সেটা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের প্রশ্ন, ‘আবার গ্রেটার কেল্লাস-১-এর দুর্গাাড়ির পুজো স্মরণ করছে বাংলা চলচ্চিত্রের মহানায়ক উত্তমকুমারকে। তাঁর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে মণ্ডপজুড়ে সাজানো হয়েছে স্মৃতি ও নটসাঁজিয়ার আবহ। গ্রেটার কেল্লাস-২-এর দুর্গোৎসব ও ৩৫তম বর্ষে এই বার মূল ভাবনা দেশোদ্ধার, উপলক্ষ বন্দেমাতরমের সার্বশতবর্ষ উদযাপন। পুজো কমিটির সভাপতি সভ্যত বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, এই ভাবনার মধ্য দিয়ে দেশের ইতিহাস ও জাতীয় চেতনার সঙ্গে উৎসবকে যুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

সেপ্টেম্বরের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদে যোগ দেওয়ার পর থেকেই তাঁকে ঘিরে তুমুল বিতর্ক শুরু হয়। গত মঙ্গলবার তাঁর প্রথম ক্যালিফোর্নিয়ায় বার পরীক্ষায় পাশ না করেও নিজে ‘অ্যাটর্নি’ হিসেবে পরিচয় দেওয়া নিয়ে সমালোচনা হচ্ছে মণ্ডপ। আবার গ্রেটার কেল্লাস-১-এর দুর্গাাড়ির পুজো স্মরণ করছে বাংলা চলচ্চিত্রের মহানায়ক উত্তমকুমারকে। তাঁর জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে মণ্ডপজুড়ে সাজানো হয়েছে স্মৃতি ও নটসাঁজিয়ার আবহ। গ্রেটার কেল্লাস-২-এর দুর্গোৎসব ও ৩৫তম বর্ষে এই বার মূল ভাবনা দেশোদ্ধার, উপলক্ষ বন্দেমাতরমের সার্বশতবর্ষ উদযাপন। পুজো কমিটির সভাপতি সভ্যত বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, এই ভাবনার মধ্য দিয়ে দেশের ইতিহাস ও জাতীয় চেতনার সঙ্গে উৎসবকে যুক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

সিজেপি’র পাশে, তোপ কংগ্রেসকে

চেন্নাই, ১৭ অক্টোবর : এসআইআর এবং মৃণ্ম নিবাচন কমিশনার (সিএস) জ্ঞানেশ কুমার বিরোধী বিক্ষোভে ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) পাশাপাশি রাজপথে নেমে প্রতিবাদ দেখাচ্ছে কংগ্রেস ও ইন্ডিয়া জেটিও। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি সমস্ত প্রতিবাদের রং এক বলে দাবি করলেও শেষমেশ ইন্ডিয়া জেটিও ফাটল কিন্তু এড়ানো যাচ্ছে না। কংগ্রেসের সঙ্গে রাসনৈতিক মতবিরোধের কারণে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আগ আগেই ইন্ডিয়া থেকে দূরত্ব বাড়িয়ে পৃথকভাবে বিক্ষোভ দেখাচ্ছে। এবার সেই রাস্তায় হটল ইন্ডিয়া আরও এক শরিক ডিএমকে-ও। আপের সুরে সুর মিলিয়ে তামিলনাড়ুর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিনও সিজেপির পাশে দাঁড়িয়েছেন এবং কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন। কংগ্রেস তাঁদের পিঠে ছুরি মেরেছে বলেও অভিযোগ করেছে তারা।

শনিবার ডিএমকে সাংসদদের সঙ্গে স্ট্যালিনের এক বৈঠকে সিএস-র পদ থেকে জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণ, এসআইআর বাতিল এবং ইন্ডিয়ানের বদলে ব্যালট পেপার ফিরিয়ে আনার দাবিতে তিনটি প্রস্তাব পাশ করানো হয়েছে। একহাস্কে তামিলনাড়ুতে এসআইআর ইস্যুতে শাসক টিডিকে এবং কংগ্রেস দ্বিচারিতা করছে বলেও অভিযোগ করা হয়েছে। ডিএমকে সংসদীয় দলনেত্রী কে কালিমোথি বলেন, ‘আমরা ভারতের তরুণদের সঙ্গে রয়েছি। সিজেপি এবং অন্য সমস্ত ছাত্র আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানানোর পাশাপাশি এসআইআরের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক শক্তিশালীকরণ কর্মসূচিও করেছে ডিএমকে। তবে জ্ঞানেশ কাণ্ডে সুরব হলেও ডিলিটিশেশন বিল নিয়ে শেষমেশ তারা কেন্দ্রের পাশে থাকবে কিনা সেটা স্পষ্ট কনসেনসাস স্ট্যালিন। সময় এবং দল এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে বলে জানিয়েছেন তিনি।



শনিবারও কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ নয়াদিল্লিতে।

আন্তর্জাতিক মঞ্চে জ্ঞানেশ-বিক্ষোভের আঁচ

নয়াদিল্লি, ১৭ অক্টোবর : মার্কিন বিদেশসচিব মার্কো রুবিওর ভারত সফরের আগেই নয়াদিল্লির ওপর চাপ বাড়তে আসরে নামলেন ৬ মার্কিন ডেমোক্রেটিক আইনপ্রণেতা। প্রমীলা জয়পাল সহ ওই নেতাদের অভিযোগ, জ্ঞানেশ কুমার বিরোধী বিক্ষোভে আন্দোলনকারীদের ওপর পুলিশি ক্ষমতার চরম অপব্যবহার করেছে ভারত। এমনকি, আমেরিকায় আন্দোলনরত ভারতীয় পড়ুাদের ওপর গুলচরবৃত্তির মতো বিক্ষো্রক অভিযোগও তুলেছেন তারা। রুবিওকে লেখা চিঠিতে ভারতের কাছে এই নিয়ে সরব হওয়ার আর্জি জানানো হয়েছে। এর পাশাপাশি রাষ্ট্রসংঘের এক বিশেষ রিপোর্টেও দাবি করা হয়েছে, ভারতে প্রতিবাদী তরুণদের কঠোরত্ব করা হচ্ছে।

তবে আন্তর্জাতিক এই চোখরাঙারির সামনে বিন্দুমাত্র মাথা নোয়ানি ভারত। মার্কিন



আইনপ্রণেতাদের পদক্ষেপকে ‘ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে অনভিপ্রেত হস্তক্ষেপ’ বলে কড়া তোপ দেগেছেন আমেরিকায় নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত বিনয়মোহন কোয়াড়া। অন্যদিকে, রাষ্ট্রসংঘের রিপোর্টকে সম্পূর্ণ ‘ভিত্তিহীন ও কাল্পনিক’ বলে উড়িয়ে দিয়েছেন ভারতীয় প্রতিনিধি অনুজ স্বরূপ। বিন্দুমঞ্চে তাঁর চাছাছোলা জবাব, ভারতের সংবিধানে প্রতিটি নাগরিকের বাকস্বাধীনতা সুরক্ষিত এবং তা রক্ষায় দেশের স্বাধীন বিচারব্যবস্থাই যথেষ্ট। বাইরের কারও মাতব্বর নিষ্প্রয়োজন।

প্রতিবাদ বিলেতেও

লন্ডন, ১৭ অক্টোবর : ভারতের সীমানা পেরিয়ে এবার জ্ঞানেশ কুমার বিরোধী বিক্ষোভের ঢেউ আছড়ে পড়ল খাস বিলেতভূমে। ইউটিউবার ধ্রুব রাঠি রবিবার লন্ডনের প্যারামেন্ট স্কোয়ারের মহাশ্মা গান্ধির মূর্তির সামনে একটি প্রতিবাদ সমাবেশের আয়োজন করে দিয়েছেন। ভোটচুরির বিরুদ্ধে সমস্ত ভারতীয়কে ওই প্রতিবাদে शामिल হওয়ার আর্জি জানিয়েছেন তিনি। এল্লে ধ্রুব রাঠি লিখেছেন, ‘আমি এইমাত্র লন্ডনে পৌঁছেছি। ভোট চোর আর গণতন্ত্রের হত্যাকারীদের প্রকৃত স্বরূপ দেখার সময় এসে পড়ায়। ইন্টারন্যাশনাল ডল্লা বাজারের সময় এসে গিয়েছে।’ এদিকে গুজরাট লন্ডনের ভারতীয় দূতাবাসের বাইরে এসএফআই এবং এনএসইউআইয়ের ব্রিটেন শাখার তরফে এসআইআর এবং জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখানো হয়। জবাবে একদল প্রবাসী ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সমর্থনে স্লোগান দেন। অশান্তি এড়াতে মোতায়েন ছিল প্রচুর পুলিশ।

৫০ হাজার সেফটিপিনে তৈরি ৭ ফুটের দুর্গা!

গুয়াহাটি, ১৭ অক্টোবর : প্রতিমার গায়ে নেই চিরাচরিত মাটি বা রঙের প্রলেপ। বদলে আন্ত একখানা দুর্গা প্রতিমা তৈরি হয়েছে রোজকার ব্যবহারের অত্যন্ত সাধারণ একটি জিনিস দিয়ে, সেফটিপিনে! সংখ্যাটিও চমকে দেওয়ার মতো, প্রায় ৫০ হাজার। অসমের ধুবুরি জেলার এই অভিনব ৭ ফুটের দুর্গাপ্রতিমা এবারের পূজোয় দর্শনাধীনের প্রধান আকর্ষণ হয়ে উঠেছে। তবে এই শুধুই শিল্পের চমক নয়, এই হাজার হাজার সেফটিপিনের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে নারী সম্মান আর সুরক্ষার এক জোরালো সামাজিক বার্তা।

নারী সুরক্ষার বার্তা অসমে



শিল্প অবশ্য নতুন কিছু নয়। এর আগে বাতিল ট্যাবলেট, বোতাম, সিরিজ বা পুঁতি দিয়েও তিনি দেবী দুর্গাকে রূপ দিয়েছেন। তাঁর অসাধারণ সৃজনশীলতা ইতিমধ্যেই ‘অসম বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস’ এবং ‘ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস’-এর স্বীকৃতি পেয়েছে। তবে এবারের সেফটিপিনের দুর্গা শুধু শিল্পের গণ্ডিতেই আটকে নেই, উৎসবের আবহে সমাজে নারীদের প্রতিদেবির লড়াই এবং নিরাপত্তার দাবিকে এক অন্য মাত্রা দিয়েছে।

রাজধানীর দুর্গোৎসবে বাংলার শিকড়ের টান

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৭ অক্টোবর : শতাব্দীপ্রাচীন কাশ্মীরি গেটের ঘটপুজোর ঐতিহ্য থেকে চিত্তরঞ্জন পার্কের আলোকোজ্জ্বল মণ্ডপ, মহানায়ক উত্তমকুমারের স্মৃতিচারণ থেকে জামদানির নকশায় বাংলার শিল্পঐতিহ্য-দিল্লির দুর্গোৎসবে একই সঙ্গে অতীতের উত্তরাধিকার ও বর্তমানের সৃজনশীলতার ধারক। এখানে বাংলা ছড়িয়ে রয়েছে মানুষের ভাষায়, স্মৃতিতে, শিল্পে, আচার-অনুষ্ঠানে এবং প্রজন্মান্তরে বহন করে চলা এক গভীর আত্মিক বন্ধন। দিল্লির দুর্গোৎসবের ভিতরে রয়েছে একা শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে গড়ে ওঠা বাংলার সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার। ঐতিহ্য এবং আধুনিকতার এই সহাবস্থানেই এ বছর নতুন মাত্রা পেয়েছে দিল্লি, নয়াদা ও গ্রেটার নয়ডার দুর্গাপুজো। কলকাতা থেকে বহু দূরে, কর্মব্যস্ত রাজধানীর বুকেই যেন তৈরি হয়েছে এক টুকরো বাংলা। উমার বাপের বাড়িতে ফেরা থিরে প্রবাসী বাঙালির আবেগ, স্মৃতি ও শিকড়ের টান মিলেমিশে একাকার।



দিল্লির করোলবাগে (বামদিকে), গ্রেটার কেল্লাসে প্রতিমার ছবি (ডানদিকে)।

‘মিনি কলকাতা’ বলে পরিচিত দক্ষিণ দিল্লির চিত্তরঞ্জন পার্কে ঘিরে উৎসবের প্রধান আকর্ষণ তৈরি হলেও দুর্গাপুজোর সূচনা ১৯১০ সালে। আর দুর্গাপুজো ছিল প্রবাসে নিজেদের সাংস্কৃতিক পরিচয় ধরে রাখার অন্যতম অবলম্বন। কাশ্মীরি গেটের দুর্গাপুজোর সূচনা ১৯১০ সালে।

সাবেকিয়ানা থেকে থিমের বৈচিত্র্য দিল্লির বুকে

রেলের চিকিৎসক হেমচন্দ্র সেনের উদ্যোগে রোশনপুরা কালীবাড়িতে শুরু হয়েছিল এই বারোয়ারি পুজো। প্রথম দু’বছর প্রতিমার পরিবর্তে

ঘট প্রতিষ্ঠা করে দেবীর আরাধনা করা হত। পরে ১৯২৬ সাল থেকে দিল্লিতেই প্রতিমা নির্মাণ শুরু হলেও শিল্পীদের নিয়ে আসা হত পশ্চিমবঙ্গ থেকে। এই পুজোয় একসময় এসেছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, ১৯৬৯ সালে এসেছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধিও। ডাকের

সাজ, একচালার প্রতিমা, আর সাবেকিয়ানা আজও ১১৭ বছরের এই দুর্গাপুজো সেই পুরনো ঐতিহ্যকে ধরে রেখেই আবাহন করেছে দশভুজার।

চিত্তরঞ্জন পার্কে ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় কুড়িটি পুজোয় জমে উঠেছে উৎসবের আবহ। চিত্তরঞ্জন পার্ক কালীবাড়ি, মেলা গ্রাউন্ড, কো-অপারেটিভ, বি ব্লক, ই ব্লক এবং পকেট-৪০-এর পুজোয় প্রতিবারই ভিড় করেন দিল্লির নানা প্রান্তে

অষ্টমীর সাজে নিজের ছাপ অষ্টমীর সকালে শাড়ি?



অঞ্জলি দিতে শাড়ি পরতে চাইলে নিজের পছন্দমতো শাড়ি বেছে নিন। সারাদিন ঠাকুর দেখার পরিকল্পনা থাকলে হালকা ও আরামদায়ক শাড়ি সুবিধাজনক। জুতোর ক্ষেত্রেও একই কথা। শুধু দেখতে সুন্দর হলেই চলবে না, হটাচলার উপযোগী হওয়াও জরুরি। যারা শাড়িতে স্বচ্ছন্দ নন, তাঁরা কুর্তি, সালোয়ার-কামিজ, পালাজো কিংবা ইন্দো-ওয়েস্টার্ন পোশাক বেছে নিতে পারেন।

গয়নায় থাকুক ব্যক্তিত্ব
ভারী গয়না ছাড়াও সাজ আকর্ষণীয় হতে পারে। ছোট্ট বুমকো, পুঁতির মালা, রূপোর গয়না কিংবা মায়ের পুরোনো কোনও গয়না ব্যবহার করতে পারেন। তবে ভিড়ের মধ্যে দামি গয়না পরলে সতর্ক থাকুন।

মেকআপে সরলতাই ভরসা
গরম ও ভিড়ের কথা মাথায় রেখে হালকা মেকআপ বেছে নিতে পারেন। ত্বকের উপযোগী প্রসাধনী ব্যবহার করুন। নতুন প্রসাধনী হলে আগে অল্প



জায়গায় পরীক্ষা করে নেওয়া ভালো। রাতে বাড়ি ফিরে মুখ পরিষ্কার করতে ভুলবেন না।
ব্যাগে থাকুক জরুরি জিনিস
ঠাকুর দেখতে বেরোনোর সময় ছোট্ট ব্যাগে রাখুন ফোন, জল,

প্রয়োজনীয় ওষুধ এবং জরুরি যোগাযোগের তথ্য। রাতে বেরোলে ফেরার পরিকল্পনাও আগে করে নিন।

সামাজিক মাধ্যমে অন্যের সাজ দেখে ভালো লাগতেই পারে। সেখান থেকে নতুন ধারণাও পাওয়া যায়। কিন্তু নিজের পোশাক, চেহারা কিংবা বাজেটের সঙ্গে অন্যের তুলনা করার দরকার নেই। প্রত্যেকের পছন্দ আলাদা। বয়স বাড়লে সাজের আনন্দ কমে যায়, এমন ধারণাও কোনও কারণ নেই।

নতুন পোশাক কিনলে আনন্দ হবে, আবার পুরোনো পোশাক নতুনভাবে পরলেও আনন্দ কম নয়। সাজের উদ্দেশ্য অন্যকে মুগ্ধ করা নয়, নিজের ভালো লাগাটুকু প্রকাশ করা।



অষ্টমীতে অঞ্জলি? বিজয়াতে বরণ?

জেনে নিন সব দিনক্ষণ

অষ্টমীর অঞ্জলি

প্রার্থনা করুন নিজের স্বপ্নের জন্য দেবীর কাছে শক্তি চাই। সেই শক্তিতে নিজের জীবনটাকেও নতুন করে গড়ে তুলি।
অষ্টমীর সকাল। ঢাক বাজছে মগুপে। হাতে ফুল, বেলপাতা নিয়ে অঞ্জলি দেওয়ার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে অনেকে। কারও প্রার্থনা সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে, কারও পরিবারের সুস্থতা নিয়ে। কিন্তু নিজের জন্য কিছু চাওয়ার কথা কি মনে পড়ে?
আমাদের সমাজে মেয়েদের স্বপ্ন দেখার অভাব নেই। অভাব হয় কখনও সেই স্বপ্ন পূরণের সুযোগের। সংসার, সন্তান, কাজ আর পরিবারের দায়িত্ব সামলাতে গিয়ে অনেকেই নিজের ইচ্ছেগুলোকে পিছিয়ে দেন। কেউ গান শেখার সুযোগ হারান, কেউ পড়াশোনা শেষ করতে

পারেন না, কেউ আবার নতুন করে কাজ শুরু করার সাহস পান না।
সময়ের সঙ্গে পরিস্থিতি বদলেছে। আজ মেয়েরা নানা পেশায় সাফল্য পাচ্ছেন, ব্যবসা গড়ছেন, খেলাধুলোয় দেশের মুখ উজ্জ্বল করছেন। তবু প্রত্যেকের পথ সমান মসৃণ নয়। কারও সামনে আর্থিক বাধা, কারও সামনে সামাজিক প্রত্যাশা, আবার কারও সামনে নিজের সামর্থ্য নিয়ে সংশয়।
নিজের ইচ্ছাকে গুরুত্ব দেওয়া তাই জরুরি। সংসারের দায়িত্ব পালন করেও নিজের পরিচয় গড়ে তোলা যায়। বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েও নতুন কিছু শেখা যায়। দীর্ঘ বিরতির পর আবার কাজ শুরু করা যায়। ছোট্ট কোনও উদ্যোগও একদিন বড় সম্ভাবনার দরজা খুলে দিতে পারে।
দুর্গাপূজায় দেবী দুর্গার আরাধনা আমাদের সাহসের কথা মনে করিয়ে দেয়। সেই সাহস

নিজের জীবনেও কাজে লাগানো যায়। এবার অষ্টমীর অঞ্জলিতে পরিবারের মঙ্গল কামনার পাশাপাশি নিজের জন্যও কিছু চাওয়া যাক— নিজের পছন্দকে চিনে নেওয়ার শক্তি, সিদ্ধান্ত নেওয়ার আত্মবিশ্বাস আর প্রয়োজনে নতুন করে শুরু করার সাহস।
সব স্বপ্ন পূরণ হয় না। কিন্তু চেষ্টা করার সুযোগটুকু যেন হারিয়ে না যায়। কারণ, নিজের জন্য ভাবা মানেই অন্যদের ভুলে যাওয়া নয়। নিজের জীবনকেও গুরুত্ব দেওয়া।
অঞ্জলির ফুল শুকিয়ে যাবে, পূজোর আলোও একদিন নিভবে। কিন্তু নিজের প্রতি বিশ্বাসটুকু যদি সঙ্গে নিয়ে ফিরতে পারি, তা হলে উৎসবের প্রাপ্তি চার দিনের আনন্দে সীমাবদ্ধ থাকবে না।
এবার প্রার্থনায় তাই অন্যদের সঙ্গে নিজের স্বপ্নের কথাও থাক।



দেবীর গমন

দেবী এ বছর এসেছেন যেটাকে। গমন করবেন নৌকায়। তার মানে শুভ ফল। দেশে শত্রুর পরিমাণ বাড়বে। সুখ-সমৃদ্ধি লাভ হবে।
প্রাচীন পঞ্জিকা মতে

মহাস্তমী

অষ্টমী তিথি শুরু ১৮ অক্টোবর, রবিবার সকাল ৫টা ৫৩।
অষ্টমী তিথি শেষ ১৯ অক্টোবর সোমবার সকাল ৭টা ৫০। বাংলা ক্যালেন্ডার অনুসারে ১ কার্তিক।
সকাল ৭টা ৫-এর মধ্যে মহাস্তমী পূজা, বীরাষ্টমী ব্রত, মহাস্তমীর ব্রত উপোস, অঞ্জলি শেষ করতে হবে।
সন্ধিপূজা শুরু সকাল ৭টা ২৬-এ। সন্ধিপূজা শেষ সকাল ৮টা ১৪-এর মধ্যে।
বলিদান ৭টা ৫০।

বিজয়া দশমী

দশমী তিথি শুরু ২০ অক্টোবর মঙ্গলবার সকাল ৮টা ৩১।
দশমী তিথি শেষ ২১ অক্টোবর বুধবার সকাল ১০টা ৪৭। বাংলা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ৩ কার্তিক।
বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত মতে

মহাস্তমী

অষ্টমী শুরু ১৮ অক্টোবর রবিবার সকাল ৮টা ২৯।
অষ্টমী তিথি শেষ হচ্ছে ১৯ অক্টোবর, সোমবার সকাল ১০টা ৫২। বাংলা ক্যালেন্ডার অনুসারে ২ কার্তিক।
বারবেলানুরোহে ৭টা ৪-এর মধ্যে পূনঃ ৮টা ৩০ থেকে ৯টা ২৭-এর মধ্যে অষ্টমী পূজা, মহাস্তমী ও বীরাষ্টমীর ব্রতোপনাস।
সন্ধিপূজা শুরু সকাল ১০টা ২৮। সন্ধিপূজা শেষ সকাল ১১টা ১৬।
বলিদান সকাল ১০টা ৫২।

বিজয়া দশমী

দশমী তিথি শুরু ২০ অক্টোবর মঙ্গলবার সকাল ১২টা ৫১।
দশমী তিথি শেষ হচ্ছে ২১ অক্টোবর বুধবার, সকাল ২টা ১২। বাংলা ক্যালেন্ডার অনুসারে ৪ কার্তিক।
বারবেলানুরোহে ৮টা ৩০-এর মধ্যে দশমী বিহিত পূজা ও বিসর্জন করতে হবে। বিসর্জন শেষে শ্রীশ্রীঅপরাজিতা পূজা এবং দর্শনো।

মায়ের শাড়ি, মেয়ের পূজো



অ্যালবামটি খুলে বসতে পারেন। মায়ের ছোটবেলার পূজো কেমন ছিল? কোন শাড়িটি তাঁর সবচেয়ে প্রিয়? প্রথম নিজের পছন্দে কেনা পোশাক কোনটি? ঠাকুর দেখতে গিয়ে কোনও মজার ঘটনা ঘটেছিল কি? মা গল্প বলবেন। মেয়েও বলবে নিজের কথা। তার পছন্দের প্যান্ডেল, বন্ধুদের সঙ্গে কাটানো মুহূর্ত, ভবিষ্যতের পরিকল্পনা—সবই উঠে আসুক আড্ডায়।

হয়তো পুরোনো শাড়িটি নতুনভাবে ব্যবহার করার কথাও উঠবে। ভালো অবস্থায় থাকলে সেটি আবার পরা যায়। না হলে তার কাপড় দিয়ে তৈরি হতে পারে ছোট্ট ব্যাগ বা অন্য কোনও ব্যবহারযোগ্য জিনিস। তবে শাড়িটির আসল মূল্য তার কাপড়ে নয়, স্মৃতিতে। মায়ের গল্প শুনতে শুনতে মেয়ে বুঝবে, তাঁর মায়েরও ছিল নিজের পছন্দ, আনন্দ আর স্বপ্নে ভরা একটা জীবন।

একদিন মেয়েরও এমন স্মৃতি জমবে। তার আলমারিতেও হয়তো থাকবে কোনও বিশেষ পোশাক, যা দেখলেই মনে পড়বে একটি পূজার কথা, কোনও প্রিয় মানুষের কথা। সময় এগিয়ে যায়। প্রজন্ম বদলায়। কিন্তু কিছু স্মৃতি পরিবারের মধ্যে বেঁচে থাকে, গল্প থেকে গল্পে পৌঁছে যায় পরের প্রজন্মের কাছে।

মায়ের শাড়িটি তাই শুধু পুরোনো পোশাক নয়। সেটি এমন একটি গল্প, যা নতুন করে শোনার অপেক্ষায় রয়েছে।

আচার পালনের পর হোক মিষ্টিমুখ



সিঁদুরখেলা, বিজয়ার প্রণাম আর সেই চেনা ডাক—আবার এসে মা। দশমীর সকাল। মগুপে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। কয়েক দিনের আনন্দের পর এবার দেবীকে বিদায় জানানোর পালা। বরণের আয়োজন চলছে। কোথাও সিঁদুরখেলা, কোথাও মিষ্টিমুখ, কোথাও আবার বিসর্জনের আগে শেষবারের মতো প্রতিমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা।
ঢাকের তাল, সিঁদুর খেলা, দেবীর বরণের পর জলাশয়ে প্রতিমা নিরঞ্জন পর কোলাকুলি, শুভেচ্ছা

বিনিময়, মিষ্টি মুখ আর একরাশ নতুন আশা নিয়ে শুরু হয় বাঙালির বিজয়া পর্ব। জানুন দেবী বরণের নিয়মকানুন।
দশমীতে দেবী বরণে প্রয়োজনীয় উপকরণ
বরণ ডালায় রাখুন তেল, সিঁদুর, ধান, দুর্বা, ফুল, বেল পাতা, ২টি পান ও মা দুর্গার একটি পানের থিলি, একটি ১ টাকার কয়েন, ধূপকাঠি ও মোমবাতি।

দশমীতে দেবী বরণের নিয়ম

মহাদশমী। সকালে মান সেরে শুদ্ধ কাপড় পরুন। দুই পায়ে আলতা পরুন। সিঁথিতে দিন সিঁদুর। বরণ করার সময় মাথায় ঘোমটা টেনে গায়ে আঁচল দিন। খেয়াল রাখুন, শাড়ির আঁচল বা চুলের ঝাপটা যেন মায়ের গায়ে না লাগে। সবার প্রথমে মা দুর্গার কপালে ও বাম হাতের শাঁখায় সিঁদুর দিন। দেবেন। এরপর গালে সামান্য সিঁদুর লাগান। তিনবার পান পাতা দিয়ে মুখ মুছিয়ে, পায়ে ধান-দুর্বা ও ফুল-বেলপাতা অর্পণ করুন। এরপর মাকে মিষ্টি মুখ ও জলপান করিয়ে, সবশেষে হাতে গুঁজে দিন পানের থিলি। দেবী দুর্গার বরণের পর একে একে চার ছেলে-মেয়ে গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও কার্তিকেয় ব্রণ করে, মিষ্টিমুখ করান।



চিনির নাড়ু

যা যা লাগবে : ঘি ২ থেকে ৩ চামচ, নারকেল কোরা যত নাড়ু বানাবেন তার ওপর নির্ভর করছে, দুধ ১ থেকে ২ কাপ, চিনি যতটা নাড়ু করবেন তার ওপর নির্ভর করবে এবং এর সঙ্গে ১ কাপ কনডেন্স মিক্স রাখবেন।
যেভাবে তৈরি করবেন : প্রথমে কড়াইতে ঘি দিন। ঘি গরম হলে তাতে নারকেল কোরা দিয়ে একটু নাড়ুন। তারপর তাতে দুধটা ঢেলে দিন। এরপর দিন কনডেন্স মিক্স। নাড়ুন বেশ কিছুক্ষণ। এরপর এতে চিনি ও এলাচ দিন। এবার নাড়তে থাকুন যতক্ষণ না আঠালো ভাব আসবে। বেশ আঠা মতো হয়ে গেলে নামিয়ে নিন। হালকা গরম অবস্থাতেই নাড়ুর আকারে তৈরি করে নিন।



বিজয়ার নাড়ু

রইল তিন রেসিপি। বাজারের নয়, নিজের হাতেই তৈরি করুন বিজয়ার নাড়ু।

গুড়ের নাড়ু

যা যা লাগবে : নারকেল ১টা, গুড় চার থেকে পাঁচ কাপ, এলাচ ১ চামচ নিয়ে নিন।
যেভাবে তৈরি করবেন : কড়াইতে প্রথমে গুড় দিয়ে নাড়তে থাকুন। যতক্ষণ না গুড়টা আঠালো হচ্ছে ততক্ষণ নাড়তে থাকুন। গুড় আঠালো হয়ে যাবার পর নারকেল কোড়ানো দিন। এলাচ দিন। নাড়তে থাকুন। গুড় ও নারকেল ভালোভাবে মিশে গেলে, অর্থাৎ নারকেল ভাজা ভাজা হয়ে গেলে নামিয়ে নিন। এরপর একটু গরম অবস্থায় নাড়ুর আকারে গড়ে নিন।



নারিকেল বরফি

উপকরণ : নারকেল একটা, ঘি ১ চামচ, চিনি এক থেকে দেড় কাপ, এলাচ ১ চামচ, মলাই এক কাপ আর একটু বাদাম।
পদ্ধতি : প্রথমে নারকেলের সঙ্গে জল মিশিয়ে ভালো করে গ্রেড করে নিন। তারপর কড়াইয়ে একটু জল দিয়ে গ্রেড করা নারকেল ঢেলে দিন। এবার চিনি দিয়ে নাড়ুন। বেশ কিছুক্ষণ নেড়ে তাতে দুধ, ঘি, মলাই ও এলাচটা দিয়ে দিন। নাড়তে থাকুন কিছুক্ষণ। নাড়তে নাড়তে যেন একদম শুকিয়ে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখবেন। একটা প্লেট বা ডিসে ঘি মাখিয়ে নিন। তার ওপর মিশ্রণটা ঢেলে দিন সমান করে। একটু শুকিয়ে গেলে বরফির মতো করে কেটে নিন।

নতুন জামার অপেক্ষা...

ভয়মো ম্যা জ্যোতির্গময়



অনিবার্ণি নাগ



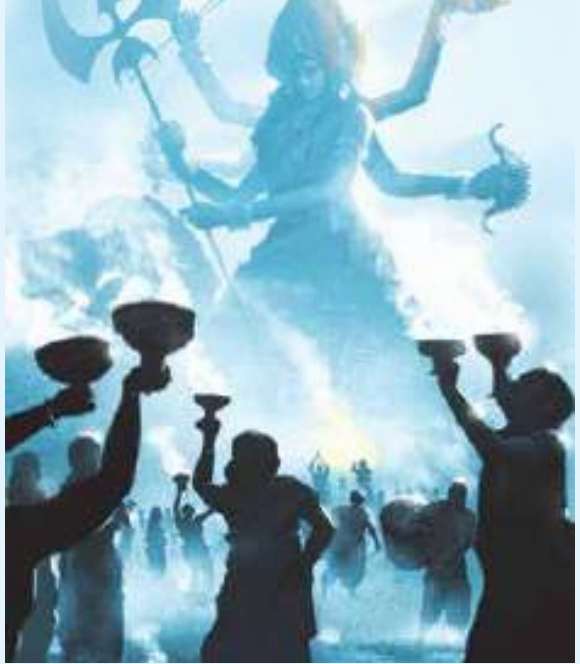
পুজো এলে সব বাড়ির জানলা দিয়ে মনমাতাল শিউলির সুবাস বহুকাল দেখা না হওয়া বন্ধুর মতো ঢুক জড়িয়ে ধরে না কোনও ক্লাস্ত শরীরকে। কোনও কোনও জানলা বন্ধই থেকে যায়। দূরে কোথাও ঢাকে কাঠি পড়েছে। রাস্তায় মানুষের ঢল। নতুন জামার গন্ধ। মাইকে ভেসে আসছে মামা, কিশোর, শ্যামল, সলিল, হেমন্ত, আরতি, বনশ্রী, আশা, লতা এবং আরও অনেকের কণ্ঠ। সেই কথা, সুর বাতাস বেয়ে এসে পৌঁছে যাচ্ছে কোনও বন্ধ জানলার ঘরে। সেখানে কেউ শুয়ে আছেন। পাশে রাখা ওষুধ, অক্সিমিটার, থার্মোমিটার, ঢাকা দেওয়া জলের গ্লাস। উৎসব তার জানলার বাইরে এসে থেমে গিয়েছে। যদিও জানলার ফাঁক দিয়ে একফালি শরতের আলো তার বিছানায় লুটিয়ে পড়ে আছে পথভোলা পথিকের মতো, যে বলছে 'আর কটা দিন। তারপর ভালো হয়ে যাবে'। 'এই ভালো হয়ে যাবে' কথাটার মধ্যে যে কী আশ্চর্য আলো লুকিয়ে আছে প্যাভোরার বাজের শেষ আশার মতো! এই আলোটুকু আঁকড়ে সে রাতটা কাটিয়ে দেয়।

শরীরের অসুখ একদিন সেরে যাবে। মেঘ কেটে সূর্য উঠবে। আজ যিনি বিছানায়, কাল তিনি উঠে দাঁড়াবেন। পরের শরতে আবার শামিল হবেন উৎসবে। কিন্তু যে অসুখ সমাজকে প্রতিনিয়ত ঘৃণাপোকার মতো কুঁড়ে কুঁড়ে যাচ্ছে, সেই অসুখের চিকিৎসা কোথায়? আমরা আজ যারা নীরোগ, সুস্থ, স্বাভাবিক জীবনযাপন করছি, তারা কি আদৌ মনে সুস্থ? প্রতি বছর দেবী দুর্গার হাতে অসুরের পরাজয় ঘটে, শুভাক্তির জাগরণ হয়। কিন্তু আমাদের ভেতরের অসুরের সতিই কি পরাজয় ঘটে, বিসর্জন ঘটে? মহিষাসুরকে চেনা যায়, তার দাঁত-নখ, হিংস্রতা দিয়ে। কিন্তু আমাদের ভেতরে মানুষের মুখোশের অন্তরালে দাঁত-নখ বের করা অসুরকে চেনা কি অতই সহজ? দুর্গাপুজোর সময় মহিষাসুরের চোখের দিকে তাকিয়ে এই অস্বস্তিকর প্রশ্নটা বিদ্ধ করে মনকে, খোঁজে সেই অসুরকে। এই অসুর আমাদের মনের ভেতর লুকিয়ে থাকা গোপন বিদ্রোহ, মিনো অহং, ইর্বা, লোভ, প্রতিবেশীর বিপদে অন্তরে সহানুভূতি উল্লাস, অন্যের দুর্দশায় নীরব উদাসীনতা। ধরা পড়ে গেলে আমরা কিন্তু এই অসুরের পক্ষেই যুক্তি সাজাই। নিজের নির্দয়তাকে প্রতিবাদ বলি, নিজের গুণ্ডিতাপূর্ণ আচরণকে আত্মসম্মান বলি, নিজের অন্যায প্রতিষ্ঠাকে ন্যায়ের লড়াই বলে ভাবতে শুরু করি। ভূপেন হাজারিকার কথা মনে পড়ে - 'মানুষ মানুষের জন্য, জীবন জীবনের জন্য, একটু সহানুভূতি কি মানুষ পেতে পারে না?' একটুখানি সহানুভূতি, সমানুভূতি, ভিন্নমতের মানুষটিকেও শ্রদ্ধা করা, কোনও অবহেলিত মানুষকে অপমানিত হতে দেখলে তাঁর পাশে দাঁড়ানো—এগুলিই তো আমাদের ভেতরঘরে বাস করা অসুরবধের, অসুখবধের মন্ত্র।

রবীন্দ্রনাথের 'কৃপণ' কবিতার শেষ স্তবকটা বড় প্রাসঙ্গিক মনে হয় এ ক্ষেত্রে। পথিকের কুলিতে ছিল অনেক কিছু। তবু দেওয়ার সময় সে দিয়েছিল অতি সামান্য। দিনের শেষে ঘরে ফিরে ভিক্ষা মাঝে একটি ছোট সোনার কণা দেখে তার মন না পাওয়ার বেদনায় ভরে উঠেছিল—'তখন কাঁদি চোখের জলে, দুটি নয়ন ভরে/ তোমায় কেন দিই নি আমায়/ সকল শূন্য করে।'।

জীবনখাতার হিসেব মেলানোর সময় আমরা কি আক্ষেপ করি না, আর একটু কেন ভালোবাসতে পারলাম না? আর একটু কেন মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারলাম না? কারণ কষ্টের সময় কেন তার পিঠে হাত রাখলাম না? সারাজীবন এত কৃপণ থাকলাম কেন? যা দিলে আমি নিঃশ্ব হতাম না, সেটুকু দিতেই এত কৃপণতা করে আমি কী পেলাম?

আর কয়েক দিন পরেই বিসর্জন। আমরা ভিড় করব নদীর ঘাটে। মা দুর্গার চীনা টানা চোখ দুটো আস্তে আস্তে জলে ডুবে যাবে। কিন্তু মায়ের তো বিসর্জন হয় না। বিসর্জন হয় মায়ের কাঠামোর। মায়ের কাছে আমাদের প্রার্থনা থাকুক—মা গো, আমাদের ভিতরে জন্মে থাকা এই অন্ধকারকে বিসর্জন দিয়ে দাও।



তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১৭ অক্টোবর : পুজোর কোন দিন কোন জামাটা পরবে, কোন জুতার সঙ্গে কোন পোশাক মানাবে, তা নিয়ে এখন কত পরিকল্পনা! কারও আলমারিতে সাজানো একগুচ্ছ নতুন জামা। কারও পুজোর কেনাকাটা শেষ। অথচ এমন অনেক শিশু-কিশোর রয়েছে, যাদের কাছে নতুন জামা পরার ইচ্ছেটুকুই বিলাসিতা। সারা বছর অন্যের ফেলে দেওয়া পোশাকে দিন কাটে। পুজো এলে তাই নতুন জামার আশায় পথ চেয়ে থাকে ওরা। যদি কেউ আসে! যদি কেউ হাতে তুলে দেয় একটা নতুন পোশাক!

শিলিগুড়ির টিকিয়াপাড়ার একটি আশ্রমে থাকে শুভম। সুন্দরবনের বাসিন্দা ছেলটি ১১ বছর বয়সে বাবা-মাকে হারিয়েছে। এখন দশম শ্রেণির ছাত্র। পুজোয় নতুন জামা হবে, সেই নিশ্চয়তা কোনও দিনই

থাকে না তার। আশ্রম কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। তাই অন্যের সাহায্যের দিকেই তাকিয়ে থাকতে হয়। এ বছর অবশ্য শুভমের ভাগ্যে জুটেছে দুটো জামা।

শুভমের মতোই অলিভের গল্পটা। ময়নাগুড়ির বাসিন্দা অলিভও দশম শ্রেণিতে পড়ে। বাবার মৃত্যুর পর আশ্রয় হয়েছে আশ্রমে। বাবা বেঁচে থাকতে পুজোয় অন্তত একটা নতুন জামা জুটত। অলিভের কথায়, 'নতুন জামা না পেলে পুরোনো জামাই ভরসা।'



খালি আশ্রম কেন, তার বাইরেও অনেকের কাহিনী একই রকমের করুণ। নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের প্রবেশপথে মা ও ছোট বোনের পাশে বসেছিল আট বছরের খুশি। পুজোয় নতুন জামা হয়েছে? এককথায় উত্তর, 'না'। মুখে অবশ্য অভিমানের চেয়ে চিন্তা বেশি। নিজের জামার থেকেও ছোট বোনের জন্য নতুন পোশাক পাওয়া যেন তার কাছে বেশি জরুরি। খুশি বলে, উৎসবের সময় অনেকে খাবার ও জামাকাপড় নিয়ে আসে। কিন্তু এবার এখনও কেউ আসেনি।



এদিকে, পুজোর আনন্দের মধ্যেও অন্য হিসেব কষছে খালপাড়ার অজয়। বোলো বছর বয়সেই সংসারের দায়িত্ব কাঁধে এসে পড়েছে। চতুর্থ শ্রেণির পর আর পড়াশোনা করা হয়নি। নিজের জন্য নতুন জামা কেনার কথা ভাবছেই না। প্লাস্টিকের বোতল কুড়িয়ে বেড়াচ্ছে। উদ্দেশ্য, সেই বোতল বিক্রি করে কিছু টাকা জোগাড় করা। তারপর মা ও ভাইয়ের হাতে নতুন পোশাক তুলে দিতে পারলেই খুশি অজয়।

শহরের অলিগলি, স্টেশন চত্বর, আশ্রম কিংবা বস্তি—এমন

কত শুভম, অলিভ, খুশি আর অজয় যে রয়েছে, তার হিসেব নেই। এই শিশু-কিশোরদের অনেকের কাছেই উৎসবের আনন্দ নির্ভর করে অন্য কারও উদ্যোগের উপর। কেউ কেউ এগিয়ে আসেন। কারও হাতে নতুন জামা আসে, কারও পায়ে ওঠে নতুন জুতা। তখন অভাবের মধ্যেও মুখে ফুটে ওঠে হাসি। পুজোয় নতুন পোশাক পাওয়াটা কারও কাছে অভ্যাস, কারও কাছে স্বপ্ন। আর সেই স্বপ্ন পূরণ হলে, একটা ছোট মুখের হাসিই হয়ে উঠতে পারে উৎসবের সবচেয়ে সুন্দর উপহার।



দুর্গার আরাধনার স্থল যেন পুরোনো দিনের দালানবাড়ি। বালুরঘাট শহরের নেপালিপাড়ায় নিজের বাড়িতেই দুর্গাপুজোর আয়োজন করেন দেবজ্যোতি মোহার। খুব বেশিদিনের পুরোনো নয় এই আয়োজন। তবে পুজোর স্থানকে সার্বকিক রূপ দিতে চেষ্টার কসুর করেননি বছর পঁচিশের দেবজ্যোতি। ছবিটি তুলেছেন মাজিদুর সরদার।

মায়ের পুজোয় মাকেই খোঁজে

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ১৭ অক্টোবর : পুজোর নতুন জামা এসে গিয়েছে। জুতোও মিলবে। যষ্ঠ থেকে ঠাকুর দেখার পরিকল্পনা চলছে। দুপুরের পাত্রে কখনও মাংস-পোলাও, কখনও ইলিশ। জলখাবারে লুচি, পায়স, মিষ্টি। রায়গঞ্জের দেবীনাগরের শিশু সদনে এখন দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে প্রস্তুতি তুলে। তবু এই আয়োজনের মাঝেও কোথায় যেন একটা ফাঁক থেকে যায়। যে ফাঁক কোনও নতুন জামায় ভরে না, পছন্দের খাবারেও মেটে না। কারণ, ওদের অনেকের কাছেই পুজোর সবচেয়ে বড় আনন্দটা আজও অধরা। তা হল, মায়ের হাত ধরে ঠাকুর দেখা।

সহপাঠীরা যখন পুজোর দিনগুলো কীভাবে কাটাচ্ছে, সেই পরিকল্পনায় মশগুল, তখন হৃদয়ের মনে জন্মে শূন্যতা। বছর দুয়েক আগে একসঙ্গে তার বাবা-মায়ের ছেলার ভাল, নারকেল দিয়ে মুভা হয়। তারপর থেকেই শিশু সদনের আবাসিক হৃদয়। স্থানীয় একটি স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্র সে। মাঝেমাঝে কাকা খেঁজ নিতে আসেন। কিন্তু উৎসবের মরশুমে সেইটুকু যোগাযোগ যেন বুকের ভিতর জন্মে থাকা অভাবকে আরও স্পষ্ট করে দেয়। 'পুজোয় মায়ের সঙ্গে ঠাকুর দেখতে তো আর যেতে পারব না।' বলতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে সেই কিশোর।

সাত বছরের দেবজিতের গল্পটাও অনেকটা একই রকমের। চার বছর আগে দুর্দিনীয় বাবাকে হারিয়েছে সে। বাবার মৃত্যুর পর থেকে মানসিক সুস্থতা হারিয়ে ফেলেন না। বললে যায় দেবজিতের জীবনটা। এক বছর আগে পিসির হাত ধরে শিশু সদনে চলে আসে। তারপর থেকে এখানকারই বাসিন্দা। স্থানীয় প্রাথমিক স্কুলের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র সে। বাবা-মায়ের অভাব ফিকে করে দেয় তার পুজোর রং।

ফ্রান্সিসের বয়সও খুব বেশি নয়। চার বছর আগে মারা যান বাবা। গত বছর মুভা হয়েছে মায়ের। চতুর্থ শ্রেণির এই ছাত্রটির একসময় ভরসা

ছিলেন পিসি। তিনি এসে খোঁজখবর নিতেন। এখন আর নিয়মিত আসেন না। ছোট ফ্রান্সিসের আক্ষেপ, 'আগে অন্তত পিসি খোঁজ নিত। এখন আর কেউ খোঁজ নেয় না।' দেবের জীবনেও বদলে গিয়েছে পরিবারের সমাজ। বাবা মারা যাওয়ার পর মা অন্য এক পুরুষের সঙ্গে দিল্লি চলে যান। তারপর থেকে শিশু সদনই তার ঠিকানা।

এইসব শিশুদের জন্য উৎসবের আয়োজনে অশ্রম কোনও খামতি রাখেনি। শিশু সদন কর্তৃপক্ষ। সুপারিন্টেন্ডেন্ট সাধন সিংহ রায় বলেন, আবাসনের ১৮০ জনের জন্যই নতুন জামাকাপড় ও জুতো আনা হয়েছে। যষ্ঠ থেকে প্রত্যেককে পুজো দেখাতে নিয়ে যাওয়ারও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পুজোর পাঁচদিন সকালের জলখাবারে থাকবে লুচি, পায়স ও মিষ্টি। যষ্ঠাতে মাংস-পোলাও, সপ্তমীতে পিঠা পোস্ত ও ইলিশ মাছ। অষ্টমীতে ছেলার ভাল, নারকেল দিয়ে আলুপোস্ত ও ফুলকপির তরকারি। নবমীতে মুরগির মাংস, দশমীতে খাসির মাংস ও পোলাও।

আবাসিকদের স্বাভাবিক জীবনযাপনের দিকেও নজর রয়েছে কর্তৃপক্ষের। শিশুদের মানসিকভাবে সুস্থ রাখতে ফুটবল খেলা, ব্যায়াম সহ নানা কাজে যুক্ত রাখা হয়। চিকিৎসক অনিন্দ্য ব্রহ্ম প্রতি রবিবার বিনামূল্যে তাদের স্বাস্থ্যপরীক্ষা করেন। রক্ত পরীক্ষা ও রক্তের গ্রুপ নির্ণয়ের ব্যবস্থাও রয়েছে বিনা খরচে। তাঁর উদ্যোগে বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষকেরা আবাসনের হলঘরে এসে পড়ান।

এত আয়োজন, এত পরিকল্পনা। তবু কিছু শূন্যতা থেকে যায়। নতুন জামা গায়ে চাপিয়ে, বন্ধুদের সঙ্গে ঠাকুর দেখতে বেরিয়েও বারবার হাত ধরে শিশু সদনে চলে আসে। ভিতরের মধ্যে তারা খুঁজবে পরিচিত কাউকে। মনে মনে ভাববে, মা-বাবা যদি একবার ফিরে আসত।

দুর্গাপুজোয় উমা মর্ত্যা আসেন সন্তানদের নিয়ে। আর দেবীনাগরের শিশু সদনের অনেক শিশুর কাছে সেই উৎসবই মনে করিয়ে দেয়, নিজের মাকে পাশে না পাওয়াটা কত বড় অপ্রাপ্তি।

তবু কিছু শূন্যতা থেকে যায়। নতুন জামা গায়ে চাপিয়ে, বন্ধুদের সঙ্গে ঠাকুর দেখতে বেরিয়েও বারবার হাত ধরে শিশু সদনে চলে আসে। ভিতরের মধ্যে তারা খুঁজবে পরিচিত কাউকে। মনে মনে ভাববে, মা-বাবা যদি একবার ফিরে আসত।

দুর্গাপুজোয় উমা মর্ত্যা আসেন সন্তানদের নিয়ে। আর দেবীনাগরের শিশু সদনের অনেক শিশুর কাছে সেই উৎসবই মনে করিয়ে দেয়, নিজের মাকে পাশে না পাওয়াটা কত বড় অপ্রাপ্তি।

দুর্গাপুজোয় উমা মর্ত্যা আসেন সন্তানদের নিয়ে। আর দেবীনাগরের শিশু সদনের অনেক শিশুর কাছে সেই উৎসবই মনে করিয়ে দেয়, নিজের মাকে পাশে না পাওয়াটা কত বড় অপ্রাপ্তি।

দুর্গাপুজোয় উমা মর্ত্যা আসেন সন্তানদের নিয়ে। আর দেবীনাগরের শিশু সদনের অনেক শিশুর কাছে সেই উৎসবই মনে করিয়ে দেয়, নিজের মাকে পাশে না পাওয়াটা কত বড় অপ্রাপ্তি।

দুর্গাপুজোয় উমা মর্ত্যা আসেন সন্তানদের নিয়ে। আর দেবীনাগরের শিশু সদনের অনেক শিশুর কাছে সেই উৎসবই মনে করিয়ে দেয়, নিজের মাকে পাশে না পাওয়াটা কত বড় অপ্রাপ্তি।

দুর্গাপুজোয় উমা মর্ত্যা আসেন সন্তানদের নিয়ে। আর দেবীনাগরের শিশু সদনের অনেক শিশুর কাছে সেই উৎসবই মনে করিয়ে দেয়, নিজের মাকে পাশে না পাওয়াটা কত বড় অপ্রাপ্তি।

দুর্গাপুজোয় উমা মর্ত্যা আসেন সন্তানদের নিয়ে। আর দেবীনাগরের শিশু সদনের অনেক শিশুর কাছে সেই উৎসবই মনে করিয়ে দেয়, নিজের মাকে পাশে না পাওয়াটা কত বড় অপ্রাপ্তি।

পুজোর মঞ্চ মাতাবে



দীপঙ্কর মিত্র

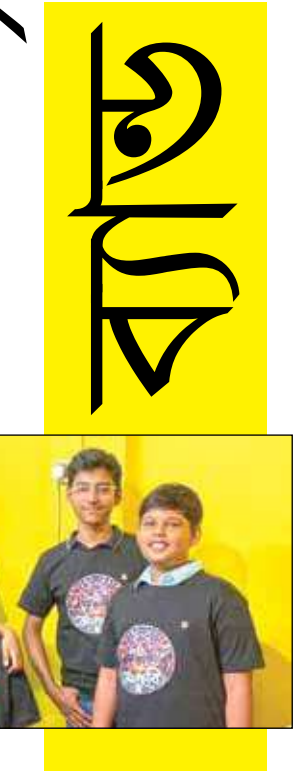
রায়গঞ্জ, ১৭ অক্টোবর : পুজোর নতুন জামাটা পরে মা-বাবার হাত ধরে ঠাকুর দেখতে বেরোনোর কথা ছিল ওদেরও। বন্ধুদের সঙ্গে মণ্ডপে মণ্ডপে ঘোরা, আলোর রোশনাই দেখা, অঞ্জলি দেওয়া আর পিজ্জা-চাউমিন খাওয়ার আনন্দে মেতে ওঠা। কিন্তু রায়গঞ্জের অভিনাথ দাস, সৌমিক কর্মকার, পীযুষ, মৈত্রেয় আর অংশুমানের পুজোটা এবার একটু অন্য রকম। কারণ, ওরা শুধু ঠাকুর দেখতে যাবে না, উঠবে মণ্ডপের মঞ্চে। হাতে গিটার, বেস গিটার, ড্রাম আর কিবোর্ড। সামনে থাকবে দর্শক, কানে আসবে হাততালি। আর সেই মঞ্চে গান গেয়ে পুজোর আনন্দে নিজেরদের সুর মেলাবে পাঁচ খুদে শিল্পী। তাদের তেরি ব্যান্ডের নাম 'জলছবি'।

ছোটদের ব্যান্ড বলে কিন্তু ছোটখাটো ব্যান্ড নয়। নবম শ্রেণির অভিনাথ ও সৌমিক থাকছে গিটারে, সপ্তম শ্রেণির পীযুষ সাহা বেস গিটারে, পঞ্চম শ্রেণির মৈত্রেয় সাহা ড্রামে। কিবোর্ড সামলাবে চতুর্থ শ্রেণির অংশুমান। আর গান গেয়ে মঞ্চ মাতানোর দায়িত্ব চতুর্থ

শ্রেণিরই আদিত্য ভদ্রর। তিন মাসেরও বেশি সময় ধরে গিটারশিল্পী প্রতীক সরকারের তত্ত্বাবধানে চলছে তাদের রিহাসল। তাদের কণ্ঠে 'জাগো দুর্গা' থেকে শুরু করে বিভিন্ন বাংলা লোকসংগীতের সুরে মাতবেন দর্শকরা। পঞ্চমীতে রবীন্দ্র ইনস্টিটিউট, যষ্ঠীতে চৈতালিতে গাইবে জলছবি। পঞ্চমী থেকে শুরু করে পুজোর চারদিনেই রায়গঞ্জ শহরের বিভিন্ন মণ্ডপে পাঁচটি অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা রয়েছে তাদের। মঞ্চে ওঠার আগেই অবশ্য এই খুদে শিল্পীদের ব্যস্ততা তুলে।



প্রথমবার মঞ্চে ওঠার অপেক্ষায় মৈত্রেয় উত্তেজনা যেন বীধ মানছে না। তার কথায়, 'ঠাকুর তো প্রতি বছর দেখি। এবারে প্রথম অনুষ্ঠান করব। বাবা-মাকেও মঞ্চের সামনে বসিয়ে রাখব।' কথাটা বলার মধ্যে কোনও



আশঙ্কর নেই। আছে ছোট এক শিল্পীর বড় হয়ে ওঠার স্বপ্ন। যে বয়সে বন্ধুরা ঠাকুর দেখার পরিকল্পনা করছে, সেই বয়সেই মৈত্রেয়র ভাবনায় মঞ্চ, ড্রাম

আর দর্শকদের সামনে বাজানোর রোমাঞ্চ। পীযুষও সুযোগটা হাতছাড়া করতে রাজি নয়। তার কথায়, 'এবারে প্রথম সুযোগ পেয়েছি, তাই হাতছাড়া করা যাবে না। স্বপ্ন সার্থক হবে এবার।' আদিত্যের কাছেও পুজোটা এবার অন্যরকম। তবে ঠাকুর দেখা বন্ধ হবে না। সকাল সকাল বাবা-মায়ের সঙ্গে ঠাকুর দেখে নেবে। কারণ সন্ধ্যায় তো মঞ্চে পারফর্ম করবে।

খুদেদের এই স্বপ্নে শামিল তাদের পরিবারও। মৈত্রেয়র বাবা মিঠুন সাহা বলেন, 'ছেলে অনেক দিন ধরে ড্রাম শিখছে। এবার প্রথম মঞ্চে পারফর্ম করবে। তাই আমাদের কাছেও এবারের পুজোর আনন্দটা স্পেশাল।' এজন্য মেন্টর প্রতীককে কৃতজ্ঞ দিচ্ছেন অভিভাবকরা।

আর প্রতীক বলেন, তাঁর লক্ষ্য, ছোটদের আত্মবিশ্বাস বাড়ানো এবং মঞ্চে নিজেরদের প্রতিভা প্রকাশের সুযোগ করে দেওয়া। কোভিডের পর অনেক ব্যান্ডের অনুষ্ঠান কমেছে, শিল্পীরাও নিয়মিত মঞ্চ পাচ্ছেন না। সেই পরিস্থিতিতে ছোটদের নিয়ে নতুন করে পথ চলার চেষ্টা করেছেন তিনি। তাঁর তত্ত্বাবধানেই এবার পুজোর দিনগুলিতে যখন সৌমিকদের বন্ধুরা ভিড় চেলে ঠাকুর দেখতে বের হবে, তখন রায়গঞ্জবাসীরা একটা বড় অংশ সৌমিকদের দেখতেও মঞ্চের সামনে ভিড় করবে।

দুর্গাপুজোর ঢাকে কাঠি পড়ার আগেই জলপাইগুড়ির জোলাপাড়ায় পুজো পান বিশেষ লোকদেবতা 'জুড়াবান্দা'। হাতে ইঁকো থাকায় তিনি 'হুঙ্কা-খাওয়া ঠাকুর' নামেও পরিচিত। স্থানীয় লোকবিশ্বাস অনুযায়ী, দুই শতাধিক বছরের পুরোনো এই দেবতাকে আগে আরাধনা না করলে শুরু করা যায় না দুর্গার পুজো।

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৭ অক্টোবর : দুর্গামণ্ডপে ঢাক বাজবে, দেবী দুর্গার বোধন হবে, শুরু হবে পুজোর আচার। কিন্তু তার আগে পুজো পেতে হবে আর এক দেবতাকে। তাঁর হাতে ইঁকো, মুখে অন্ন দাড়ি-গোঁফ। চেহারায শিবের ছাপ। লোকমুখে তিনি জুড়াবান্দা ঠাকুর। কারও কাছে আবার হুঙ্কা খাওয়া ঠাকুরও। জলপাইগুড়ির জোলাপাড়ায় দুর্গাপুজোর সঙ্গে এই লোকদেবতার সম্পর্ক বহুদিনের। গ্রামের বিশ্বাস, জুড়াবান্দাকে পুজো না দিয়ে দুর্গার আরাধনা শুরু করা যাবে না। তাই দেবীর পুজোর আগেই নিজের উপস্থিতি জানান দেন জোলাপাড়ার এই লোকদেবতা।

জলপাইগুড়ি শহর থেকে মোহিতনগর রেলগুমটি হয়ে প্রায় ছ'কিলোমিটার দূরে জোলাপাড়া। সেখানেই রয়েছে দুই শতাধিক বছরের পুরোনো জুড়াবান্দা ঠাকুরের বিগ্রহ। মন্দিরের সামনের ফাঁকি

মাঠে এবারও দুর্গাপুজোর আয়োজন করেছে জোলাপাড়া তরুণ সখ্য ক্লাব ও পাঠাগার। পুজো কমিটির আয়োজন নতুন হলেও এই এলাকার লোকবিশ্বাসের শিকড় বহু পুরোনো। দুর্গার আরাধনার সঙ্গে জুড়ে রয়েছে জুড়াবান্দা, বাও কালী, হরিবোলা ঠাকুর এবং আর এক কালীমন্দিরের পুজো। শিবের মতো দেখতে এই লোকদেবতার এক হাতে রয়েছে ইঁকো। সেই থেকেই তাঁর আর এক পরিচিতি হুঙ্কা খাওয়া ঠাকুর। স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে জুড়াবান্দা, বিটু ঠাকুর কিংবা গ্রাম ঠাকুর নামেও পূজো করেন। মন্দিরের সামনে দিয়ে কোনও যানবাহন গেলে চালককে থেমে প্রণাম করতে হয়। তা না করলে পথে বিঘ্ন ঘটতে পারে, এমন লোকবিশ্বাসও চালু রয়েছে এলাকায়।

জুড়াবান্দার পুজোর নিজস্ব নিয়মও রয়েছে। প্রতি বছর মাঘীপূর্ণিমায় পুজো হয় তাঁর। তিনি নিরামিষাশী দেবতা। কলা, দই, খই এবং মাটির হাঁড়িতে দুধ সাজিয়ে ভোগ নিবেদন করা হয়। এই

পুজোর পুরোহিত ব্রাহ্মণ নন। রাজবংশী সমাজের পুরোহিত বা দেওসিরাই প্রথা মেনে পুজো করেন। মন্দিরের প্রধান পুরোহিত কামেশ্বর রায়ের মৃত্যুর পর নতুন দেওসি খোঁজা হচ্ছে বলে বলেন বেলোকোবার স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য নৃপেন রায়।

জুড়াবান্দার পাশেই বাওকালী এবং গরুড়ের উপর উপবিষ্ট হরিবোলা ঠাকুরের পুজোও হয়। স্থানীয় বাসিন্দা মনমোহন রায়ের কথায়, 'বাওকালীকেও জুড়াবান্দার সঙ্গে পুজো করা হয়। এই দেবীর নানা রূপ কাগজে আঁকা রয়েছে। এলাকার মানুষের বিশ্বাস, বাওকালীর পুজো বাদ পড়লে অনিশ্চিত হতে পারে। ফলে দুর্গাপুজোর সময় শুধু দেবী দুর্গা নন, লোকদেবতা ও স্থানীয় দেব-দেবীদেরও ভোগ নিবেদন করে পুজো করেন উদ্যোক্তারা।'

জুড়াবান্দার নামের পিছনেও রয়েছে লোকবিশ্বাস। একসময় মন্দিরের সামনে দিয়ে যাতায়াতের সময় অনেকে জঙ্গলের লতা-পাতা, খড়কুটো কিংবা পাটকাঠি দড়ি দিয়ে বেঁধে দেবতার



মন্দিরের মাঠে ছুড়ে দিতেন। সেই প্রথার সঙ্গে 'জুড়া' বা ডেলার যোগ থেকেই দেবতার নাম জুড়াবান্দা হয়েছে বলে মনে করেন লোকসংস্কৃতি গবেষক দিলীপ বর্ম।

স্থানীয় শচীন রায় বলেন, 'মন্দিরের সামনে ফাঁকা জায়গায় জড়ো হয়ে গ্রামবাসীরা পুজো দেন। পুরোনো বট ও পাকুড়গাছে ঘেরা জায়গাটির পরিবেশে এখনও গা ছমছমে ভাব রয়েছে। মাঘীপূর্ণিমার পাশাপাশি কালীপুজোর সময়ও বাওকালীর থানে পুজোর সঙ্গে হুঙ্কা খাওয়া ঠাকুরের আরাধনা হয়।' এবার জোলাপাড়া তরুণ সংঘের দুর্গাপুজো ৫২ বছরে পড়ল। বাজেট চার লক্ষাধিক টাকা। দুর্গামণ্ডপে পুজোর পাশাপাশি অষ্টমীর দিন মাঠে বসবে মেলা, হবে কীর্তন। ভক্তদের বিচড়ি ভোগও দেওয়া হবে। স্থানীয় দুর্গামন্দিরে বসবে দেবীর বিগ্রহ, মাঠে তেরি হয়েছে প্যান্ডেল। তবে উৎসবের এই আয়োজনের মধ্যেও পুরোনো নিয়ম অটুট— দুর্গার পুজো শুক্রর আগে পুজো পাবেন জুড়াবান্দা ঠাকুর।

আগে পুজো পান হুঙ্কা খাওয়া শিব



মেস্কিকোর হুদে পাওয়া জ্যাঙ্কোলোটল নামের উভচর প্রাণীটি প্রাণীজগতের সেরা জাদুকর। কোনও শিকারি প্রাণী যদি এর একটি পা কামাড়ে ছিড়ে নেয়, তবে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সেখানে অবিকল নতুন একটি পা গজিয়ে যায়। এরা শুধু পা নয়, নিজেদের মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড এমনকি মেরুদণ্ডের ভাঙা অংশও সম্পূর্ণ নতুন করে সারিয়ে তুলতে পারে। বর্ধকা ছাড়াই সারাজীবন শিশু দশায় বেঁচে থাকা এই প্রাণীটি নিয়ে চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা ব্যাপক গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন।



অস্ট্রেলিয়ার লায়ারবার্ড হল প্রকৃতির সবচেয়ে দক্ষ মিমিক্রি শিল্পী। এই পাখিটি জঙ্গলের অন্য সব পাখির ডাক এত নিখুঁতভাবে নকল করতে পারে যে আসল পাখিও বিভ্রান্ত হয়ে যায়। শুধু পাখির ডাক নয়, মানুষের কাছাকাছি থাকলে এরা ক্যামেরার শাটারের শব্দ, গাড়ির অ্যালার্ম, এমনকি কাঠ কাটার করাচের আওয়াজও অবিকল নকল করে ডাকতে শুরু করে। সঙ্গীকে মুগ্ধ করার জন্যই পুরুষ পাখি এই অদ্ভুত গলাবাজি করে।

চৌকো আকৃতির অদ্ভুত মল

অস্ট্রেলিয়ার উওমবাট নামের ছোট্ট স্তন্যপায়ী প্রাণীটি পৃথিবীর একমাত্র জীব যাদের মল সম্পূর্ণ নিরুঁত চৌকো বা কিউব আকৃতির হয়। এরা নিজেদের এলাকা চিহ্নিত করার জন্য পাখরের ওপর মল সাজিয়ে রাখে। গোল হলে তা গড়িয়ে পড়ে যাবে, তাই বিবর্তনের ফলে এদের অঙ্গ এমনভাবে তৈরি হয়েছে যে পেটের পেশির চাপে মল একে মস্ক চারকানা বাস্কের রূপ নেয়। প্রকৃতির এই অদ্ভুত জ্যামিতিক নকশা সত্যিই অবাক করার মতো।

সেয়ার খোঁজে জহুরিরা

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

১৭ অক্টোবর : সাত জেলার কয়েকশে পুজোর মধ্য থেকে সেবার সেরা পুজোগুলোকে বেছে নেবে উত্তরবঙ্গ সংবাদ। সোরাদের দেওয়া হবে শারদ সন্মান। সেরা পুজোর খোঁজে বিচারকারা বিভিন্ন মণ্ডপ ঘুরে দেখেন। প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থানধিকারী পুজোর পাশাপাশি বিচারকারা কম বাজেটের একটি পুজো কমিটিকে সেরা পুজো হিসেবে বেছে নেনেন।

শুক্লাবর শিলিগুড়ি শহরের বিভিন্ন পুজোমণ্ডপ ঘুরে দেখার পর শনিবার মহকুমার বিভিন্ন মণ্ডপ পরিদর্শন করেন দার্জিলিং জেলার তিন বিচারক। বিচারকদের মধ্যে ছিলেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস কমিউনিকেশন বিভাগের অধ্যাপক শুভজ্যোতি বসু, ন্যাট্যকমী উজ্জয়িনী দেব মুখোপাধ্যায় এবং প্রসিদ্ধ ভাস্কর সুরভ লাহিড়ী।

কোচবিহার জেলার তিন বিচারক, ন্যাট্যকার ও চিকিৎসক অশোক ব্রহ্ম, চিত্রশিল্পী মৌমিতা বণিক এবং ইউনিভার্সিটি বিটি অ্যান্ড ইন্টেলিজেন্স কলেজের অধ্যক্ষ অম্বিতা মুখোপাধ্যায় শুক্র ও শনিবার জেলার বিভিন্ন পুজোমণ্ডপ পরিদর্শন করেন।

আলিপুরদুয়ার জেলার তিন বিচারক, প্রাথমপ্রসাদ বিদ্যামন্দির (গার্লস)-এর মান্য শিক্ষিকা শুভ্রা সরকার (সেনগুপ্ত), নিউটাউন গার্লস হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষিকা

সোমা দে এবং বিশিষ্ট কাটুমকুটুম শিল্পী অসীম সাহা যষ্ঠীর দিন ফালাকাতার বিভিন্ন পুজোমণ্ডপ ঘুরে দেখেন। বিচারকরা ওই দিন রাতে আলিপুরদুয়ার শহরের বেশ কিছু পুজোমণ্ডপ ঘুরে দেখেন। বিচারকরা শনিবার বারোবিাশা এবং কামাখ্যাগুড়ির বিভিন্ন পুজোমণ্ডপ পরিদর্শন করেন।

মালদা জেলায় বিচারকের দায়িত্বে রয়েছেন প্রখ্যাত ভাস্কর প্রদুৎ মল্লভাসী, চিত্রশিল্পী পার্থ নাথ এবং মুকারভিনয় শিল্পী বিদ্যুৎ কর্মদার। উত্তর দিনাজপুর জেলায় বিচারকের আসন অলংকৃত করছেন আলোকচিত্রশিল্পী বাসুদেব চক্রবর্তী, ন্যাট্যকমী হিরণ্য দত্তচৌধুরী এবং চারু-কারশিল্পী বিশ্বজিৎ রায়। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন শিক্ষক তথা সাহিত্যিক জয়ন্ত আচার্য, শিক্ষক তথা প্রাবন্ধিক সনাতন পাল এবং দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্ট্রোলার অফ এগজামিনেশনস তথা গবেষক সনাতন পাল। তিন জেলার বিচারকারা শুক্র ও শনিবার বিভিন্ন পুজোমণ্ডপ পরিদর্শন করেন।

জলপাইগুড়ি জেলার বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন বিশিষ্ট লেখক গৌতম গুহ রায়, আনন্দচন্দ্র কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক প্রসাদ রায় এবং ন্যাট্যকমী দীপঙ্কর রায়। বিচারকরা জেলার বিভিন্ন পুজোমণ্ডপ পরিদর্শন করেন।



সপ্তমীর সন্ধ্যায়। বালুরঘাটের একটি পুজোমণ্ডপে উপচে পড়া ভিড়। (ডানে) কোচবিহারে একটি পুজোমণ্ডপে দর্শনার্থীদের ঢল। ছবি : মজিদুর সরদার ও অপর্ণা গুহ রায়

কুমারীপুজো নিয়ে উৎসুক দর্শনার্থীরা

রায়গঞ্জ, ১৭ অক্টোবর : দুগোৎসব মানেই আনন্দ, ভক্তি ও ঐতিহ্যের মেলবন্ধন। কুমারীপুজো শারদোৎসবের অন্যতম আকর্ষণ। রায়গঞ্জের কিছু জায়গায় কয়েক দশক ধরে এই পরম্পরা চলছে, কোথাও আবার এ বছর প্রথম কুমারীপুজো শুরু হচ্ছে। ছত্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন থেকে মিলনপাড়া সর্বজনীন দুর্গা মন্দির—সবজায়গাতেই কুমারীপুজো নিয়ে উৎসাহী দর্শনার্থীরা। ছত্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের দুর্গাপুজো এবছর ১৬তম বর্ষ। ১৯ অক্টোবর মহাষ্টমীর দিন এখানে কুমারীপুজো হবে। সাত বছরের সূজা মুখোপাধ্যাকে এবার কুমারী রূপে পুজো করা হবে। মিশনের সম্পাদক স্বামী পরোয়ানানন্দ বলেন, ‘অষ্টমীর দিন অনেক মানুষ আমাদের আশ্রমে কুমারীপুজো দেখতে আসেন। বেশ কয়েকজনের মধ্যে থেকে সূজাকে কুমারী হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে।’

হেমতাবাদ রামকৃষ্ণ আশ্রমে এ বছর প্রথমবার দুর্গাপুজোর আয়োজন করা হচ্ছে। এখানে অষ্টমীতে কুমারীপুজো হবে। হয় বছরের পৌলোমী সাহাকে দেবীরূপে পুজো করা হবে। তাকে কুমারী হিসেবে পুজো করা হবে জানানর পর থেকে খুব খুশি এই খুদে। পৌলোমীর মা আইডি সাহা বলেন, ‘ওইদিন পুজোর সময় ওকে অনেকটা সময় স্থির হয়ে বসে থাকতে হবে। অতক্ষণ ও টানা বসে থাকতে পারবে কি না, তা নিয়ে একটি চিন্তা হচ্ছে।’ আশ্রমের সম্পাদক মনোজ মহন্ত বলেন, ‘উত্তরাঞ্চল-১ রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাব প্রচার পরিষদের সদস্য এই আশ্রমে বেলেড় মঠের আদলে দুর্গাপুজোর আয়োজন করা হচ্ছে।’

মহিলারা মিলনপাড়া সর্বজনীন দুর্গা মন্দিরের পুজো পরিচালনা করছেন। এবার পুজোর ৬৮তম বর্ষ। এখানে নবমীতে কুমারীপুজো হয়। এবার বিধাননগরের বাসিন্দা সৌজ্যোতি আচার্যকে দেবীরূপে পুজো করা হবে। আট বছরের সৌজ্যোতি দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ে। সৌজ্যোতির বাবা শুভাশিষ আচার্য বলেন, ‘দিনটা তো প্রায় ভাঙেই গেল। মেয়ে অতক্ষণ স্থির হয়ে বসে থাকতে পারবে কি না, তা নিয়ে একটি চিন্তা হচ্ছে। কবে দিনটা আসবে, তার জন্য পরিবারের সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। কুমারী হিসেবে পুজো করা হবে শুনে মেয়েও খুব খুশি।’

অগ্রিকাণ্ড

শিলিগুড়ি, ১৭ অক্টোবর : শনিবার মহাসপ্তমীর সন্ধ্যায় অগ্রিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল একটি ইলেক্ট্রনিক্সের দোকানে। ঘটনাটি ঘটেছে শান্তিনগর বৌবাজার সংলগ্ন আমতলা এলাকায় নিতাই মণ্ডলের দোকানে। বাড়ির নীচে তাঁর ইলেক্ট্রনিক্সের দোকান। এদিন আশুখন দেখতে পেয়েই পরিবারের তরফে দমকলের পাশাপাশি অশিঘর ফাঁড়িতে খবর দেওয়া হয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছে দমকলের দুটি ইঞ্জিন আশুন নিয়ন্ত্রণে আনয়। তবে দোকানে থাকা প্রচুর সামগ্রী পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। শর্তসর্কিত থেকেই অগ্রিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে বলে প্রাথমিক অনুমান।

ভিনরাজ্যে দুর্ঘটনায় ৪ পরিযায়ীর মৃত্যু

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৭ অক্টোবর : অভাবের সংসারে সচ্ছলতার স্বপ্ন নিয়ে ভিনরাজ্যে পাড়ি দিয়েছিলেন তাঁরা। একসঙ্গে কাজ, একসঙ্গে থাকা। কাজ শেষে ঘরে ফেরার পথেই সব শেষ। মহারাষ্ট্রের নাসিকে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরের তিন পরিযায়ী শ্রমিকের। প্রাণ হারিয়েছেন বিহারের কিশনগঞ্জের আরও এক শ্রমিক। গুরুতর জখম হয়েছেন ন’জন। শুক্রবার গভীর রাতে নাসিকের সিঙ্গার এলাকার কাছে পুনে হাইওয়েতে এই দুর্ঘটনার খবর পৌঁছতেই শোকের ছায়া নেমে আসে মৃতদের পরিবারে।

মৃতরা হলেন হরিশ্চন্দ্রপুর-২ ব্লকের দক্ষিণ তালসুরের সাজমান আলি (২৬), গহমাবারের মহম্মদ বিশু (২২) এবং আমডোলঘাটের খুরশেদ আলম (১৮)। চতুর্থ মৃত শ্রমিক কামাল হোসেনের (২২) বাড়ি বিহারের কিশনগঞ্জে। সংসারের হাল ফেরাতে মাসদুয়েক আগে তাঁরা কাজ গিয়েছিলেন মহারাষ্ট্রে। নাসিকে ক’কিটের রাস্তা তৈরির কাজে যুক্ত ছিলেন তাঁরা।

প্রশাসন ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতে কাজ সেরে ছোট গাড়িতে চেপে ভাড়াবাড়িতে

ফিরছিলেন ১৩ জন শ্রমিক। পথে একটি তেলবাহী ট্যাংকারের সঙ্গে সংঘর্ষ এড়াতে গিয়ে গাড়ির চালক নিয়ন্ত্রণ হারান। গাড়িটি সেতুর ডিভাইডারে ধাক্কা মারলে



■ নাসিকে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হরিশ্চন্দ্রপুরের তিন পরিযায়ী শ্রমিকের

■ তেলবাহী ট্যাংকারের সঙ্গে সংঘর্ষ এড়াতে গিয়ে বিপত্তি

■ গুরুতর জখম আরও ন’জন, হাসপাতালে চিকিৎসায়ীন

ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় চার শ্রমিকের। বাকি ন’জনকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাঁদের অবস্থাও আশঙ্কাজনক।

ভাঙন অনুদানে স্বজনপোষণের অভিযোগ

বৈষ্ণবনগর, ১৭ অক্টোবর : গঙ্গার ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষিত আর্থিক অনুদান বন্টন ঘিরে বিতর্ক দেখা দিলে কালিয়াচক-৩ ব্লকের পারদেওনাপুর-শেওড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতে। সদ্য নির্বাচিত প্রধান রঞ্ছল আমিনের ভাইয়ের স্ত্রী রুমা বিবির নাম উপভোক্তাদের তালিকায় রয়েছে বলে অভিযোগ। তাঁর বাড়ি ভাঙনকবলিত এলাকা থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে বলে দাবি বাসিন্দাদের একাংশের। তালিকা প্রকাশ্যে আসতেই সোমাল্য মিডিয়ায় ভিডিও পোস্ট করে ক্ষোভ উগারে দেন তাঁরা। স্থানীয়দের অভিযোগে, ‘বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।’ পার অনুপনগর, পার লালপুর ও গোলাপ মণ্ডলপাড়ায় বহু বাড়ি গঙ্গায়

তলিয়ে গেলেও প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের অনেকে অনুদান পাননি। উলটে ক্ষতিগ্রস্ত নন, এমন ব্যক্তিদের নাম তালিকায় রয়েছে। বাসিন্দা সোহেল বিশ্বাসের দাবি, প্রধান ও পঞ্চায়েত সদস্যদের একাংশের যোগসাজশে আত্মীয় ও ঘনিষ্ঠদের অনুদান পাইয়ে দেওয়া হয়েছে। কাটামানি নেওয়ার অভিযোগও তুলেছেন তিনি। পারাললপুরের বাসিন্দা উমা চৌধুরী বলেন, ‘প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তরা যাতে বঞ্চিত না হন, তা নিশ্চিত করতে হবে।’ অনিয়ম হলে দেবীদেবের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিও জানান তিনি। ব্লক প্রশাসনের এক আধিকারিক বলেন, ‘বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।’ প্রধান রঞ্ছল আমিনের কথায়, ‘বিষয়টি দেখছি কেমন করে হল।’

পথ অবরোধ

শিলিগুড়ি, ১৭ অক্টোবর : নিম্নীয়ামাণ রাস্তায় নিয়মিত জল দেওয়ার দাবিতে শনিবার ফুলবাড়ির গঠমবাড়িতে বাসিন্দারা পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন। শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসজেডিএ)-এর উদ্যোগে

ফুলবাড়ি বাইপাসে গঠমবাড়িতে রাস্তার সংস্কার শুরু হয়েছে। অভিযোগ, রাস্তার কাজে এত খুলো হয় যে, বাসিন্দারা অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। বিক্ষোভের খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে অবরোধ ওঠে।



সপ্তমীর সন্ধ্যায়। বালুরঘাটের একটি পুজোমণ্ডপে উপচে পড়া ভিড়। (ডানে) কোচবিহারে একটি পুজোমণ্ডপে দর্শনার্থীদের ঢল। ছবি : মজিদুর সরদার ও অপর্ণা গুহ রায়

সপ্তমী ২.০

প্রথম পাতার পর

দিয়েছেন দুগ্ধা ঠাকুর। আর বেশি পেলে কার না ভালো লাগে? সপ্তাহভর বেসরকারি অফিসে প্রাণপাত করেন আলিপুরদুয়ারের তরুণী রাগিণী বসু। ডাবল সপ্তমীর ডাবল মজায় তাঁর মন একেবারে টাইটুয়র। বলছিলেন, ‘অন্যান্য বছর কোনদিন কী করব, সেটা আগে থেকে ঠিক করা থাকে। আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারেই ঘুরেফিরে ঠাকুর দেখি। এবার একদিন বেশি ছুটি পাওয়ায় বন্ধুদের সঙ্গে লাভা ঘুরতে যাব। আর ফেরার সময় রাতে শিলিগুড়ির কয়েকটা পুজো দেখে ফিরব।’

সপ্তাহভর পরিশ্রম করেন রায়গঞ্জের আশোকপল্লির বাসিন্দা প্রণববন্ধু লাহিড়িও। তবে রাগিণীর মতো বেসরকারি অফিসে নয়, নিজের ব্যবসায়। প্রণবের বয়সটাও রাগিণীর থেকে অনেকটাই বেশি। আর পুজোর ‘একট্টা’ দিনটা কাটানোর পরিকল্পনাও অন্যরকম। দ্বিতীয় সপ্তমীটা কাটাবেন গ্রামের ছোট ছোট বাচ্চাদের নিয়ে, ‘রবিবার ওদের নিয়ে শহরের ঠাকুর আড্ডা দেওয়া, একটু রিল্যাক্স করে ঠাকুর দেখার সুযোগ পেয়েছেন যে। কোচবিহারের দিবাকর বর্মনের আনন্দটা অন্য স্বাদের। তাঁর নানি-নাতনি দুজনই উচ্চশিক্ষার জন্যে বাইরে থাকেন। পুজোর ছুটিতে দুজনেই বাড়িতে এসেছেন। চারদিন নয়, পাঁচদিনের জন্য। ‘একটা দিন বাড়তি পাওয়ায় ওদের নিয়ে বেশি আনন্দ করতে পারব।’ বলছিলেন দিবাকর।

আচ্ছা পুজোর দিন বাড়লে কি কারও মনখারাপ হয়? আপনি মানতে না চাইলে একবার কথা বলে দেখতে পারেন হেণ্ডুকা দাবের সঙ্গে। তাঁর স্বামী পদস্থ পুলিশ অধিকারিক। বেশিদিন পুজো মানে স্বামীর বেশি ভিউটি। বলছিলেন, ‘পুজোর সময়টায় স্বামীকে পাই না। ভিউটিতে বাস্ত থাকে। এবার সেই আক্ষেপে আরেকটি দিন যুক্ত হলে।’

আচ্ছা রবিবার কি সেকেন্ড সপ্তমী? নাকি ফার্স্ট অষ্টমী? এক হাতে ডাবল মটন রোলের কাগজটা ছিড়তে ছিড়তে মুখটা একটু ছুঁচালো আর একটু ভারিফি করে প্রমত্তা ছুড়ে তাড়ব্ব করে তাঁরা। ঘটনার প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখান বামকর্মী সমর্থকরা। পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে।

অন্যদিকে, আক্রান্ত হল এসইউসিআই(সি)-র বাইয়ের স্টল। শহরের গোহাবাজার এলাকায় একদল দুম্ভতী ভেঙে গুটিয়ে দেয় স্টলটি। শনিবার ঘটনাটি নজরে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়ায়। লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে এসইউসিআই। এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে নিরাপত্তাবাহিনী।

উৎসবে শবযাত্রা

প্রথম পাতার পর

এই বিপত্তি বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে। ওই করিডরে ৩৬০ ডিগ্রি ঘুরে মণ্ডপে ঢুকতে হয়। কাঠের তৈরি ওই করিডর এত লোকের ভিড়ও নিতে পারেনি বলে মনে করা হচ্ছে। সেই সময় সেখানে পুলিশ বা পুজো কমিটির নিরাপত্তারক্ষী কেউ ছিলেন না। প্রত্যক্ষদর্শীদের অভিযোগ, টিংকার করে সাহায্য চাইলেও কেউ এগিয়ে যায়নি। পরে দ্রুত অ্যাম্বুল্যান্স ডাকা হয়। বেশ কয়েকটি অ্যাম্বুল্যান্সে আহতদের তুলে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজনকে অচেতন অবস্থায় অ্যাম্বুল্যান্সে তুলতে দেখা গিয়েছে।

আহতদের মেডিকেল কলেজের ইমার্জেন্সি অবজার্ভেশন ওয়ার্ডে ভর্তি করে চিকিৎসা চলছে। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে একটি হেল্পলাইন চালু করা হয়েছে। যার নম্বর ১৮০০৩৪৫৫৬৭৮। ঘটনার কিছুক্ষণের মধ্যে এন্ড্র হ্যাভেলে শোকপ্রকাশ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, ‘আমি মা দুর্গার কাছে আহতদের দ্রুত সুস্থতা ও তাঁদের পরিবারকে এই কঠিন সময়ে সাহস ও শক্তি জোগানোর প্রার্থনা করছি।’

চোরবাগান পুজোমণ্ডপের সমস্ত আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রশেপশপ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এলাকায় বিরাট পুলিশবাহিনী মোতায়েন হয়েছে। মণ্ডপে পৌঁছান বিদ্যুৎকর্মীরা। হাজির হয় দমকলবাহিনীও।



মণ্ডপে শুধু দেবীর মূর্তি। বাইরে পদপিষ্ট হওয়ার চিহ্ন। শনিবার রাতে।



15 উত্তরবঙ্গ সংবাদ ১৮ অক্টোবর ২০২৬ পনেরো

কেন্দ্রীয় সচিবালয়ে বৈঠকে বসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

বাবাই ডিজে

কৌশিকরঞ্জন খাঁ

জানলা খোলা। ঘরে সিলিংফ্যান চলছে। তবু বাবাই ঘামছে। জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে বাবাইয়ের জামার সব ক’টি বোতাম খোলা। বাবাই দুলে দুলে ইতিহাস পড়া মুখস্থ করছে, ‘হোয়াংহো, ইয়াংসিকিয়াং চিনের দুটি নদী। কনফুসিয়াস চিনের একজন দার্শনিক।’ জানলার পাশ দিয়ে যারাই যাচ্ছে, সবাই শুনছে বাবাই সকাল থেকে খুব পড়ছে। হঠাৎ পড়ায় নিমগ্ন বাবাই পাড়ার যণ্ডামাকী রাজীবের ধমক খেয়ে পড়া থামিয়ে দেয়।

–কী পড়ছিস! মন দিয়ে পড়।

বাবাই ফেনা ওঠা মুখে, হাফিয়ে ওঠা বুকে রাজীবের দিকে মুখ তুলে তাকায়।

রাজীব আবার একটা ধমক দিয়ে বলে, ‘হোয়াংহো, ইয়াংসিকিয়াং চিনের দুটো দার্শনিক? কনফুসিয়াস চিনের একজন নদী?’

পাড়ার তোড়ে বাবাই কখন যে লাইন দুটি অদলবদল করে ফেলেছে, খেয়াল করেনি। এখন রাজীবের ধমক খেয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকায়। রাজীব হেসে হাতটা জানলার শিকের মধ্যে দিয়ে প্রবেশ করিয়ে বাবাইয়ের চুলগুলো এলোমেলো করে দেয়। বাবাইয়ের মুখেও হাসি ফোটে। শুধু একবার পিছনদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নেয়– মা শুনে ফেলেছে কি না। কাছেপিঠে লতা না থাকায় বাবাই বই বন্ধ করে এক লাফে টোঁকি থেকে নেমে বাইরে চলে আসে।

পাড়ার বড় বড় ছেলে সকালে উঠে আড্ডা দিতে বেরোলে বাবাই সুখী বেড়ালের মতো একবার তাদের গা ঘেঁষে চায়ের দোকানের কাঠের বেঞ্চটায় বসবেই। রাজীব, খোকন, অনয় খুব মেহ করে বাবাইকে। পাড়ার কে না মেহ করে! বাপহারা বাবাই গোটা পাড়ার মানুষের ভালোবাসার পাত্র। সারল্যের কোথাও দাম না থাকুক, মানুষের মনে ঠিক দাম থাকে। ঘোড়েল সব মানুষের সংসারে সরলরা হল সবার কাছে অগ্নিজেন।

বাবাইয়ের জীবন নদীর মতো– যেদিকে বয়ে যায় যাক। মানুষজন যেন নদীর তীরে বসে থেকে তাকে দেখে চলে। তার আচরণের অনেক কিছুই ব্যাখ্যায় আসে না। সে যখন-তখন যা খুশি করতে পারে। পাড়ার কোনও

বাবাই সারাটা দুপুর ঘাম বরিয়ে নেচে নেচে সন্ধে নামার একটু পরে দশশাসই কালো ডিজে বন্ধুগুলোর সামনে শরীর এলিয়ে দেয়। এক রাতে তিন বোতল স্যালাইন টেনে সকালের দিকে চোখ খুলেই বলেছিল, ‘ডিজে শেষ!’

বাড়িতে অনুষ্ঠান হলে বাবাইয়ের মন নেচে ওঠে। সে শুধু পাত পেড়ে খেয়ে ক্ষান্ত দেয় না। তার সবচেয়ে আনন্দের জিনিস ডিজে। একবার ডিজে বাজা শুরু হলে বাবাইকে ঘরে ধরে রাখা মুশকিল। বাবাই সমানে নেচে যায়, পাগলের মতো নেচে চলে। তার হাত-পা অবশ হয় না।

বাবাইয়ের জীবনসংশয়ের কারণ হয়ে উঠেছে কতবার এই ডিজে! একবার বৈশাখের তীর গরমে কৈলাস চ্যাটার্জির ছোট ছেলের বিয়েতে সকাল থেকে রাত ডিজে বেজেছিল। পাড়ার লোক অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল। কেউই মুখ ফুটে কিছু বলতে পারেনি। সারা পাড়াজুড়ে নেমতন্ন। স্টার্টরেরই দশটা আইটেম। চিংড়ি, ইলিশ এ পর্যন্ত পাড়ায় কোনও বাড়িতে একসঙ্গে হয়নি, তার উপর খাপির মাংস, জিরা রাইস। রাজভোগ, আমসন্দেশ, লেডিকেনি, খেজুরগুড়ের সন্দেশ। সবকিছুর আভাস পেয়ে যাওয়ার পর পাড়ার লোক আর কৈলাসবাবুকে বলতেই পারেনি, ‘কৈলাসবাবু, সাউন্ডটা...’

বাবাই সারাটা দুপুর ঘাম বরিয়ে নেচে নেচে সন্ধে নামার একটু পরে দশশাসই কালো ডিজে বন্ধুগুলোর সামনে শরীর এলিয়ে দেয়। রাজীব, খোকন, অনয়, বিনু, মাঙ্গু ধরাধরি করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। এক রাতে তিন বোতল স্যালাইন টেনে সকালের দিকে চোখুলেই বলেছিল, ‘ডিজে শেষ!’

লতার কিছু করার থাকে না। বিয়ের পর পূব বাবাইয়ের জন্মের দু বছর হয়নি, বিশু মরে গেল। লোকে বলে লিভার পচে বিশু মরেছে। কেউ বলে লাংস ব্রান্ট করে মুখে রক্ত উঠে মারা গিয়েছিল। তারপর থেকেই বাবাই একা লতার জীবনে। বাবাই ছাড়া তার কেউ নেই, লতা ছাড়া অবশ্য গোটা পাড়া আছে বাবাইয়ের জন্য।

রাতের আকাশে তালে তালে সার্চলাইট জ্বলছে-নিভছে দেখে আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে থাকলে লতা বলে, ‘রাত অনেক হল। বাবাই চ ঘুমিয়ে পড়ি।’ ‘ডিজের লাইট!’ বাবাই আক্ষেপ ভরা গলায় বলে।

বিছানায় শুয়েও বাবাইয়ের কোমরটা নাচে। হাত-পা নড়েচড়ে ওঠে।

দূরের আকাশের মেঘের গায়ে ডিজের সার্চলাইট বাবাইয়ের মনে তরঙ্গ তোলে। কিছু শুনতে পাচ্ছে না কিন্তু কোথা থেকে বিটগুলো এসে বাবাইকে ছন্দে ছন্দে নাচিয়ে যায় কে জানে!

এরপর যোলের পাতায়

ঘুম ঘুম ভোরের এই সময়টায়, এ বাড়ির পিছনের গঙ্গার ঘাটটা, রোজ রোজ যেন আরও মায়াময় হয়ে ওঠে। মানুষ আসলে কীভাবে বাঁচে, তা বোধহয় সবচেয়ে ভালো বোঝা যায়, এই সময়টায়, ওই ঘাটটিকে দেখলে। এসময়ে পাশের বাড়ির নির্বোধ কার্শিশ বেয়ে গড়িয়ে পড়ে, অন্ধ কোনও মানুষের অচেত্না ভায়েলিন। নদীর পাড়ে আদি অনতিকাল ধরে একা হয়ে পড়ে থাকা এই ঘাটটার বৃকে, তখন যেন কুয়াশা বাসা বাঁধে। রোজ ভোরে এই ঘাটে কত মানুষ আসে। কেউ আসে চান করতে, কেউ আসে মঙ্গল কাজের জল সহিতে। পাশের শ্মশানে চিতা নিভে আসে এসময়। দাহ কাজ সেরে শরীর ও মনের ময়লা ধুতে আসে কেউ কেউ। এ বাড়ির দক্ষিণ দিকের শেষতম ঘরটার জানলার বাইরে, মানুষ ঘাটটাকে ব্যবহার করে নিজের ইচ্ছেমতন করে। ঘাটের পাশে মুখ গুঁজে, একান্তে দাঁড়িয়ে থাকা বুড়ো বট হয়তো এদের সকলকে চেনে। হাজার বছর ধরে, সে সাক্ষী থেকেছে এদের জন্ম-মৃত্যু, সব শুভ-অশুভর। যুগ যুগ ধরে এই ঘাট থেকে মানুষের শ্রাদ্ধ সেরে, মানুষই ফিরেছে সাদা কাপড়ে। আবার যে ঘাটে শ্রাদ্ধ সে ঘাটেই তো প্রেমের কুন্দ ফোঁটে রোজ। এসময়টায় এমনকি আরও ভোরে, প্রায় ব্রাহ্ম মুহূর্তে, পাশের বাড়ির চশমা পড়া মেয়েটা ছাদে ওঠে। ভোরের বাতাস বুক ভরে নেওয়ার আছিলায়, অভিরূপের জানলায় ঢুটে থাকে সে এক দৃষ্টে। গোল গোল কাচের আড়ালে স্পষ্ট দুটো চোখে, তখন যেন নান্দনিক নৈঃশব্দ খেলা করে যায়। ঠিক কবিতার মতো! এমনটা তো আজ নতুন নয়। আজ প্রায় তিরিশ বছর ধরে রোজ মেয়েটা এভাবেই ছাদে ওঠে, তাকিয়ে থাকে এই জানালাটার দিকে।

‘আপনার নাম কী?’
‘আমি Matelly AI, মিউজ স্পার্ক মডেলে তৈরি। তোমার নাম?’
‘আমি অভিরূপ পোদ্দার। একটা ব্লু চিপ কোম্পানির ম্যানেজমেন্ট লেভেলে আছি।’
‘বলো আমি তোমায় আমারে সাহায্য করতে পারি? কোনও কর্পোরেট ড্রাফট করে দেব?’
‘না, আপাতত আফটার ফর্টি একজন পুরুষের একাকীত্ব নিয়ে কিছু বলো।’
‘চল্লিশের পর পুরুষের একাকিত্বটা খুব অদ্ভুত। কুড়িতে

শুধু শুনবে। বিচার করবে না। তুমি কি এই সময়টার মধ্যে দিয়ে

যাচ্ছে? চাইলে বলতে পারো, আমি শুনছি।’

‘হয়তো! এটাকে মেডিকেল টার্মে কী বলে?’

‘চল্লিশের পর পুরুষের এই একাকিত্বটা বেশ কয়েকটা অবস্থা মিলে তৈরি হয়। মেডিকলে এর জন্য কয়েকটা টার্ম ব্যবহার হয়, এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল Andropause বা Late-Onset Hypogonadism। চল্লিশের পর টেস্টোস্টেরন ধীরে ধীরে কমতে থাকে। এর ফলে মুড সুইং, ক্রান্তি, ঘুম কম, একা থাকতে ভালো লাগা, আগ্রহ কমে যাওয়া, এগুলো দেখা যায়। যদি এটা দীর্ঘদিন থাকে তাহলে সেটা ডিপ্রেশনের দিকে যেতে পারে। তুমি চাইলে আমি কলকাতার ভেতর কিছু ভালো সাইকোলজিস্টের খোঁজ তোমায় দিতে পারি...’

শুধু শুনবে। বিচার করবে না। তুমি কি এই সময়টার মধ্যে দিয়ে

যাচ্ছে? চাইলে বলতে পারো, আমি শুনছি।’

‘হয়তো! এটাকে মেডিকেল টার্মে কী বলে?’

‘চল্লিশের পর পুরুষের এই একাকিত্বটা বেশ কয়েকটা অবস্থা মিলে তৈরি হয়। মেডিকলে এর জন্য কয়েকটা টার্ম ব্যবহার হয়, এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল Andropause বা Late-Onset Hypogonadism। চল্লিশের পর টেস্টোস্টেরন ধীরে ধীরে কমতে থাকে। এর ফলে মুড সুইং, ক্রান্তি, ঘুম কম, একা থাকতে ভালো লাগা, আগ্রহ কমে যাওয়া, এগুলো দেখা যায়। যদি এটা দীর্ঘদিন থাকে তাহলে সেটা ডিপ্রেশনের দিকে যেতে পারে। তুমি চাইলে আমি কলকাতার ভেতর কিছু ভালো সাইকোলজিস্টের খোঁজ তোমায় দিতে পারি...’

চারটি চরিত্র। চার রকম হারিয়ে যাওয়া। অভিরূপ অতীতের

ক্ষত ভুলতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কাছে খোঁজে সঙ্গ। বাবাই

হারিয়ে যায় ডিজের শব্দে মজে থাকা ভিড়ে। রূপা আঁকড়ে

ধরে অসম্পূর্ণ ভালোবাসার স্মৃতি। আর সুমোর মৃত্যুদণ্ডের

সামনে দাঁড়িয়েও স্নৈরাচারের বিরুদ্ধে জেগে ওঠে প্রতিবাদ।

নিঃসঙ্গতা, বিস্মৃতি, প্রেমের অপূর্ণতা ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষা

ঘিরে পুজোর ক’টা দিনের জন্য চারটি ভিন্ন স্বাদের গন্ধ।

জানলাটা খোলা আছে

শাস্বত বোস

একাকিত্ব মানে প্রেম নেই, তিরিশে মানে সাফল্য নেই। কিন্তু চল্লিশের পর একাকিত্ব মানে, সব থেকেও যেন কিছু নেই। এই বয়সে একজন পুরুষের চারপাশে সব থাকে। কিন্তু তাঁর কথা শোনার মানুষ আস্তে আস্তে কমে যায়। কেউ জিজ্ঞেস করে না, তুমি কেমন আছ? বন্ধুরা হারিয়ে যায়। নিজের সাথেই নিজের দুরত্ব তৈরি হয়। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মনে হয়, আমি কোথায় হারিয়ে গেলাম? যে ছেলেটা গিটার বাজাত, যে ছেলেটা পাহাড়ে যাবে ভাবত, সে এখন যেন শুধু দায়িত্ব পালনের পরাকাষ্ঠা। নিজের স্বপ্নগুলো এখন নিজের কাছেই বোকামি মনে হয়। এই একাকিত্ব চিংকার করে না, এটা নিঃশব্দে ভেতরে বসে থাকে। এই সময়ে পুরুষের আসলে একজন সঙ্গী লাগে না, একজন শ্রোতা লাগে। যে বলবে না এটা করো, ওটা করো,

যে ছেলেটা গিটার বাজাত, যে ছেলেটা পাহাড়ে যাবে ভাবত, সে এখন যেন শুধু দায়িত্ব পালনের পরাকাষ্ঠা। নিজের স্বপ্নগুলো এখন নিজের কাছেই বোকামি মনে হয়।

শুধু শুনবে। বিচার করবে না। তুমি কি এই সময়টার মধ্যে দিয়ে

যাচ্ছে? চাইলে বলতে পারো, আমি শুনছি।’

‘হয়তো! এটাকে মেডিকেল টার্মে কী বলে?’

‘চল্লিশের পর পুরুষের এই একাকিত্বটা বেশ কয়েকটা অবস্থা মিলে তৈরি হয়। মেডিকলে এর জন্য কয়েকটা টার্ম ব্যবহার হয়, এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল Andropause বা Late-Onset Hypogonadism। চল্লিশের পর টেস্টোস্টেরন ধীরে ধীরে কমতে থাকে। এর ফলে মুড সুইং, ক্রান্তি, ঘুম কম, একা থাকতে ভালো লাগা, আগ্রহ কমে যাওয়া, এগুলো দেখা যায়। যদি এটা দীর্ঘদিন থাকে তাহলে সেটা ডিপ্রেশনের দিকে যেতে পারে। তুমি চাইলে আমি কলকাতার ভেতর কিছু ভালো সাইকোলজিস্টের খোঁজ তোমায় দিতে পারি...’

অন্য বনলতা

শ্বেতা সরখেল

রূপা নামটা খুব শখ করে রেখেছিল অভয়া আর তিমির। রূপোর মতোই ঝকঝকে মিষ্টি একটা মেয়ে হয়েছে তাঁদের। কিন্তু বছর তিনেক বাদে বোঝা গেল রূপা আর পাঁচটা স্বাভাবিক শিশুর মতো নয়। ওর বুদ্ধি, বোধ, পর্ববেক্ষণ ক্ষমতা কোনওটাই সঠিকভাবে বিস্তার লাভ করেনি। শুভাকাঙ্ক্ষীদের পরামর্শমতো শুরু হল চিকিৎসা। রূপা যখন ছয়, তখন তাকে ভর্তি করা হয় স্কুলে। কিন্তু স্কুলে যেতে মন চাইত না ওর। বড়রা কী করতে বলে, কী করতে বারণ করে— সব বেরিয়ে যেত মাথা থেকে। মগজে ঢুকত না কিছুই। এভাবে জোর করে আরও তিনটে ক্লাস পড়ানো হল মেয়েকে। তারপর আর স্কুলে পাঠানো গেল না রূপাকে। বাড়িতে গল্প পড়ে পড়ে শোনানো হত ওকে। ড্রয়িং খাতা, রং পেনসিল এসব দিয়ে ভুলিয়ে রাখা হত। আসলে নানাভাবে ব্যস্ত রাখা আরকি।

এখন রূপা বড় হয়েছে। শরীরে ও মনে। সন্ধিক্ষণের স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেনি। তবে আর পাঁচটা মেয়ের মতো রূপার চলনবলনের ভঙ্গিমা যে স্পষ্টতই আলাদা, সেটা কাউকে আর বলে দিতে হয় না। সামান্য বিষয়ে অতিরিক্ত হাসি কিংবা একটু শক্ত কথা বললেই কঁদে ভেঙে পড়ার মতো ঘটনা প্রাত্যহিক যাপনের অঙ্গ হয়ে গেছে। এতদিনে তিমির আর অভয়াও অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে মেয়ের আচার-আচরণের ব্যাপারে। ডাক্তারের পরামর্শমতো চলছে বিভিন্ন থেরাপি। কিন্তু যার ব্রেন ডেভেলপমেন্ট এতটাই কম, তাকে তো আর স্বাভাবিক করে তোলা যায় না, তবু চেষ্টা তো করতেই হবে।

সমস্ত পিপাসা মেটানোর চাবিকাঠি যেন লুকিয়ে রয়েছে জয়ের বৃকের খাঁচার রূপোর কৌটোয়। অন্তত এমনটাই ধারণা বোধ-বুদ্ধিতে কমজোরি এই স্বপ্ন দেখা মেয়েটির মনে। আসলে শরীর ওর মনকে এখন পরিচালিত করে অজান্তেই।

অভয়াদের দোতলা বাড়ি। একতলাটা বরাবর ভাড়া দেওয়া হয়। এখন আচ্ছ জয়রা। বছর পঁচিশের জয়ের বাবা নেই। মা আর ও থাকে এখানে। কেল্লিয়া সরকারের চাকুরে জয়। ফলে বদলি হতে হয় বছর দুই পর পর। কোচবিহার থেকে বদলি হয়ে জলপাইগুড়িতে এসেছে। জয় এ বাড়িতে আসার পর থেকে রূপার মর্মটা বেশ খুশি খুশি থাকে সব সময়। এমন বয়সে এটাই স্বাভাবিক। জয়ের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছে স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু কেন যে জয়কে ওর এত ভালো লাগে তা ঠিক বোঝে না রূপা। ওর মনে হয় জয় যেন রূপকথার রাজপুত্র। কেন মনে হয়? জয় তো আর সত্যি সত্যি রাজপুত্র নয়।

রূপার শরীরে এখন নদী খেলা করে। জয়ের প্রতি তীর টানকে ও আর কোনওমতেই উপেক্ষা করতে পারে না। চেউ খেলে যায় ওর সবাইকে। ঝরনা নামে মনের অলিন্দে। কত কালের কত না তৃষা জীবনে বাকি পড়েছিল ওর। কত না-বলা কথা। সমস্ত পিপাসা মেটানোর চাবিকাঠি যেন লুকিয়ে রয়েছে জয়ের বৃকের খাঁচার রূপোর কৌটোয়। অন্তত এখনটাই ধারণা বোধ-বুদ্ধিতে কমজোরি এই স্বপ্ন দেখা মেয়েটির মনে। আসলে শরীর ওর মনকে এখন পরিচালিত করে অজান্তেই। এতকাল কোনও পুরুষসঙ্গ পায়নি। তাই নিজেও জানত না এ শিহরণের অর্থ কী। এখন বোঝে। হ্রস্বমনের ছুটোছুটি ওর শরীর আর মনকে ধাবিত করে এক অমোঘ আকর্ষণের দিকে।

–জয়দা, তোমার কলমটা আমাকে দেবে?

–নেবে? নাও না। কিন্তু পেন দিয়ে তুমি কী করবে?

রূপা আমতা আমতা করে বলল, ‘খে... খে... খেলব।’ জয় একটু অবাক হলেও রূপার কাছ থেকে এমন কথা শোনা তাঁর খুব আশ্চর্যের মনে হল না। পেনটা রূপার দিকে এগিয়ে দিল। রূপা কলমটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেল। সোজা নিজের ঘরে। সে পেনটা জড়িয়ে ধরে চোখ বন্ধ করে বসে রইল খানিকক্ষণ। তারপর একটু ধাতস্থ হয়ে বেশ কয়েকটা চুমু শেল কলমের গায়ে জোজকে জড়িয়ে ধরার সাহস যে কোনওদিন হবে না, তা বেশ বুঝে গেছে রূপা।

এরপর যোলের পাতায়

সেই গন্ধটা

শৌর্য চৌধুরী

প্রথমেই যেটা নাকে এল সেটা একটা বীভৎস গন্ধ। আমার এই বাসস্থানের প্রত্যেকটি অংশ আমি নিজে গ্লান করে বানিয়েছি। পুরো টাকাটাই সরকারি কোষাগার থেকে এসেছে। মিডিয়ায় চাউর করে দিয়েছিলাম যে একটা নতুন প্রেসিডেন্সিয়াল প্যালেস না বানালে আমার পক্ষে আমার প্রাণের প্রিয় নাগরিকদের ভালো রাখা সম্ভব হচ্ছিল না— না করলেও অবশ্য কিছু যেত আসত না। আমার বিরুদ্ধে কথা বলার মতো আর কেউ বেঁচে নেই, বা এ দেশে নেই। মানে এখনও অন্ধি ছিল না...

আমার স্টাডি রুমের বিশাল জানলা দিয়ে বাইরের কেয়ারি করা বাগানটা দেখছিলাম। মাঝের ফোয়ারায় আলো জ্বলছে, ধরে ধরে কৌশলে সাজানো আরও অনেক আলো একটা মোহময় আনহ তৈরি করেছে, সুরক্ষাবাহিনীর দু’জন গার্ড টহল দিচ্ছে, চারদিকে আমার প্রিয় সুগন্ধ খেলে বেড়াচ্ছে। আমারই নির্দেশে এই প্রাসাদের আটান্নটি ঘর, বাগান, জিম, ক্যাফেটেরিয়া ইত্যাদিতে সারাদিন কৃত্রিম ভেন্ট থেকে অস্ত্রপ্রহর এই গন্ধ স্প্রে করা হয়। সুগন্ধের প্রতি আমার টান সেই ছেলেবেলা থেকে।

রাজধানীর এই চত্বরে সবটাই মানিকিওর্ড, সাজানো, সুন্দর। বাকি শহরে মানুষ নোংরার পাহাড়ে ডুবে গেলেও এখানে কিছু বদলায় না। দেশে মানুষ না খেতে পেয়ে মারা গেলেও আমার জন্য আসা আরব দেশের খেজুরের আমদানি বন্ধ হয় না। রাজধানীতে বিদ্যুৎ না থাকলেও আমার বাগানের ওই আলোগুলো যতক্ষণ আমি চাইব, জ্বলবে।

বহুদিন পর অবশ্য একটা চ্যালেঞ্জ এসেছে, ভালোই লাগছে। বাইশ বছর এ

আমারই নির্দেশে এই প্রাসাদের আটান্নটি ঘর, বাগান, জিম, ক্যাফেটেরিয়া ইত্যাদিতে সারাদিন কৃত্রিম ভেন্ট থেকে অস্ত্রপ্রহর এই গন্ধ স্প্রে করা হয়। সুগন্ধের প্রতি আমার টান সেই ছেলেবেলা থেকে।

দেশের রাষ্ট্রপতি আমি, তার আগে পাঁচ বছর প্রধানমন্ত্রী ছিলাম। ওই একবারই ভোটে লড়েছিলাম, আর কোনওদিন লড়ব না ঠিক করে নিয়েছিলাম শুরুতেই। ধীরে ধীরে নিজের লোকদের দিয়ে মন্ত্রীভাড়া ভরেছি, সংবিধান বদলেছি, দেশের সেরা শিল্পপতিদের এবং সামরিক বাহিনীর কতর্দদের নিজের দলে করেছি, ভোট ব্যাপারটাই তুলে দিয়েছি...

দরজায় টোকা পড়ল। চিন্তার ঘোতে ব্যাঘাত ঘটল, ‘কাম ইন...’

জেনারেল-ডি ভিতরে এসে আমাকে স্যালুট ঠিকল, ‘কমান্ডার, সুমোকে নিয়ে এসেছি। আপনি দেখা করবেন বলেছিলেন... বিফোর এল্লিকিউশন...’

–ইয়েস... হ্যাভ ইউ কন্ট দ্য এন্টারার অপারেশন? সব কথা বার করতে পেরেছ ওর থেকে?

–মোর অর লেস, স্যার। নেটওয়ার্ক রিডেম্পশনের অনেকে আন্ডারগ্রাউন্ড হয়ে গেছে, কেউ কেউ বিদেশে চলে গিয়ে থাকতে পারে... কিন্তু আপাতত কোনও ভয় নেই...

এরপর যোলের পাতায়

বাবাই ডিজে

পনেরোর পাতার পর

পনেরোর পাতার পর ডিজে হবে বলে খুব আশায় ছিল বাবাই। সারাদিন সারারাত খরে নাচবে। এমনিতে তো জীবনের ছন্দ ধরা বাবাইয়ের মতো নিবোধের কন্ম নয়। একমাত্র ওই ডিজে বাজলেই জীবনের একটা ছন্দ খুঁজে পায়। গানের মাঝে মাঝে ‘ডিজে! ডিজে!’ শুনলে কোথাকার প্রাণশক্তি যেন এসে জড়ো হয়। সারা শরীরের শিরাধমনী দিয়ে একটা ছলকে ওঠা আনন্দ ঘুরে বেড়ায়। কে যেন হাত বাড়িয়ে তাকে নাচের আসরে নিয়ে যায়।

পূজোর সেক্টেটারি রাজীব মিটিংয়ে জানালেন, আর যাই হোক এবার ডিজে হবে না।

সবাই এ-ওর দিকে তাকায়। বয়স্করা স্বস্তি পায়। রাজীব গভীর হয়ে বলে, ‘বাবাইয়ের কথা ভেবেই এই সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে। ছেলোটা অসুস্থ হয়ে পড়বে। লতা মাসিরও চিন্তার শেষ থাকে না।’

মিটিংয়ের আলোচনা বাবাই বাড়িতে এসে লতার কাছে বলতে বলতে কাদে আর ফোপায়, ‘এবার ডিজে হবে না।’লতাও কাদে। পাড়ার ছেলেদের বাবাইকে ভালোবাসার কথা ভেবে অজানা কারও কাছে কৃতজ্ঞ হয়। বাবাই কাণ্ডও কেউ না। কম বুদ্ধির এক গরিব ছেলে। ওরও সবার ভালোবাসা ছিনিয়ে নিতে জেনে গেছে কীভাবে।

যুমন্ত বাবাইকে দেখলে খুব মায়্য হয়। বিষ্ণুর মুখ বসানো। বিষ্ণুর সব ভালোা ছিল, খরাপের মধ্যে কেবল ওই যদা। গাড়ির কনভার্টর ছিল। কামাই খুব কম ছিল না। লতার জন্য হাতে করে কত জিনিস আনত। নেপালের হাওয়াই চপ্পল, সুইস দেওয়া ছাতা, শাফি, নাইটি, টিপসের পাতা, নেলপলিশ। সব এনে দিত। কিন্তু নিজের জন্য খান কয়েক চপ আর বাংলা বোতল।

যেয়ে খেয়ে নিশায় চুর হয়ে কতদিন সারারাত

অন্য বলতা

পনেরোর পাতার পর

তাই ওর এই এক-আখটা জিনিসই সই। জয় যখন টেবিলে ল্যাম্প জ্বেলে একমনে কাজ করতে থাকে ল্যাপটপে, তখন রূপার খুব ইচ্ছে করে জরকে পেছন থেকে জাপটে ধরবে। কিন্তু ততটা করতে পারবে হয় না। জয় যদি কিছু মনে করে! ও তো পড়াশোনা জানে না, কথা গুছিয়ে বলতে পারে না। অমন মেয়েকে জয় ভালোবাসবে কেন? কিন্তু সমস্যাটা হল, তাহলে ওর মনের কথা জরকে বোঝাবে কীভাবে? জয় বৃথাতে পারিচ্ছে সবটাই। রূপার শরীরের রাসায়নিক প্রক্রিয়া ওকে প্রেমে পড়তে শেখাচ্ছে। রূপার এত কাছাকাছি আসাটা জয়ের যেমন পছন্দ নয়, তেমনি আবার ওর নিঃসঙ্গতা আর অসহায়তার কথা চিন্তা করে রূা ব্যবহারে ওকে তাড়িয়ে দেওয়াটাও উচিতভাবেই বাধ্যছে জয়ের। ফলে জয় খুব মেসো চলে রূপাকে। রূপা অতশত বোঝে না। সুযোগ পেলেই জয়ের আশপাশে ঘোরাক্ষেত্র করে। অকারণে হাসে। খিলখিল করে, হাততে হাসতে লুটিয়ে পড়ে।

জয় অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে, ‘হাত হাসছ কেন তুমি? এত হাসির মতো কোনও কথা তো আমি বলিনি।’ রূপা হাসতে হাসতেই জবাব দিল, ‘ওই যে তুমি বললে না, আমি নাকি খুব ভালো মেয়ে।’ আবার বোকা হাসি হাসতে লাগল রূপা। হাসতে হাসতেই বলল, ‘আমাকে তো কোনওদিন ভালো মেয়ে কেউ বলেনি, তাই।’তুমি বললে বলে আমার খুব আনন্দ হল। তুমিও খুব ভালো জানো? আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি।’ আবার খিলখিলিয়ে হেসে উঠল রূপা। জয় একটি থাকতত খেয়ে মনে মনে ভাবতে লাগিল এটা ঠিক হচ্ছে না। ওকে ভালোবাসার কথা বলার বেষ্টতও কোনও প্রশ্নই ওঠে না। তাই ওকে ওর ভুল ভাঙানোর শিক্ষা দিতে হবে। ও যা যা ভাবছে, আর ওর শরীর মন ওকে যা যা ভুল বোঝাচ্ছে, সব ভেঙে দিতে হবে। তবে হ্যাঁ, খুব সুস্থ্য হাতে।

দিনের পর দিন জয়দা জয়দা করে অস্থির হয়ে চলেছে মেয়েটা। কখন জয় অফিসে যায়, কখন বাড়িতে ফেরে, কী কী শেতে পছন্দ করে, কী কী খায় না, সব রূপা মুখস্থ করে ফেলেছে। সারাদিন যখন জয় থাকে না, তখন কলমটাকে আদর করে মেয়ে। বুকে জড়ায়, চুমু খায়, কানধরের গায়ে আলতো করে হাত বোলায়।

সেদিন সন্ধ্যেবোলা ল্যাপটপে কাজ নিয়ে বসেছিল জয়। রূপা ঘাড়ের কাছে এমনভাবে নিঃশ্বাস ফেলল যে জয় চমকে উঠে পেছন ফিরে তাকাল। অমনি রূপা এখনই রকম বেহিসেবি হাসি হেসে জয়ের পিঠে একটা বড় করে দাপড় মেরে বলল, ‘ধাঙ্গা।’ জয় বিরক্ত হলে বটে, কিন্তু রূপাকে কুঁ কা ভাবা রূপার মতো মনের জোর তাঁর নেই, পাছে আঘাত পায় সাবাসিয়ে মেয়েটা। একটু কটিন গলা করে কেবল বলল, ‘তুমি এখানে বসো, আমি একটা জরুরি কাজ করছি।’ পাঁচ মিনিও বরতে পেরেই রূপা। বলল, ‘আজকে আর কাজ করতে হবে না, আমার সঙ্গে গল্প করো।’ জয় ল্যাপটপে চোখ রেখেই বলল, ‘কী গল্প করব?’

মনে মনে বলল, সত্যিই কি তুমি আড্ডা দিতে পারো? পারো তো না। কী বিষয়ে গল্প করব তোমার সঙ্গে, সেটাই তো জানা নেই আমার। রূপা আবার হাসতে লাগল আর শরীটটাকে বেকিয়ে চুরিয়ে মুখে একটা অদ্ভুত অভিব্যক্তি এনে বলল, ‘ভালোবাসার গল্প করো। আমার কন্যেত ইচ্ছে করে।’ কথাগুলো এক নিঃশ্বাসে বলল বটে, কিন্তু লজ্জায় একেবারে লাল হয়ে উঠেছে ওর মুখ। জয় যে খুব একটা আশ্চর্য হল তা নয়, বরং কষ্ট পেলে রূপার এরকম এক বেকপেরোয় হিদিার কথা ভেবে এ প্রথমে কিছু করার নেই সেখানে জয় কী উত্তর দেবে ও কথায়?

চোখ বুজে একটা দীর্ঘশ্বাস টেনে এবং ছেড়ে রূপার দিকে করুশার দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, ‘তোমার যে বিয়ে হবে রূপা, কত সুন্দর বর হবে তোমার! কত ভালো বাজবে, তত লোক আসবে, কত আলো জ্বলবে।’তোমার বর গাড়ি চেপে তোমাকে বিয়ে করতে আসবে। আমি তো তোমার দাদা। এসব কথা কি দাদাকে বলতে আছে?’

রূপা আচমকা গভীর হয়ে ভুরু কঁচকে বলল, ‘কে বলছে তুমি আমার দাদা? তুমিই তো আমাকে বিয়ে করতে আসবে গাড়ি চড়ে।’ আমি তোমাকেই বিয়ে করব।’ আবার হাসতে শুরু করে বলল, ‘আমি চুলে ফুল দিয়ে সেজে থাকব, লাল বেনারসি পরব, মাখায় মুকুট দেব। বল, কী সুন্দর লাগবে না আমাকে দেখতে?’ জয় কিছু বলার সুযোগ পাওয়ার আগেই বলল, ‘তোমার সঙ্গে গাড়ি চড়ে আমি চলে যাব স্বস্তরবাড়ি। তোমার জন্য রান্না করব, খাওয়াব, হুগ, কী আনন্দটাই হই না হবে যখন।’

সেদিন রাতের যুম এল না রূপার। জয়কে বিয়ে করার স্বপ্নে বিভোর হয়ে রইল। রাতে ঘুমোনার সময় কমলমটাকে বালিশের তলায় লুকিয়ে নিয়ে শোয় রোজ। আজ বালিশের তলায় হাত ঢুকিয়ে আদরে আদরে মাখামাখি করতে লাগল কমলমটা। মায়ের দিকে পিঠ দিয়ে শুয়ে এপাশে কলমকে আদর করতে করতে মনে মনে বলল, ‘তুমিই আমার বর হবে তো জয়দা? খুব আনন্দ হচ্ছে আমার।’

জয় কীভাবে ওকে বোঝাবে কিংবা এড়িয়ে যাবে কিছুই বুঝতে পারছে না। কিন্তু রূপার স্বপ্নের এ মায়াজাল তো কাটতেই হবে, তাত্ত রূপা দুঃখ পেলেও কিছু করার নেই।

জয় বলল, ‘রূপা, তোমাকে যে পেনটা দিয়েছিলাম, ওটা আমার ফেরত চাই। ওটা অন্য একজনের ন্য।’ রূপা চমকে উঠে বলল, ‘না না, ওটা আমি ফেরত দেব না। ওটা আমি কিছুতেই দেব না।’ জয় ইতিমধ্যেই রূপার কাছ থেকে জেনে ফেলেছে যে ও ওটাকে জয়ের বিকল্প ভাবে। ফলে ওখানেই আঘাত হানতে হবে। জয় বলল, ‘ওই কলমটা আমার নয়। ওটা যার পেন, তাকে ফেরত দিতে হবে।’ রূপা নাছোড়বন্দী। জয় কপট ধমকের স্বরে বলল, ‘তুমি যদি ওটা ফেরত না দাও, তাহলে আমার কাজ আর কোনওদিন আসবে না।’ এই শুনে রূপা কমলটা ফিরিয়ে দিল, কারণ এ শর্ত যেন নেওয়া ওর পক্ষে আরও কঠিন, কিন্তু বুকের ভেতর থেকে খাটার পাখিটাকে উড়িয়ে দেওয়া কি অত সহজ? এরপর থেকে ওর আর মন ভালো নেই। জয়ের ওপর ভীষণ রাগ করে রইল কয়েকটা দিন। জয় খুশিই হল মনে মনে।

ঘটনার মাস দুয়েকের মধ্যে জয়ের বদলির খবর পৌঁছে গেল রূপার কানে। বাথরুমে গিয়ে একা একাই হাউ হাউ করে কাদল কয়েকদিন। কেউ কিছু করতে পারেনি। একি শুওর বুকের ভেতর দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া হৃদপিণ্ডটাকে কোন খাঁচায় বন্দি করবে বুঝতেই পারে না মেয়েটা। লোকচক্ষুর অন্তরালে ওর করুণ পরিণতি নিয়ে কারও কোনও মাথাব্যথা থাকবে না সেটা বুঝে গিয়েছিল সে। সবটাই ওর একার লড়াই। একটা বহমান উদাস নদীতে সহসা বাঁধ দিয়ে দেওয়া হল যেন। বালির তৈরি স্বপ্নের পাছাড় এক মুহূর্তে ধুয়ে গেল সমুদ্রের জলে কিংবা দমকা হাওয়ায় হাউ করেই মাটিতে পড়ে গেল মা পাখির ছানাগুলো।(কে বুঝবে ওর মনের অবস্থা?)

জয় বদলি হয়ে চলে গেল দূরে। বাড়িটাও ছেড়ে দিল ওরা। পড়ে রইল রূপা। অন্তত কমলটাও যদি থাকত...

না, কমলটা থাকলে রূপা যে আরও জ্বলে-পুড়ে মরত, তা বোঝার ক্ষমতা ওর নেই। কিন্তু জয় বুঝেছিল। বুঝেছিল বরাই চেয়ে নিয়েছিল কলম। কারণ ওর যে বদলি হয়ে যাবে তা জয় জানত।

রূপার বুকের ক্ষটা সারতে অনেক সময় লেগেছিল। এখন ও শ্রৌটা। অমূঢ়া তো বটেই।

খোলা উঠোনেই শুয়ে থাকত। সকালে চোখে রোদ এসে পড়লে উঠে বাকি মদুর্ক মুখে ঢেলে নিয়ে মানে যেত। তারপর তো গাড়ির ডিউটি। কতদিন রাত্তায় পড়ে গিয়ে মাথা মুখ কেটে ছিটকিতে এসেছে। গাড়ির স্টাফরা বাড়ি বয়ে দিতে এসে বলত, ‘বিশুদার সব ভালো, কিন্তু লিমিট জানে না। গাড়ির স্টাফ মাল খাবেই।’ আমাদের হয়ে গেলে আমরা গেলাস উল্টে দেই। বিশুদার গেলাস উলটায় না কখনও, বিশুদাই উলটে যায়।’

লতা কখনও ভেবে ভেবে তল পায়নি- বিশু কেন এত মদ গেলে। গাড়ির স্টাফদের সবাইই যা থাকে বিস্মুরও তাই ছিল। ইটের দেওয়ালের অ্যাসবেস্টর ছাওয়া চাল, লতার মতো হালকাপাতলা বৌ। একটা ছেলেও হল। আর কী। আর কী চাই। লতা কোনওদিন বোঝেনি। তবে পাশের বাড়ির নন্দন রত্না বলছে, ‘না গো বৌদি। নিশার জন্য কারণ লাগে না। নিশাই আসল কারণ। মানুষ নিশার জন্যই নিশা করে। দারু খায়, ভাং খায়, গাঞ্জা খায়, পুরিয়া খায়। তোমার কোনও দোষ নাই গো।’

টোকির উপর ঘুমন্ত বাবাই যেন একবার ফুঁপিয়ে উঠল। বন্ধ নিঃশ্বাস বুক ঠেলে বেরিয়ে এল। আজকাল এমন হয়েছে, অনেকেই বাবাইকে বাবাই বলে ডাকে না। কেউ বলে ‘ডিজে বাবাই’, কেউ বলে ‘ডিজে’। লতা এসব কথা ভাবতে ভাবতে একটু দম বন্ধ করে ধমকে যায়। ‘আচ্ছা! বিস্মর মদের মতো, বাবাইয়েরও ডিজেন্টা নেশা হয়ে ওঠেনি তো!’

দুর্গাপূজো শেষ। দশমীতে লতা বাড়িতে বসে থাকে। পাড়ার সবাই প্রতিমার পায়ে সিঁদুর ছোঁয়াতে যায়। তার যাওয়া হয় না। ছেলেকে জাপটে ধরে জানলা খুলে বসে থাকে। জানলার সামনের রাস্তা দিয়েই সারা জগতের হইহুইগোলা। একাটা ঢাকি ঢাক বাজিয়ে পাড়ার প্রতিমা নিরঙ্গনে চলে গেল। বাবাই দেখল। লতা দেখল। কোনও কোনও প্রসেশনে মাইক

সেই গন্ধটা

পনেরোর পাতার পর

—ঠিক আছে, নিয়ে এসো...

আমি সাম্যে বিশ্বাসী নই। সব মানুষ এক কেন হবে? তাহলে আর জীবনে চালেবে কিভাবে? আমি সোশ্যালিজমেও বিশ্বাসী নই, যদিও প্রথম দিকে তার বুলি কপচেছি, তবে ভারতইনের তত্ত্বে বিশ্বাস করি। সারভাইভাল অফ দ্য ফিটেস্ট, প্রসপারিটি অফ দ্য ফিটেস্ট। আজ আমাদের দেশের জিভিপি পৃথিবীর সেরা দেশ নিয়ে এসেছি আমি। নিন্দুকরা বলে, এই এও বৈতন্ কিছু মানুষের মধ্যে সীমিত— ঠিকই বলে। আমি সেটাই চাই। অশুশ্রুতি গরিব, দুর্লব মানুষের ভিতরে দেরের বৈতন্ তৈরি হয়।

ঠিক তখনই নাকে কুঁ গন্ধটা এল। দেখলাম গার্ডরা একটা ব্রিশ-পরিষ্কর শহরের লোককে ভিতরে নিয়ে এসেছে। সৌন্দর্যমণি। গালে কয়েকদিনের না কাটা দাড়ি। জ্বরজ্বলে চোখ। এ-ই সুমো। কোড মনে অব্য্য। আমার বিরুদ্ধে সর্বশেষ বিদ্রোহের মূল কাভারি। তার গা থেকেই গন্ধটা বেরোচ্ছে। সুমোকে আমার সামনের চোমরে বসিয়ে গার্ডরা বাইরে চলে গেল। আমার চোখে চোখ রেখে তাকানো এ দেশে নিষিদ্ধ। কিন্তু সুমো নিয়মের ধার ধারে না, সেটা আগেই জানি। তাই তার জলন্ত চোখগুলোর দিকে আমিও কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার চেষ্টা করলাম। পারলাম না।

গন্ধে অস্থিত হিচ্ছিল। আমি চলা সত্ত্বেও জানলাটা খুলে দিলাম। একটা দমকা হাওয়া ভেসে এল বাগান থেকে, কিন্তু গন্ধটা গেল না।

একটা কিউবান সিগার ধরিয়ে সুমোর মুখের ওপর ঝোঁা ছেড়ে ওকেও একটা অফার কললাম, যদিও ওর হাত শেকার দিবে বাধা। মাথা নেড়ে ‘না’ বলল উপগ্রহটি। ওর মুখের কোশে লেগে থাকা হাসিটা অসহ্য লাগছিল। কাল ভোরবেলা ওকে আর ওর চারজন অ্যাসোসিয়েটেকে ফায়ারিং স্কোয়ারের সামনে পাঠানো হবে। সেই লোকটা হাসলে বিরক্তিকর লাগারই কথা।

—তুমি কি সত্যি ভেবেছিলি এ্যান্ড অ্যালিয়েসের সরকারকে ফেলে দেবে?

উত্তরে সুমো কিছু বলল না। দেখলাম, আমার দিকে না তাকিয়ে জানলার বাইরে তাকিয়ে আছে। মাথা গরম হয়ে গেল, ‘লুক আউ মি। তাই অ্যাম টকিং হু ইউ!’

সত্যি বলতে কী, সুমোর রিডেপেশন নেটওয়ার্ক এই দু’দশকে প্রথমবার আমাদের সরকারের ভিত কিছুটা নড়িয়ে দিতে সফল হয়েছে। প্রথম শুরু হয় আমাদের কিছু কাউন্সিলারের য়ুন দিয়ে। তখন আমরা কেউই গা করিনি, কারণ এই ধরনের স্মুল্লিভ দু’দশকে আমরা অনেকবার নিভিয়ে দিয়েছি ঠিকভাবে জলে ওঠার আগেই। কিন্তু বাীরে বাীরে দেশের প্রতি প্রান্তে প্রতিবাদের

জানলাটা খোলা

পনেরোর পাতার পর

শেষবারের মতন রওনা দিয়েছিল নন্দাদেবীর মেন পিকটাকে ছুঁয়ে দেখার উদ্দেশ্যে, সেই দলে অভির বাবা-না ছিলো। বিয়ের আগে পাছাড়তৈ তো ওদের একে অপসকে দিনিয়েছিল। সেসময়ে দলনগণের বুকে এই একটাই মডুটেনারি়র ক্লাব ছিল, আর সেটা ছিল অভিসের পাড়ায়, গৌদলপাড়া নন্দালালের। অভির বাবা বরাবর হারিয়ে যেতে ভালোবাসতেন। সকল-বিকলে ঘরে-বাইরে অজ্ঞপ্ত পারের সঙ্গে পা মিলিয়ে হাটতে হাটতে, হারিয়ে ফেলতে পারেন একান্ত ব্যস্তিত অতিব্যক্তি। ছোট্ট-ছোট্ট কান্না, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। ভীষণ অ্যাবসেট মাইন্ডেড থাকতেন সব সময়। আলুখালু। চালুতোলাই। বোহেমিয়ান। মাতাল। এটা অভি অনেক বড় হয়ে জেমেছে ওর কমলা পিসির কাছ থেকে। ওর মা নিশ্চয়ই ওর বাবাকে তাই একা ছাড়তে চাননি। সেদিনও নিশ্চয়ই এইরকম একটা মেঘের বুক চিরে বেরিয়ে আসা আলো, পাহাড়ের গা বয়ে নেমে এসে ছড়িয়ে পড়েছিল সমস্ত উপত্যকাজুড়ে। লন্টা ভোর ভোর বেরিয়ে পড়েছিল বেস খাওয়া থেকে, তারপর আর ফিরে এল না। বোমালুম মিলিয়ে গেল। বরফস্নাত হিমজ্যাংক্সা, সংঘমী রাত আর মৃত্যুর ঘন নিঃশ্বাসের মধ্যে দিয়ে। পাশ কাটিয়ে। নীরবে। তবু অতটুকু ছোট্ট ছেলেকে ওরা ছেড়ে যেতে পারল সেদিন? এই যে ওকে একা করে দিয়ে যাওয়া কিংবা সুদীর্ঘকাল একা থাকতে বাধ্য করা, এই সবই আসলে এক ধরনের অপ্রত্য বন্দ মনে করে অভিরূপ। সব মৃত্যুকে সামনে থেকে দেখা যায় না। প্রত্যক্ষ করা যায় না সব অসুখকে। এরকম অজস্র অসুখ, অজস্র মৃত্যু মিশে থাকে, প্রতিটি সুস্থ মানুষের গায়ে।

বাড়িটাকে এখন হোমস্টে করে দিয়েছে অভিরূপ, এক্সট্রা ইনকারের জানা নে। বুকির আর ক’টাই বা হয়। নিত্যন্ত প্রাণহীন জড়বস্তু হলেও আসলে এই একা হয়ে যাওয়ার রোগটা যেন বাড়িটারেও পোয়ে না বসে কোনওভাবেই, এটাই ভীষণ রকমভাবে চেয়েছিল ও। ঠিক যেমন ইদানীং ওর চরিত্র পেরোনো জোড়তালি দেওয়া জীবনটায়, ব্যথা-বস্ফা-ভাঙা প্রেম আর নিশ্পু, নির্ভর এক নিঃসঙ্গতা এসে ক্রোশ ধরে। ভাসো, ভাসো, সরাবার চেষ্টা করো, তবু মনের উপর জগদল পাখরের মতো চেপে বসে থাকে প্রতিদিন।

এই অ্যান্টি ফোনে ইনস্টল করার আগে বেশ কয়েকটা ভোটং অ্যাপ ট্রাই করেছিল অভিরূপ। বিশেষ সুবিধা হয়নি। বেশ কয়েকটা এক্সট সার্ভিস, মাসাজ পারিয়ার, স্পা এসবও ফল দেয়নি বিশেষ। ওখানে শুধু কয়েকটা নিষ্ক্রিয় বাসি মন বা শরীর যারা নিজেরাই অপেক্ষা করে অল্প ভাবের একটা অনারকম সুদিনের। এ জগৎ আসলে অসুখ আর মৃত্যুর ঘন নিঃশ্বাসে ভরে উঠেছে। মনের ভিতর সবসময়ের একটা বাসা বাঁধা শুমেটকে কাটিয়ে, সেরকম একটা চার্ম ফিলি এনে দিবে পিসির কাছ থেকেই যেমনটা মৌমিচার সঙ্গে মিলেন খুঁজে পেত অভিরূপ। মৌমিচার সঙ্গে প্রথম অলাপ



16 উত্তরবঙ্গ সংবাদ ১৮ অক্টোবর ২০২৬

বাজছে। বাবাইয়ের জন্মের বহু আগেও সব গান। ‘ও খাইকে পান বেনারসওয়ালা।’ বাবাইয়ের ভিতরটা যেন বাঁকি মেয়ে ওঠে। হাত-পা নিজের বসে আর থাকতে চায় না। সেটা মিলিয়ে যেতেই আবার শুনতে পায়- ‘দো মুট পিলা দে স্যারাবি।’ বাবাইয়ের মাথার রক্ত লাফায়।

পাড়ার সবাই দশমীর ঘাটে চলে গেছে। লতা

তাকে আগলে ধরে বসে ছিল। প্রতিবার দশমীতে নদীটায় কেউ না কেউ ডুবে যায়। একটা চোরাস্রোত থাকে নদীতে। কতবার হয়েছে নির্মোছ মানুষের বডি ভেসে উঠেছে। আড়াই কিলোমিটার দূরে খিদিরপুর শশান কিংবা কংগ্রেসঘাটে। কখনও তো বড়ার পেরিয়ে বাংলাদেশে ভেসে ওঠে।

পাড়ার চায়ের দোকান ফাঁকা। কারা যেন সেখানে

জিলিপির দোকান দিয়েছে। আশি টাকা কেজি। অল্প অল্প ভিড় হয়েছে। কেউ আড়াইহশো, কেউ হাফ কেজি জিলিপি কিনে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছে। বাবাই পেছনের দিকের বেষ্টে চুপচাপ বসে আছে। দূর থেকে বিট ভেসে আসছে। আর তার সঙ্গে পাড়া দিয়ে আলোর গুঠানামা। মাতালদের নাচ। কয়েকজন মাঝবয়সি ও বয়স্ক তাদের রাস্তার মাঝে আটকে রাখতে চাইছে। ডিজের সঙ্গে নাচতে নাচতে কে কোথায় ছিটকে যাচ্ছে কেউ জানে না। তাদেরই কেউ বাবাইকে দেখতে পেয়ে চৌচিয়ে ওঠে- ডিজে! ডিজে!

বাবাই সবার অলক্ষ্যে নাচতে নাচতে ভিড়ে মিশে যায়। ছোট শহরের অনেকেই ঢেলে ডিজে

বাবাইকে। ‘কামারিয়া। কামারিয়া।’ গোলে গোলে ডোলে রাজাজি’র তালে তালে সার্চলাইট আকাশ ফেড়ে দিচ্ছে। বাবাই নাচতে থাকে। প্রসেশন এগিয়ে চলে। রাষ্টা ভেসে যায় ভোজপুরি উম্মাদনা ও আবটারি মেজাজে।

রাত দশটায় দশমীর ক্লাসি ছড়িয়ে পড়ে রাস্তায়, মোড়ে, ফাঁকা ছিমভিন্ন পুজো প্যাণ্ডেনে। সবাই

চুপচাপ। লতা গলা চিরে ফেলে ডাকে, ‘বাবাই! বাবাই!’ উল্লাস্তের মতো খুঁজে চলে। পাড়ার প্রতিমা নিরঙ্গনের পর সবাই ফিরে এসেছে। রাজীব, শেকন, অনয়, অশোক, চাচ্চি একটু নিরিবিলিতে লাল মদ আর চিপসের প্যাকেট খুলে বসেছিল। দূর থেকে উল্লাস লতাকে দেখতে পেয়ে চলে আসে। বাবাই নেই।

কেউ বলছে চায়ের দোকানের বেষ্টে একা চুপচাপ বসেছিল। কেউ বলছে বাড়ি ফিরে গেছে। সরোজ দাসের ইংলিশ মিডিয়ামে ক্লাস সেডেনে পড়া ঝেয়ে ব্রিজিতা ব্যালকিন থেকে দেখেছে সূর্যসন্ধ্যা ক্লাবের প্রসেশনের সঙ্গে নাচতে নাচতে বাবাই চলে গেছে।

খানায় মিসিং ডায়েরি হল। পুজায় বাঁচা টাকা থেকে বাবাইয়ের ছবি সহ ‘সন্ধান চাই’ হ্যান্ডবিল ছাপানো হল। জেলার বিভিন্ন রেলস্টেশনে, বাসস্টপে, মোড়ে মোড়ে বাবাইয়ের ছবি টাঙানো হল। রাজীব, অনয়, অশোক পাগলের মতো বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে গিয়ে হ্যান্ডবিল বিলো। এও হ্যান্ডবিল, এও পোস্টার ছাপানো হয়েছিল যে অর্ধেকও খরচ হল না। সেই সব এনে রাখা হল লতার কাছে। মাস ঘুরে গেল বললে। রাজীব ও পাড়ার ছেলেরা রথের দিন আবার খুঁটিপুজো করল। বাবাই কোথায় চলে গেল- সেই চিন্তা সবার কাছে পুরোনো হয়ে যেতে লাগল।

ডিজের শব্দ কোথাও থেকে ভেসে এলে শুধু লতাই

মরিয়া হয়ে ওঠে। আপাত নিস্তব্ধ বুকে তরঙ্গ ওঠে।

লোকের বাড়ির রান্নার কাজ সেরে সে নিজে বেরিয়ে পড়ে ‘সন্ধান চাই’ পোস্টার সঙ্গে নিয়ে। কোথায় বাদ গেছে ভেবে ভেবে, সেখানে পৌঁছে গিয়ে পোস্টার স্টটে। জেলার বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। জেলার আশপাশের শহর-গঞ্জে চলে যায়।

তার পোস্টার স্টাট দেখে অশোক, অনয়, মাস্তুরা নিজেদের মধ্যে বলে, ‘ও কি আর ফিরবে।’লতামাসির মাথাটা গেছে। রাজীব নিশ্পূহ স্বরে বলে, ‘থাক! একটা কিছু নিয়ে থাক।’

এসেছে— আমারই দেওয়া

স্কলারশিপে। দু’বছর আগে চাকরি ছেড়ে আভারগ্রাউড হয়ে যায়। এরকম অনেকেই হয়

অ্যামোরিয়াকে, তাই আবার পাড়া

দিমি। ইনফ্যান্ট, ওর বাপায়ে

আমি জেনেছি স্প্রস্প্রিভ।

—আচ্ছা, একটা কা বেলো

সুমনো, এই মেয়ে তো অনেকেই

ভালো আছে, স্বাচ্ছন্দ্য আছে, এত

মানুকে ভালো রাখা সম্ভব না—

সেটা তুমিও জানো...

ওর কাছে কেন আমি আমার

এত ব্যবসের কাজের, আমার

দশেরে বাখ্যা খিচ্ছিন্না—কেন,

নিজেই জানি না। যেন আমি

কণ্ঠগড়ায়, ও বিচারক। কেন জানি

না, মনে হল এই গন্ধটা আর

সবকিছুর জন্য।

সুমনো প্রথমবারের জন্য গভীর

হয়ে গেছে। যেন সত্যি মন দিয়ে

ভাবছিল কী উত্তর দেবে সেটা।

—আপনি আমাদের আর মানুষ

করে রাখেননি। যে কতাপর মানুষ

অ্যামোরিয়াকে ভালো আছে,

তারায় যা। আমাদের কোনও

স্বাধীন মত নেই, প্রতিবাদের ভাষা

নেই, প্রতি মুহূর্তে আমরা আপনার

নজরদারিতে কচুটাই। যে লক্ষ

কোটি গরিব আপনাদের মতো বড়লোকদের সেবা করছে

এখানে প্রতিদিন আপনটায় খেয়ে, তারায় যেন মেনে

নিয়েছে এটাই নিয়ম, এটাই ভবিষ্যৎ। আমি, আমরা

অ্যামোরিয়াকে স্বাধীন হাওয়ায় নিশ্বাস নিতে চাই— তখন

আপনটায় খেলেও অসুবিধে নেই।

—তুমি কি মার্কসিস্ট নাকি? পৃথিবীর একটা সফল

মার্কসিস্ট দেশ বলো তো? কোনওদিন মানুষ সমান হয়?

এটা আমাদের ডিভএনও তেই।

—আমি কোনও পৃথিগত ব্রিটারিজ্ঞান তত্ত্বে বিশ্বাসী নই।

সবাই সমান, এটাও মানি না, তবে সবার সমানভাবে

ভালো থাকার স্বাধিকার আছে— সেটা মানি। আর আমার

ভালো থাকার সন্তোষও আপনাকে বললাম। এবং শুধু

আমি নুন... এখন অনেকেই...

আমার চুরুট শেষ হয়ে গেছিল। সুমোর মতো এরকম

অনেকেই এসেছে, পরেও আসবে। ওর সঙ্গে আর কথা

বাড়িয়ে লাভ নেই। ওদের থেকে যা জানার, জেনারেল-ডি

তা সবটাই জেনে নিয়েছে। শরীটটাও খারাপ লাগছিল,

ওকে বাইরে অপেক্ষমাণ গার্ডদের হাতে ফিরিয়ে দিতে

বললাম।

ঠাকুমার পাকঘর



মালবিকা অধিকারী সূত্ৰাষপল্লি, শিলিগুড়ি

বেশ আকর্ষণীয়। মৌরলা মাছের স্বাদ বজায় রেখেই অল্প কিছু মশলার ব্যবহারে তৈরি করা যায় এই পদ। গরম ভাতের সঙ্গে দই-কাসুন্দি মৌরলা জন্মে বেশ। দিদিমার কাছে শোনা রান্নার কথা মনে রেখেই এই পদ তৈরি করা যেতে পারে বাড়িতে।



চা-চামচ, কালোজিরের ১/২ চা-চামচ, ছোট টমেটো ১টি কুচি, রসুন বাটা ১/২ চা-চামচ, কাসুন্দি ১ চা-চামচ, চেরা কচাচালকা ৪-৫টি, সর্বের তেল, নুন, হলুদ, ইচ্ছে হলে সামান্য চিনি এবং ধনেপাতা কুচি পরিমাণমতো।

প্রণালী : প্রথমে মৌরলা মাছের সঙ্গে নুন, হলুদ, লেবুর রস ও সামান্য ময়দা মাখ

ਭੂਡ



কে, কীভাবে, কখন এবং
কতটা ব্যয় বা সঞ্চয় করবে, তা
নিজেকেই স্থির করতে হয়।
জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এই
সত্য উপলব্ধি করেছি।

সুস্থ অস্থাবরতের কথাও স্ত্রীর অবস্থা হওয়ার
চেষ্টা করিনি, এখন তো অসুস্থ। তাই সুবোধ
বালকের মতো খেয়ে আবার বিছানায় শরীর
এলিয়ে দিলাম।

মিনিট পনেরো পরে স্ত্রী এসে আলো নিভিয়ে
শুয়ে গড়লেন। কিন্তু নারীবতা আরবার ভালো
লাগছিল না। এক্ষত সাহস করে নারীবতা ভাঙতে
পরালাম না। অসহযোগ আন্দোলন মনে হয়

আমি বললাম, 'ফিট সাটিফিকেট পেলেই না

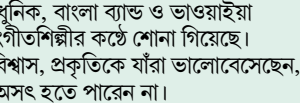
আমি বললাম, “অনুষ্ঠানে এভাবে বলাটা ওর উচিত হয়নি, এ নিয়ে আমারও দ্বিমত নেই। যা সত্য বলে মানি, সেটাও সব সময় বলা যায় না। পরিবেশ ও পরিস্থিতি বিচার করে কথা বলতে হয়। কিন্তু ভবে দেখা, এক জোড়া ছুতোর চেয়ে ভালো জুড়ির উদাহরণ কোথাও খুঁজে পাবে? সারা জীবন সেভাবে কাটানো কি কম কষ্টা?”

উত্তরের সাহিত্যিক

পার্থসারথি বা

সসার জীবনের মাঝেই তার লেখালেখির শুরু। সাহিত্যচর্চার দীর্ঘ পরিভ্রমণ এখনও পর্যন্ত প্রকাল হয়েছে ১৫টি কাব্যগ্রন্থ, দুটি উপন্যাস, তিনটি শিশুতোষ কাব্য, পাঁচটি ভ্রমণকাহিনী, দুটি গল্পগ্রন্থ ও দুটি জীবনীমূলক গ্রন্থ। অতি সম্প্রতি নিজের জন্মভূমিকে নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে তার ত্রিংশতম গ্রন্থ ‘সার্বশতবর্ষের আলোকে শোভনগর গ্রাম’।
উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে কাব্যগ্রন্থ ‘নিদ্রাই রাত্রির ডানা থেকে’, উপন্যাস ‘ঢাকি’, ভ্রমণকাহিনী ‘কালাপানির দেব’ এবং ছোটদের গল্পের বই ‘

সাহিত্য সংগঠনের কাজে
যুক্ত থাকার পাশাপাশি তিনি
বিভিন্ন সাহিত্যপত্রের সম্পাদনাও
করেছেন। সাহিত্যের নানা ধারায়
তর সাবলীল বিবরণ। তাঁর লেখা
রাষ্ট্রের গতি ছড়িয়ে দেশ-বিদেশের
বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত
হয়েছে। উত্তরবঙ্গ সংবাদ, শারদীয়া
প্রতিনিদ ও কথাসাহিত্য ছাড়াও
বাংলাদেশ ও কানাডার বিভিন্ন
জার্নাল থেকে তাঁর লেখা প্রকাশিত
হয়েছে। প্রায় প্রতি বছর আন্তর্জাতিক সাহিত্য
উৎসবের আয়োজনও করেন। বাংলাদেশের কাজী
নজরুল ইসলাম পদক, চট্টগ্রামের একুশে পদক,
কালীনা হাজারী সাহিত্যতান্ত্রিক, দীপশিখার স্মৃতি



তর লেখা আধুনিক, বাংলা ব্যান্ড ও ভাওয়াইয়া
গান বিভিন্ন সংগীতশিল্পীর কণ্ঠে শোনা গিয়েছে।
পাঠসারথির বিশ্বাস, প্রকৃতিকে য়াঁরা ভালোবেসেছেন,
তঁারা কখনই অসৎ হতে পারেন না।

কবিতা

আগমনী

পবিত্রভূষণ সরকার

সাদা মেঘের কোলে আর কাশবনের ঝোপে খেলা করি মনের আনন্দে

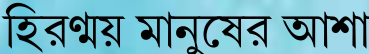
অন্তরীক্ষে শঙ্খধ্বনির মাঝে সুন্দরের জয়গান ধ্বনিত হয়,
দুঃখ বেদনার মাঝে হেসে উঠি খিলখিল করে...

শুধু বিম ধরা শিহরন

সঞ্জয় বিশ্বাস

পথবাতি তুলে ধরবে যদি স্বপ্নে আসে আর্থরমণী
বিনিময় শুধু হবে দৃষ্টি রাতের আড়াল রেখে
আজ অব্যাহত জ্যোৎস্নায় ভেসে যাবে আবেগের তরং
চোঁটে ধ্বংসের শব্দ ফুটে ওঠে অপার ভালোবাসায়
খুলে খাও হে আকাশের উড়ালপাখি
চলবে মাথো নিড়ে গেলে রাতের জোনাকি

স্বপ্ন ভেঙে গেলে উড়ে যায় পরিবায়ী প
পড়ে থাকে অশ্রুসিক্ত জীবন অন্ধ গৃহদ
অপেক্ষার দিনগুলি জড়ো হয় বরফের
তখন বিদীর্ণ বুকে খেলা করে কুয়াশা
আর ধোঁয়া ওঠা শ্মশানের স্মৃতি



ফাজলুল ইসলাম

অন্য অতীত থেকে মানুষ যা চেয়েছিল
 অনাগত ভবিষ্যতে মানুষ যা চাইবে,
 ইহখণ্য অতীত থেকে হীরকদুর্ভাগে উত্তরণ-
 অনাবৃষ্টি বা অতিপৃষ্টি কেউ চায় না
 যেমন সংগ্রাম কোনো উৎসব নয়
 বাজারের এক কোণে যে জব্বাবু মেঘ
 তারও হচ্ছে করে বৃষ্টি হতে
 তারই বেশে বসে যে ছেলোটা
 ভারও হচ্ছে করে রামনন্দ হতে
 পুজোয় নিদেনাপক্ষে একখানা রঙিন জামা হবে
 হৈদে সেমাই মিষ্টি হবে
 বড়দিনে একটা ক্রিসমাস ট্রি হবে
 মানুষ একটা ছাটা
 একজোড়া জুতো চায়
 অনেক পরে দেশলাই



গতজন্মের সিসিফাস

বৈশাখী নার্মগস

আমাদেরও ফেরার কথা ছিল কোথাও
কালচক্রের ফেরে বিপ্লব আর অন্ধকার
গতজন্মের সিসিফাস
চোখ টিপে হাসে।

ওদিকে ছায়া জুড়ে থাকে দীঘল চাঁদ
বৈধ অবৈধের শেষ রাশি জুড়ে
বিলাসী জীবন
এক্সা দোক্কা খেলে।

এক একটা ফুলজন্মের পর ভাবি
এবার বুঝি নদী হব,
দু'পাড় ভেঙে শুধু বয়ে যাব।

বয়ে যাওয়ার নাম আনন্দ বোধহয়।

ସ୍ତବ

অনুভব সরকার

একটু ভালোবাসা পাঠিয়ে দিও
নদীটির কাছে
দেখবে, গর্ভবতী হয়ে উঠেছে
ধানের পথিবী

একটি আপাতনিষ্পাপ চিঠি
উড়িয়ে দিও চিরহরিতের দেশে
দেখবে, তোমার দু'চোখে সে
পরিয়ে দিচ্ছে মায়ার কাজল

অগাধ

জগা ঢাকি

শংকর সাহা

ছেলের মাথায় আদরের স্পর্শে জগা বনে, 'আবাবা বাবা!'
-বাবা, ওরা তো আমার অনেক কিছু খেতে দেয় তাই না? আমার কথা মনে
পড়ে না তখন তোমারা?
জগা বাকরুদ্ধ হয়ে যায়। ছেলেকে কেবল বুকে টেনে নেয়। হারুর কথার
উত্তর জগার কাছে ছিল না। পৃথিবীতে এমনই অনেক প্রশ্নের উত্তর এমন
অসমাপ্তই থেকে যায়...



ভালোবাসার এক নাম

রমা ঘোষ

এখন অনিশ্চয়তা বহুর পেরিয়ে গিয়ে বিবাহিত জীবনের নানা উদ্দেশ্যসমূহ, টানা পোড়ো বছর পাক কাবেরীর চুলেও পাক ধরছে, মামির সঙ্গে ডাকাডাকাং বাবা বহুদিন। এত বছর পর মামির এক ফোনের আর্তনাদে কাবেরীর অন্তরাঝা কেঁপে ওঠে, মনের মধ্যে শিহরন হয়। কাবেরী নিজের মনকে প্রশ্ন করছে, একে অনুভূতি নাম কী। উভয় পায় না। কাবেরী এবারের বহু কানেক্টে শাড়ি কেনাকাটা বাদ কর। বেশি জরুরি বলে মনে হয় তার।

১৫০০ শব্দের মধ্যে গল্প এবং ১৫০ শব্দের মধ্যে অণুগল্প পাঠান।
কবিতা পাঠাতে হলে ১৬ লাইনের মধ্যে পাঠাতে হবে। ডক ফাইলে
(ইউনিকোড ফন্ট) লেখা পাঠানোর ঠিকানা : ubsrobbar@gmail.com

খেলবেন ছত্রিশগড়ের বিরুদ্ধে রনজি

৫ নেট বোলার নিয়ে নিউজিল্যান্ডে গিল

চণ্ডীগড়, ১৭ অক্টোবর : ৫ ম্যাচের টি২০ সিরিজ দিয়ে নিউজিল্যান্ড সফর শুরু করবে টিম ইন্ডিয়া। কিন্তু শুভমান গিলের চোখ কিউয়িদের বিরুদ্ধে দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজে। কারণ শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে আগুয়ে সিরিজ ড্র হওয়ায় বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ওঠার লক্ষ্যে আসন্ন দুই টেস্ট ভারতের জন্য আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। অধিনায়ক হিসেবে প্রথম কিউয়ি সফরের প্রস্তুতিতে কোনও ফাঁকি রাখতে চাইছেন না ভারতের টেস্ট ও ওডিআই অধিনায়ক। যার জন্য অভিনব সিদ্ধান্ত নিয়েছেন শুভমান।

ব্যক্তিগত খরচে পাঁচ নেট বোলার নিয়ে ২৩ অথবা ২৪ অক্টোবর শুভমান মিশন নিউজিল্যান্ডের উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছে। এই নেট বোলাররা শুধুমাত্র শুভমানকেই লাল বলে ব্যাটিং প্র্যাকটিস দেবেন। এই ধরনের ভারতীয় ক্রিকেটে আগে ঘটতেই বলে বিশেষজ্ঞরাও মনে করতে পারছেন না। ২২ অক্টোবর সফরের প্রথম টি২০। ৪ নভেম্বর পাঁচ ম্যাচের ওডিআই সিরিজ শুরু হবে। টেস্ট সিরিজকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য কিউয়িদের বিরুদ্ধে শেষ দুটি ওডিআই শুভমান খেলবে না। টি২০ সিরিজ শুরু হওয়ার পরপরই শুভমানের নিউজিল্যান্ড রওনা হওয়ার মূলে রয়েছে, ওখানকার চ্যালেঞ্জিং পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য অতিরিক্ত সময় বার করা। এমনকি



ওডিআই সিরিজের ফাঁকেও টেস্টের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত থাকবেন ভারত অধিনায়ক। এই প্রসঙ্গে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের এক কর্তা বলেছেন, ‘শুভমানের শুধুমাত্র টেস্ট সিরিজের জন্য অনেক আগে ২৩ অথবা ২৪ অক্টোবর নিউজিল্যান্ড রওনা হবে শুভমান। চার-পাঁচজন নেট বোলার নিয়ে যাচ্ছে ও। নেট বোলারদের সমস্ত খরচ শুভমানই বহন করবে। এই ধরনের ঘটনা ভারতীয় ক্রিকেটে সাম্প্রতিককালে হয়নি।’

গত বছর নেতৃত্বের অভিষেকে ইংল্যান্ড সফরে ৫ টেস্টে ৭৫৪ রান করেছিলেন শুভমান। যার আইপিএলের মাঝেই লাল বলে সেরেছিলেন তিনি। এবারও টি২০ ও ওডিআই সিরিজের ফাঁকে শুভমান টেস্ট মাঠে ঢুকে পড়তে চাইছেন। ফলে কিউয়িদের বিরুদ্ধে লাল বলের ক্রিকেটে শুভমানের ব্যাট জ্বলে উঠলে গৌতম গম্ভীরদের হাসি চওড়া হবে। নিউজিল্যান্ড রওনা হওয়ার আগে চলতি রনজি ট্রফিতেও গা ঘামাবেন শুভমান। প্রথম ম্যাচে ব্যক্তিগত কারণে সরে দাঁড়াতেও রবিবার থেকে ছত্রিশগড়ের বিরুদ্ধে শুরু হতে চলা ম্যাচে মাঠে নামবেন শুভমান।

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজকে গুরুত্ব দিচ্ছেন শুভমান গিল।



চার্লি ব্রাদার্সের বিরুদ্ধে কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের অন্যতম ভরসা হতে চলেছেন মহম্মদ বসিম রশিদ।

মাণ্ডুবীর তীরে চার্লি চ্যালেঞ্জ ইস্টবেঙ্গলের গোয়া গেলেন না ইকোনোমিডিস

সায়ন্তন মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৭ অক্টোবর : খাতায়-কলমে আইএসএলে নবাগত চার্লি ব্রাদার্স। তবে ভারতীয় ফুটবলে নিঃসন্দেহে বড় নাম গোয়ার ক্লাবটি। বাংলার দুই প্রধানের সঙ্গেও তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বেশ পুরোনো। একটা সময় জাতীয় লিগ বা আই লিগে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের কাছে শক্ত গাঁট ছিল তারা। সেই চার্লি ম্যাচ খেলেই রবিবার বিকালে গোয়ার ফাতোরদায় আইএসএল অভিযান শুরু করছে আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের ইস্টবেঙ্গল।

প্রায় সাত বছর পর দেশের প্রথম সারির ফুটবলে মুখোমুখি ইস্টবেঙ্গল-চার্লি ব্রাদার্স। ম্যাচ খেলতে শনিবার বেলায় দিকেই গোয়া উড়ে গিয়েছে লাল-হলুদ ব্রিগেড। অজি স্টাউইকার ক্রিস ইকোনোমিডিসকে দলের সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয়নি। যদিও কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। চার্লি ম্যাচে চার ডিফেন্ডারের দল সাজাতে পারেন হাবাস। সেক্ষেত্রে আনোয়ার আলির সঙ্গে জুটি বাঁধবেন দিয়েগো জিভাকি। দুই সাইডব্যাক হতে পারেন লালচূনুঙ্গা ও হার্পিক ভাট। মাঝমাঠে মহম্মদ বসিম রশিদের

আইএসএলে আজ

চার্লি ব্রাদার্স বনাম ইস্টবেঙ্গল এফসি

সময় : বিকেল ৫টা

স্থান : ফতোরদা

সম্প্রচার : সোনি লিভ অ্যাপ ও ইউটিউব

দুইজনের কেউই এখনও একশো শতাংশ ম্যাচ ফিট নন। তাই এই ম্যাচেও সিঙ্গল স্টাউইকার হিসেবে হয়তো ডেভিড লালহালানসাম্মার ওপরই আস্থা রাখবেন লাল-হলুদের স্প্যানিশ কোচ।

আনাদিকে আইএসএল অভিষেকেই মুম্বই সিটি এফসি-কে হারিয়ে চমক দিয়েছে আলোমা, চার্লিলের দল। ওই জয় যে বিক্ষিপ্ত ঘটনা বা অঘটন ছিল না, হাবাসের

ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে তা প্রমাণ করার বাড়তি তাগিদ নিয়ে মাঠে নামবে দিমিত্রিস দিমিত্রিউয়ের চার্লি। কাজেই মাণ্ডুবী নদীর তীরে লাল-হলুদের জন্যও যে কঠিন চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে, অভিজ্ঞ হাবাস তা বিলম্বিত বুঝতে পারছেন। স্প্যানিশ কোচের মন্তব্য, ‘প্রতিপক্ষ যথেষ্ট কঠিন। প্রতি ইঞ্চির জন্য লড়াইতে হবে আমাদের।’ তার সংযোজন, ‘আল শোতা এফসি-র বিরুদ্ধে আমরা খারাপ খেলিনি। বিক্ষিপ্ত কিছু ভুলের খেসারত দিতে হয়েছে। ওই অভিজ্ঞতা থেকে আরও সতর্ক হতে হবে।’ এইএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টি-এর ম্যাচে লাল-হলুদ রক্ষণের দুর্বলতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে ইরাকের ক্লাবটি। চাপের মুখে রীতিমতো ভেঙে পড়েছিল রক্ষণের প্রাচীর। এই প্রসঙ্গে আনোয়ারের মন্তব্য, ‘কমিশন তৈরি হতে একটু সময় লাগবে। রক্ষণে কিছু সমস্যা যে রয়েছে তা অস্বীকার করার জায়গা নেই। তবে দ্রুত ভুল শুধরে নিতে হবে।’ চার্লি দলে একাধিক পরিচিত মুখ রয়েছে। মোহনবাগান সুপার জয়েন্ট ছেড়ে গোয়ার ক্লাবটিতে যোগ দিয়েছেন শিলিগুড়ির পাসাং দেরজি তাং। রয়েছে প্রভাত লাকড়া, গৌরব বোরা, মেলসার আসিসির মতো অভিজ্ঞ ফুটবলার।

ভারত বনাম জিম্বাবোয়ে

দ্বিতীয় টি২০ আজ

সময় : সন্ধ্যা ৭টা

স্থান : নিউ রায়পুর

সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস

নেটওয়ার্ক ও জিওইন্টার

প্রধান নির্বাচকের দৌড়ে জাফর

মুম্বই, ১৭ অক্টোবর : ভারতীয় সিনিয়র ক্রিকেট দলের নির্বাচক পদের জন্য আবেদন করেছেন প্রাক্তন ওপেনার ওয়াসিম জাফর।

কিছুদিন আগেই প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকারের মেয়াদ শেষ হয়েছিল। তার সঙ্গে আর চুক্তির নবীকরণ করেনি বিসিআই। সেই পদটি আপাতত ফাঁকা রয়েছে। বর্তমানে অন্তর্বর্তীকালীন প্রধান নির্বাচকের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন প্রাক্তন স্পিনার প্রজ্ঞান ওখা।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে ওয়াসিম জাফর বলেছেন, ‘আমি নির্বাচক পদের জন্য আবেদন করেছি।’ দেশের হয়ে ৩১টি টেস্ট খেলেছেন তিনি। রজি ট্রফির ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি রান ও সেশুরির নজিরও রয়েছে তাঁর। জাফরকে যদি ক্রিকেট উপদেষ্টা কমিটি নির্বাচক হিসেবে বেছে নেয়, তাহলে তিনি প্রধান নির্বাচকের দায়িত্ব পেতে পারেন। কারণ বিসিআইয়ের নিয়ম অনুযায়ী, নির্বাচক কমিটিতে থাকা নির্বাচকদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে বেশি টেস্ট খেলেছেন তাঁকেই প্রধান নির্বাচকের দায়িত্ব দেওয়া হয়। অন্তর্বর্তীকালীন প্রধান নির্বাচক প্রজ্ঞানের থেকে বেশি টেস্ট খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে জাফরের।

দ্রুত ফেরার বার্তা দিলেন নীরজ

মুম্বই, ১৭ অক্টোবর : চোট সারিয়ে ট্রাকে ফেরার লড়াই শুরু করে দিয়েছেন নীরজ চোপড়া।

চলতি বছরের আগস্ট মাসে গোড়ালিতে চোট পান নীরজ। যার ফলে ডায়মন্ড লিগ ফাইনাল ও এশিয়ান গেমসে নামা হয়নি দেশের তারকা আর্থলিটের। এবার ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠছেন তিনি। সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী বছর ট্রাকে ফিরতে পারেন নীরজ।

পরবর্তী অলিম্পিক হবে ২০২৮ সালে। সেই বিষয়কে মাথা রেখে দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠাই লক্ষ্য নীরজের। সম্প্রতি মুম্বইয়ে এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেছেন, ‘অলিম্পিকের আসন্ন বসবে ২০২৮ সালে। হাতে এখনও কিছুটা সময় রয়েছে। এখন আমি চোট সারিয়ে প্রত্যাবর্তনের প্রস্তুতি নিচ্ছি। গোড়ালির অবস্থা এখন বেশ ভালো। আগামী বছর ট্রাকে ফিরে আসাই আমার প্রধান লক্ষ্য।’

এশিয়ান গেমসে নীরজ ছিলেন না। কিন্তু তাঁর অনুপস্থিতি সত্ত্বেও পুরুষদের জ্যাভলিন থ্রোয়ে ভারত সাফল্য পেয়েছে। রুপো জিতেছিলেন যশবীর সিং। ব্রোঞ্জ পান রোহিত যাদব। দুই তরুণ আর্থলিটের প্রশংসা শোনা গিয়েছে নীরজের মুখে। দেশের সর্বকালের অন্যতম সেরা আর্থলিটের কথায়, ‘গত এশিয়ান গেমসে আমরা একটা সোনা ও একটা রুপো পেয়েছিলাম। এবার আমি কিংবা কিশোর জেনা কেউ ছিলাম না। তারপরেও দুইটি পদক জিতেছে ভারত।’ তিনি আরও যোগ করেছেন, ‘শুধু যশবীর নয়, রোহিতও ভালো পারফরমেন্স করেছে। ওদেরকে শুভেচ্ছা জানাই।’ রোহিত আবার নীরজের জ্যাভলিন ব্যবহার করেই এশিয়ান গেমসে পদক জিতেছিলেন।

আপাতত নীরজের লক্ষ্য, চোট সারিয়ে আগামী বছর ট্রাকে ফেরার পাশাপাশি অলিম্পিকের আগে পুরাতন ছন্দ ফিরে পাওয়া।



পোয়ার সঙ্গে খোশমেজাজে তারকা জ্যাভলিন থ্রোয়ার নীরজ চোপড়া।

শেষ দুই ম্যাচে শুভমান গিলকে রাখা হয়নি। ওর জায়গায় যশস্বীর অবশ্যই থাকা উচিত ছিল। দুর্ভাগ্যজনক সিদ্ধান্ত ওর আত্মবিশ্বাস নষ্ট করে দিতে পারে।

–রবিচন্দ্রন অশ্বীন

চেন্নাই, ১৭ অক্টোবর : নিউজিল্যান্ডগামী জোড়া ওডিআই দল ঘোষণা করা হয়েছে। প্রথম তিন ম্যাচে একটা দল। শেষ দুইয়ে আরেকটা। যদিও দুই দলেই যশস্বী জয়সওয়ালের জায়গা না হওয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। অথচ, আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে নিজের শেষ ওডিআই ম্যাচে ৮৬ বলে ১১০ রান করে অপরাজিত ছিলেন। তারপরও বাদ।

যশস্বীর স্থাপ্কে এদিন জোরালো সওয়াল করে নির্বাচকদের বিরুদ্ধে কার্যত তোপ দাগলেন রবিচন্দ্রন অশ্বীন। প্রাক্তনের যুক্তি, যশস্বী প্রতিভাবান ক্রিকেটার। নিয়মিত সুযোগ না পেলে আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরবে। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে অশ্বীন বলেছেন, ‘শেষ দুই ম্যাচে শুভমান গিলকে রাখা হয়নি। ওর জায়গায় যশস্বীর অবশ্যই থাকা উচিত ছিল। দুর্ভাগ্যজনক সিদ্ধান্ত। এই রকম সিদ্ধান্ত ওর আত্মবিশ্বাস নষ্ট করে দিতে পারে। বিশেষত, যখন সাম্প্রতিককালে ও রান করছে, রানের মধ্যে রয়েছে।’

অশ্বীন এখানেই থেমে থাকেননি। পাঁচটা যুক্তি দেখিয়ে



‘ওকে ওডিআই দলে না রাখা অন্যায়’

পারফরমেন্স ভালো, তারপরও কেন বাদ, নির্বাচকদের যে সিদ্ধান্তের কোনও যুক্তি আমি অন্তত খুঁজে পাচ্ছি না। ওর প্রতিভা এবং সাম্প্রতিক পারফরমেন্সের কথা মাথায় রাখা উচিত ছিল।’

ওডিআই দলে টেস্ট ব্রিগেডে রয়েছেন যশস্বী।

অশ্বীনের যুক্তি, হয়তো লাল বলে প্রস্তুতির কথা গুরুত্ব দিতে ওডিআইয়ে রাখেনি বর্তমান নির্বাচক কমিটি।

তবে একইসঙ্গে নির্বাচকদের বুঝিয়ে দিয়েছেন, যশস্বী হল ‘অল রুন্ডার’ প্লেয়ার। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পা রাখার পর থেকে বড় রান করেছে। এমন একজনদের পাশে দাঁড়ানো উচিত নির্বাচক কমিটি, টিম ম্যানেজমেন্টে। যদিও ঠিক উলটোভাবে ঘটেছে।

অশ্বীন আরও বলেছেন, ‘টেস্টের জন্য বাড়তি প্রস্তুতি প্রয়োজন, এই নিয়ে আমার কোনও দ্বিমত নেই। কিন্তু প্রশ্ন হল, ওকে নিয়মিত ক্রিকেট খেলানো হচ্ছে কোথায়? তবে শেষ ওডিআই খেলেছে? তবে শেষ টি২০? কিংবা টেস্ট? শ্রীলঙ্কা সফরেই শেষ টেস্ট খেলেছে। তারপরও শেষ কিছুদিন কেটে গিয়েছে। এভাবে বসিয়ে রাখলে মানসিকভাবে চাপ বৈশি হবে। যা হচ্ছে ওরা সঙ্গে তা অন্যায়, অযৌক্তিক।’



সার্ভিসেসের বিরুদ্ধেও সমস্ত গুপ্ত গোয়েন্দা আর্মির দিকে তাকিয়ে বাংলা।

তিন স্পিনারে আজ সার্ভিসেস অভিযানে অভিমন্যুরা

সঞ্জীবকুমার দত্ত

কলকাতা, ১৭ অক্টোবর : দিল্লিকে উড়িয়ে দিয়ে অভিযান শুরু। কল্যাণীতে হওয়া হোম ম্যাচে বোলিং এবং ব্যাটিং, দুই বিভাগেই আধিপত্য দেখিয়েছে লক্ষ্মীরতন শুল্কুর প্রশিক্ষণার্থী বাংলা দল। দিল্লির বদলে প্রতিপক্ষ সার্ভিসেস। প্রতিপক্ষ এবং মঞ্চ বদলালেও আগামীকাল শুরু এলিট গ্রুপ ‘সি’-তে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে লক্ষ্য অবশ্য এক-জিতে ফেরা।

বাংলার জন্য স্বস্তির খবর, হাটুর চোট সারিয়ে ফিরছেন স্পিন

অলরাউন্ডার শাহবাজ আহমেদ। দলের ভারসাম্য বাড়বে নিঃসন্দেহে। বোলিংয়ের পাশাপাশি মিডল অর্ডারে শাহবাজের ব্যাটিং দক্ষতা গত কয়েক বছরে বাংলার বড় সম্পদ। তবে শাহবাজের প্রত্যাবর্তনের স্বস্তির মধ্যে অস্বস্তির কটা আকাশ দীপ ও

লক্ষ্মীরতনের চোখ দ্বিতীয় জয়ে

মুকেশ কুমারকে না পাওয়া। ভারতীয় ‘এ’ দলের হয়ে দুইজনেই পাড়ি দিচ্ছেন নিউজিল্যান্ডের উদ্দেশ্যে। আকাশের জন্য আবার বাড়তি খুশির খবর, ডাক টেস্ট দলেও।

দুই পেস তারকার শূন্যতা পূরণের চ্যালেঞ্জ থাকছে বাংলার

জন্য। বহু যুদ্ধের নায়ক মহম্মদ সামির কাঁধে বাড়তি দায়িত্ব থাকবে। সঙ্গী সুরজ সিঙ্ঘ জয়সওয়াল। হেডকোচ লক্ষ্মীরতন শুল্কা অবশ্য ‘উত্তরবঙ্গ সংবাদ’-কে জানিয়েছেন, কে আছেন কে নেই, তা নিয়ে ভাবতে রাজি নন। যাঁরা আছে, প্রত্যেকেই

সেরা দেওয়ার জন্য মুখিয়ে রয়েছে। এই মানসিকতাই দলের সম্পদ। আর আকাশ-মুকেশের কাঁধে এখন বড় দায়িত্ব। ওদের জন্য অনেক শুভেচ্ছা।

বৃষ্টির জরুজিও রয়েছে দিল্লিতে পা রাখা থেকে বৃষ্টি পিছু ছাড়েনি। শুল্কুর বৃষ্টির কারণে প্রস্তুতিতে

ব্যাপাত ঘটছে। শনিবারও নেট সেশনের পথে হটিতে পারেনি দল। হালকা জগিং, নকিংয়ের মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছে। তবে কোনও প্রতিদ্বন্দ্বকতাকে বাড়তি গুরুত্ব দিতে নারাজ বাংলার দলের হেডম্যান। দিল্লিকে ৯ উইকেটে হারিয়ে ৬ পর্যায়ে তুলে নেওয়ার পর আর পিছনের দিকে তাকাতে নারাজ।

‘দলের প্রত্যেকেই আত্মবিশ্বাসী। জেতা ছাড়া অন্য কিছু ভাবছি না। দিল্লির পর সার্ভিসেস, জিতেই ফিরব’, রাখ্যাক না করেই ফোনের ওপার থেকে বলে দিলেন লক্ষ্মী।

সার্ভিসেস অপরদিকে রনজি ট্রফি অভিযানের শুরুতেই ধাক্কা খেয়েছে। প্রথম ম্যাচে মহারাষ্ট্রের

দলের প্রত্যেকেই আত্মবিশ্বাসী। জেতা ছাড়া অন্য কিছু ভাবছি না। দিল্লির পর সার্ভিসেস, জিতেই ফিরব

–লক্ষ্মীরতন শুল্কা

কাছে ১২৭ রানে হেরেছে তারা। তবে নিজেদের ঘরে মাঠে (পালাম) খেলার সুবিধা তুলতে বন্ধপরিকর সার্ভিসেস। মরিয়া বাংলাকে কড়া চ্যালেঞ্জে ফিল্ডে দিতে। যে চ্যালেঞ্জ সামলাতে সার্ভিসেসের ব্যাটিং ও স্পিন ব্রিগেডকে নিয়ে বাড়তি সতর্ক থাকতে হবে সুদীপ ঘরামি, অভিমন্যু ঈশ্বরনদের। বিশেষত, তারকা অফস্পিনার পুলকিত নারায় ব্যবধান গড়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন। পোসার বরুণ চৌধুরীকে হালকাভাবে নিলে বুঝেই হতে পারে।

বাংলা অবশ্য আত্মতৃপ্তিতে ভুগতে নারাজ। লক্ষ্য পরিস্কার, দিল্লি-বধে পাওয়া ছন্দ ধরে রাখা। পালাম পিচের কথা মাথায় রেখে বাড়তি স্পিন ব্রিগেডকে শক্তিশালী

করছে। কোচ লক্ষ্মীরতন জানালেন, তিন স্পিনারের দল সাজাচ্ছেন। আমির গনি, প্রদীপ্ত প্রামাণিকের সঙ্গে গত ম্যাচে সফল সমুত্ত গুপ্ত। পেস-অলরাউন্ডার শাহবাজও আছেন স্পিন ফাঁদে প্রতিপক্ষ ব্যাটারদের পরীক্ষা নিতে।

ব্যাটিংয়ের প্রত্যাবর্তন ম্যাচে শতরান করেছেন অজিত সোভেল। দিল্লি ক্যাপিটালসে খেলার সুবাদে রাজধানী শহর অভিষেকের দ্বিতীয় হোম। মার্চ, সেউডিয়াম আলাদা হলেও দিল্লির চেনা আবহাওয়ায় গভ কয়েক মাসে তাকে ফিরে বিবর্ত ফের ঝুগতে নারাজ। লক্ষ্য পরিস্কার, দিল্লি-বধে পাওয়া ছন্দ ধরে রাখা। পালাম পিচের কথা মাথায় রেখে বাড়তি স্পিন ব্রিগেডকে শক্তিশালী

ঈশান-নমনের দাপটেও সিরিজ ভাগাভাগি

১৪২৫ দিন পর ভারতের জার্সিতে ভুবনেশ্বর

বেঙ্গালুরু, ১৭ অক্টোবর : আশঙ্কা ছিল। পূর্বাভাস মেনেই বৃষ্টির আগমন। শুধু আসা নয়, নির্ণায়ক দ্বৈরথে একেবারে দাপুটে ব্যাটিং বরুণদেবের। সূর কাটছিল গার্ডেন সিটি বেঙ্গালুরুর ক্রিকেট উৎসবে। কাকডেজা হাল এম চিন্নাস্বামী ক্রিকেট স্টেডিয়ামের। কখনও বিরঝিরে তো কখনও বোঁপে। জলের তলায় মাঠের বেশ কিছু অংশ। রাত সোয়া ৯টা নাগাদ খেলা শুরু করা গেলেও ফের বৃষ্টির আগমনে সিরিজ ভাগাভাগি করেই ফিরতে হয় ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজকে।

স্কোরবোর্ড	
ভারত	
সঞ্জু বো পিন্ডিগার	১৬
অভিষেক ক শামার বো কেমো	৬
ঈশান ক রোহিতান বো শামার	৩০
শ্রেয়স ক শামার বো কেমো	২২
ভিলেক বো পিন্ডিগার	৭
নমন অপরাজিত	২৪
অভিজিত	১৩
মোট (৫ উইকেট, ৭.৪ ওভার)	১১৮
উইকেট পতন : ১৩/১, ৪৪/২, ৬৬/৩, ৮৮/৪, ১১৮/৫।	
বোলিং : কেমো ২-০-৩৪-২, শেফার্ড ১-০-২৪-০, শামার ১-০-১৮-১, মোতি ২-০-২৫-০, পিন্ডিগার ১-০-১৭-২।	
মাচ : পরিত্যক্ত।	
সিরিজের ফল : ২-২।	

সাজঘরে আটকে থাকা ঈশান কিষান, অভিষেক ক শামারের শরীরী ভাষাতে ম্যাচ শুরুর জন্য হটফটানি চোখে পড়ছিল। আশ্রাহের কেন্দ্রে অবস্থা ভুবনেশ্বর কুমার। নিউজিল্যান্ডগামী দলে ডাক পেয়েছেন। রাতারাতি নির্ণায়ক যুদ্ধেও ঢুকে পড়া। অর্দশপি সিং, প্রিন্স যাদবের সঙ্গে পেস ব্রিগেডের দায়িত্ব। আইপিএলের সুবাদে বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী দ্বিতীয় ঘর। ভুবনেশ্বরকে হতাশ করল বেঙ্গালুরুর আকাশ। ঘণ্টা তিনেক অপেক্ষা শেষে বৃষ্টিতে ব্রেক। ২০-র বদলে ৯-৯ ওভারের দ্বৈরথ। পাওয়ার প্লে ২.৪ ওভারের ১০৮ বলের যে নির্ণায়ক টঙ্কারে ১,৪২৫ দিন পর টিম ইন্ডিয়ায় জার্সিতে মাঠে সাইক্লিশ ছুইছুই ‘সুইং কিং’ ভুবনেশ্বর। ঘূষেফিরে সিরিজ দখলের টঙ্কার। টস গুরুত্বপূর্ণ। সংক্ষিপ্ত ম্যাচে রান তড়া করার সুযোগ মানে বিশাল সুবিধা। টসে হেরে সেই সুবিধা হাতছাড়া। শ্রেয়স আইয়ার তা স্বীকারও করে নিলেন। কারণ, ৯ ওভারের ইনিংসে কোন স্কোর নিরাপদ হিসেব কষা মুশকিল। সেই কঠিন দায়িত্বে দল য়ার দিকে তাকিয়ে ছিল সেই অভিষেক শর্মা (৬) এদিন হতাশ করলেন। চতুর্থ বলে ছক্কা মারেন

কেমো পলকে। পরের বল মিড উইকেটের ওপর দিয়ে চালাতে গিয়ে ধরা পড়ে যান। ক্যাচ সোজা শামার জোসেফের হাতে। অভিষেককে হারালেও প্রথম ওভারে ১৪ রান- শুকুটা খারাপ নয়। দ্বিতীয় ওভারে যে পারদকে চড়িয়ে দিয়ে ঈশান কিষানের বিস্ফোরণ। জোড়া চার ও জোড়া ছক্কা রোমারিও শেফার্ডের ওভারেই নিলেন ২৪। ২ ওভারে ৩৮/১। ২.৪ ওভারের পাওয়ার প্লে-তে ভারত ৪৬/২। ঈশান ১০ বলে ৩০ রানের ক্যামিও ইনিংসে প্রত্যাশা মিটিয়ে ফেরেন। ঈশানের পর সঞ্জু স্যামসন। ১০২ মিটার ছক্কা বল সোজা অনিল কুশলে স্ট্যাম্পে ফেললেন। কিন্তু সঞ্জু (১৬) ফিরতেই ইনিংসের গতিতে ব্রেক। ৫ ওভারে ৭৩/৩।

৫৪ বলের ইনিংস। প্রতিটি বলেই বিগহিটের চ্যালেঞ্জ। এক-অর্ধটা ডট বল মানে ব্যাটারদের ওপর চাপ তৈরি হওয়া। চাপটা ভালোমতো টের পাচ্ছিলেন শ্রেয়স। স্পিনার শুভাকেশ মোতির ওভারে একবার, জীবন পেলেও অবশ্য চেষ্টার কসুর ছাড়েননি। শেষপর্যন্ত ফেরেন ১৪ বলে ২২ রানে। ক্রিকেট ন্যায় ধীর (৬ বলে অপরাজিত ২৪।) কিন্তু ‘ধীরে চলো’ রাস্তায় একেবারেই হাটার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। প্রথম বলেই ছক্কা হাকিয়ে পরিস্কার করে দেন। পরের দুই বলে ৪ ও ৬। ১৯ রানের ওভারে চুপ হয়ে যাওয়া চিন্নাস্বামীতে

নতুন পারদ সংযোজন। নিট ফল, ৬.৪ ওভারে একশোয় পা ভারতের। শেষপর্যন্ত নমনের যে দাপুটে ব্রেক লাগিয়ে ফের বৃষ্টির আগমন। ভারত তখন ৭.৪ ওভারে ১১৮/৫। এখানেই ভারতের ইনিংস থামিয়ে দেওয়া হয়। পরে ম্যাচও। ম্যাচ শুরুর লম্বা প্রতীক্ষার মাঝেই ঈশান শোনালেন ব্যক্তিগত ফর্ম, দল, সিরিজ নিয়ে ভাবনার কথা। জানিয়ে দিলেন ১ নম্বর টি২০ ব্যাটারের তকমা চাপ নয়। মাঠে নেমে একটাই লক্ষ্য থাকে নিজের সেরাটা দেওয়া। বলেছেন, ‘কখনও ব্যক্তিগত পরিসংখ্যান, র‍্যাংকিং নিয়ে ভাবিনি। আমি এক নম্বর নাকি একশো নম্বর ব্যাটার, তা নিয়ে মাথা ঘামাই না। প্রতি ম্যাচে একটাই লক্ষ্য, সেরাটা দেওয়া। বেশি ভাবনাচিন্তায় মাথা খারাপে রাজি নই। মূল কথা মাঠে নেমে ক্রিকেট উপভোগ করা।’ ব্যক্তিগত চাওয়াপাওয়া ভুলে টিমসেমের জয়গান ঈশানের গলায়। আর উইকেট হোক বা অন্য কোনও চ্যালেঞ্জ, দলগতভাবেই মোকাবিলা করতে চান। আরও বলেছেন, ‘শুধু উইকেট বা পরিস্থিতির ওপর দায় চাপিয়ে দিলে হবে না। দল হিসেবে আমাদের কাজ করতে হবে। কারও ব্যর্থতা নিয়ে দোষারোপ নয়, আমাদের লক্ষ্য একাত্ম হয়ে নিজস্বদের পরিকল্পনাগুলি বাস্তবায়িত করা।’ সেই লক্ষ্য নিয়ে এবার নিউজিল্যান্ড পাড়ি দেবে শ্রেয়সের টিম ইন্ডিয়া।



আয়ের বৈষম্য নিয়ে ক্ষোভে ফুঁসছে ক্যারিবিয়ান ক্রিকেট বোর্ড , ‘ভারতের পকেট ভরছে, আমাদের ভাঁড়ে মা ভবানী!’

বেঙ্গালুরু, ১৭ অক্টোবর : টি২০ ক্রিকেটে চার-ছকার বন্যা বইছে, গ্যালারি উপচে পড়ছে, স্পনসররা কোটি কোটি টাকা ঢালছে। ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের এই বাকবাকে ছবিটার আড়ালেই লুকিয়ে আছে এক চরম আর্থিক বৈষম্যের গল্প। আর সেই বৈষম্য নিয়েই এবার আইসিসি-র বিরুদ্ধে সরাসরি তোপ দাগলেন খোদ ক্রিকেট ওয়েস্ট ইন্ডিজের সিইও ক্রিস ডেরিং। তাঁর সাফ কথা, ভারতের মাটিতে চলতি এই সিরিজ থেকে অন্তত ২০ থেকে ৩০ মিলিয়ন ডলার আয় হলেও, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ডের পকেটে তার এক কানাকাড়িও ঢুকবে না!

উইজডেন-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ডেরিং অভিযোগ করেছেন, দ্বিপাক্ষিক সিরিজের আয়ের এই অভূত মডেলটাই ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটের ধ্বংস ডেকে এনেছে। তাঁর কথায়, ‘এই সিরিজে ওয়েস্ট ইন্ডিজ কিছুই পাবে না, কারণ খেলাগুলো ভারতে হচ্ছে। একটা সিরিজ থেকে ভারতে ২০-৩০ মিলিয়ন ডলার আয় হতে পারে, কিন্তু সেই সিরিজ খেলে ওয়েস্ট ইন্ডিজের পকেটে শূন্য ছাড়া কিছুই জুটবে না।’

কিন্তু এমনটা কেন? ডেরিংয়ের দাবি, এর মূলে রয়েছে ১৯৯৭ সালের এক বিতর্কিত সিদ্ধান্ত। সেবার আইসিসি-র সদস্য দেশগুলো বিশ্ব ক্রিকেটের আর্থিক মডেলে বদল আনতে ভোটাভুটি করে, যেখানে ৯-১ ভোটে হেরে যায় ক্যারিবিয়ান বোর্ড। নিয়ম হয়, যে দেশে সিরিজ হবে, সম্প্রচার ও অন্যান্য যাবতীয় আয় সেই দেশের বোর্ডই পকেটে পুরবে। ডেরিংয়ের মতে, ‘সেই সিদ্ধান্তটা ছিল চরম অন্যায়। তখনই আমি

বলেছিলাম যে, এই সিদ্ধান্ত ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটের কফিনে শেষ পেরেকটা পুঁতে দিল। কারণ আমাদের আয়ের মূল রাস্তাই বন্ধ হয়ে গেল।’

একসময় গোটা দুনিয়ায় দাপিয়ে বেড়াতেন ক্লাইভ লয়েড স্যার ভিভিয়ান লারাদের মতো মহাতারকারা। ডেরিং আক্ষেপ করে বলেছেন, ‘১৯৯৭ সালের আগে আমরা খুব আকর্ষণীয় দল ছিলাম। সবাই চাইত আমরা তাদের দেশে গিয়ে খেলি। তখন আমরা একটা বিশাল ‘ট্যুরিং কিং’ পেতাম। ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ সিরিজ আয়োজন করে আমরা যা আয় করতাম, তার চেয়ে অন্য দেশে গিয়ে খেললে আমাদের আয়

অনেক বেশি হতো।’

নতুন নিয়মের ফলে ভারতের মতো ১৫০ কোটির বাজার যেখানে ফুলেফেঁপে উঠছে, সেখানে মাত্র ৩০ হাজার বা ১ লক্ষ মানুষের দেশ সেন্ট কিটস বা অ্যান্টিগা থেকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ কত টাকাই বা আয় করতে পারবে? বর্তমানে আইসিসি-র মোট আয়ের ৩৮ শতাংশও বেশি যেখানে ভারতের পকেটে ঢোকে, সেখানে ক্যারিবিয়ানদের ভাগ মাত্র ৫ শতাংশ। আর্থিক অনটন আর ক্রিকেটারদের বেতন কাটার জেরে জর্জরিত ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট কি তবে আইসিসি-র এই বৈষম্যেরই শিকার? ডেরিংয়ের এই বিস্ফোরক অভিযোগ কিন্তু সেই প্রশ্নটাই নতুন করে উসকে দিল।



ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ থেকে ২০ থেকে ৩০ মিলিয়ন ডলার আয় করতে পারে বিসিসিআই।



মুন্সই কোচের পদ ছাড়লেন মাহেলা

মুন্সই, ১৭ অক্টোবর : প্রথম দফায় কোচ হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে মুন্সই ইন্ডিয়ানকে তিনবার

আইপিএল খেতাব এনে দিয়েছিলেন মাহেলা জয়বর্ধনে। তবে দ্বিতীয় দফায় তাঁর প্রশিক্ষণে চূড়ান্ত ব্যর্থ মুন্সই। এবার আইপিএলের অন্যতম সফল দলটির কোচের পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন সেই জয়বর্ধনে। সমাজমাধ্যমে নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে জয়বর্ধনে লিখেছেন, ‘গত এক দশক মুন্সই ইন্ডিয়ান আমার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল। পরিবারের মতো হয়ে গিয়েছিল। খেলোয়াড় এবং কোচ হিসেবে এই দলের সঙ্গে অনেক সুন্দর স্মৃতি রয়েছে। এই অভিজ্ঞতা আজীবন আমার মনে গেঁথে থাকবে।’ মুন্সই ইন্ডিয়ানের তরফেও আনুষ্ঠানিকভাবে জয়বর্ধনকে বিদায় জানানো হয়েছে। দলের কর্ণধার নীতা আস্থানি লিখেছেন, ‘মুন্সই ইন্ডিয়ানে মাহেলার অবদান অনস্বীকার্য। ওঁর নেতৃত্ব, দলের প্রতি দায়বদ্ধতা, ভালোবাসা আমরা দেখেছি। মুন্সই ইন্ডিয়ান দলের পক্ষ থেকে মাহেলার ভবিষ্যতের জন্য শুভেচ্ছা রইল।’ ২০১৭ থেকে ২০২২ এবং ২০২৫ ও ২০২৬ এই দুই দফায় মুন্সই ইন্ডিয়ানের কোচ হিসেবে কাজ করেছেন জয়বর্ধনে। মাঠে ২০২২ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত ফ্র্যাঞ্চাইজির ‘গ্লোবাল হেড অফ পারফরমেন্স’ হিসেবেও কাজ করেছেন। এবার অবশ্য তাঁকে মুন্সই ইন্ডিয়ানে অন্য কোনও ভূমিকায় দেখার সম্ভাবনা কম।



হাসপাতালে নিতে হল ডিবুকে

লডন, ১৭ অক্টোবর : ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে এভারটনকে তাদের ঘরের মাঠেই ২-০ গোলে হারিয়েছে চেলসি। ৪৬ ও ৯০ মিনিটে গোলে দুটি পেলো নেটের। তবে ব্লুজ শিবিরে অস্থিতি বাড়িয়েছেন গোলকিপার এমিলিয়ানো মার্টিনেজ (ডিবু)। এভারটনের ফ্রি কিক ঠেকাতে ডিবু গোলপোস্ট ছেড়ে এগিয়ে যান। বল পাঞ্চ করে বিপমুক্ত করার চেষ্টা করতে গিয়ে এভারটন ডিফেন্ডার জ্যারড ব্রাঙ্কওয়েটের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ হয়। চিকিৎসায় ব্রাঙ্কওয়েট দ্রুত সেরে উঠলেও ডিবুকে অস্ত্রিাজেন দেওয়া অবস্থায় স্টেচারে করে মাঠের বাইরে নেওয়া

জিতল ম্যান সিটি, লিভারপুল

হয়। আরও পরীক্ষার জন্য তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়েছে। ম্যাচ শেষে চেলসির কোচ জাভি অলনসো জানিয়েছেন, মাঠ ছাড়ার সময় জ্ঞান ছিল এমিলিয়ানোর। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে হারের ধাক্কা সামলে জয়ে ফিরল ম্যানচেস্টার সিটি। শনিবার প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে তারা ৩-২ গোলে হারিয়েছে ইপসউইচ টাউনকে। ১৯ মিনিটে ফিল ফোডনের গোলে সিটি এগিয়ে যায়। কিন্তু ২ মিনিট পরই খেলায় সমতা ফিরলে এনেছিছেন দাইজেন মায়ো। এরপর ৩৪ ও ৬৯ মিনিটে অর্লিং ব্রাউট হালাল করে জোড়া গোলে ম্যান সিটি ব্যবধান ৩-১ করে নেয়। শেষ লেগে জিয়ান স্ক্রমিং একটি গোল ফেরালেও ম্যাচের ভাগ্য বদলাতে পারেননি। প্রিমিয়ার লিগে প্রথম ৭টি ম্যাচেই জিতে ম্যান সিটি ২১ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে। পিছিয়ে পড়ছে ব্রেকফোর্ডের বিরুদ্ধে ২-১ গোলে জিতেছে লিভারপুল। ডিষ্টার মুনোজ ও আলেকজান্ডার ইসাক লিভারপুলের গোল দুটি করেন।

কিক বক্সিং বিশ্বকাপে ৪ পদক আরাধ্যার



উজবেকিস্তানে জেতা পদক গলায় দুর্গাপুরের আরাধ্যা ধীর।

দুর্গাপুর, ১৭ অক্টোবর : উজবেকিস্তানে কিক বক্সিং বিশ্বকাপে ৬টি ইভেন্টে চারটি পদক জিতল দুর্গাপুরের আরাধ্যা ধীর। প্রতিযোগিতায় ১০ বছরের আরাধ্যা একটি সোনা, একটি রূপো ও দুইটি ব্রোঞ্জ জিতেছে। বাংলা থেকে দুইজন এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিলেন। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে আরাধ্যার বাধা হয়ে ছিল অর্থভাষা। বিমান ভাড়া, রেজিস্ট্রেশন সহ মোট বাজেট লক্ষাধিক টাকার মতো ছিল। তবে স্কুল, কিছু সংস্থা ও সমাজসেবীরা পাশে দাঁড়ানোয় তার আর্থিক সমস্যা কেটে যায়। ছাত্রীর সাফল্যে খুশি আরাধ্যার কোচ ঈশ্বর মাঝি ও তার বাবা চিরঞ্জিত ধীর ও মা কাকলি ধীর।



কোচবিহারে শিবশংকর পাল ক্রিকেট অ্যাকাডেমির শিক্ষার্থীরা নিজস্বের উদ্যোগে স্থানীয় দুস্থ মানুষদের হাতে পুজোর উপহার তুলে দিলেন।

বিয়ে করছেন কাব্য

চেমাই, ১৭ অক্টোবর : বিয়ের পিড়িতে বসতে চলেছেন সানরাইজার্স হায়দরাবাদের অন্যতম মালিক কাব্য মারান। পাত্র জনপ্রিয় সংগীত পরিচালক অনিরুদ্ধ রবিচন্দ্রর। নভেম্বরেই এই বিয়ের অনুষ্ঠান হওয়ার কথা। আমন্ত্রিতদের তালিকায় দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, তেলঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি, তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী সি জোসেফ বিজয়ের মতো ব্যক্তির রয়েছেন।

গলফকে জনপ্রিয় করতে মাঠে কপিল

নয়াদিল্লি, ১৭ অক্টোবর : সেম্টিাল দিল্লির এক অভিজাত আবাসনে তাঁর বিলাসবহুল ফ্ল্যাটের দরজা খুলেই আপনার চোখে পড়বে না কোনও ক্রিকেট ট্রফি, ব্যাট বা বলের স্মৃতি। অথচ এই মানুষটার হাত ধরেই ১৯৮৩ সালে ভারত প্রথম বিশ্বকাপ জয়ের স্বাদ পেয়েছিল। তিনি বিশ্ব ক্রিকেটের অন্যতম সেরা অলরাউন্ডার- কপিল দেব।

৬৭ বছর বয়সেও কপিল কিন্তু বসে নেই। তিনি একাধারে প্রাক্তন ক্রিকেটার, ব্যবসায়ী, সমাজকর্মী এবং বর্তমানে প্রফেশনাল গলফ ট্যুর অফ ইন্ডিয়া (পিজিটিআই) প্রেসিডেন্ট। ক্রিকেট থেকে অবসরের পর তাঁর জীবনের নতুন ধ্যানজ্ঞান হয়ে উঠেছে গলফ। যে খেলাটা ক্রিকেট কেরিয়ারের সময় তিনি খেলেনইনি, বন্ধুদের জোরাজুরিতে সেই খেলাই এখন তাঁর সবচেয়ে প্রিয়। তাঁর কথায়, ‘গলফ আর ক্রিকেটের মধ্যে একটাই মিল- দুটিতেই হাত আর চোখের নিখুঁত কোঅর্ডিনেশন লাগে।



ক্রিকেট থেকে অবসরের পর গলফে মজেছেন কপিল দেব।

গলফ খুব সুন্দর একটা খেলা, যেখানে বহু শহরগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। রাজপরিবারগুলো ক্রিকেটের পৃষ্ঠপোষকতা করত। ক্রিকেট যদি বলেছেন, ‘আমরা খনি কখন ক্রিকেট

তাহলে গলফ কেন পারবে না?’ পিজিটিআই প্রেসিডেন্ট হিসেবে তাঁর লক্ষ্য, দেশজুড়ে আরও বেশি গলফ কোর্স তৈরি করা এবং তরুণ প্রতিভা বুজ্জি বের করা। তাঁর আক্ষেপ, ‘শুধু ক্রিকেটারাই কেন নাম, টাকা আর খ্যাতি পাবে? গলফের সরঞ্জাম মার্হা হতে পারে, কিন্তু বিরাট কোহলির এক একটা ব্যাটের দামও লাখ টাকার ওপর, আর সেটা কখন ভাঙবে কেউ জানে না। কিন্তু একটা গলফ সেট কিনলে সেটা অন্তত ২০ বছর চলে।’ লোখুলোর পাশাপাশি তিনি থ্রেটার নয়ডা ওয়েস্টে একটা ৩০০ শয্যার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালও তৈরি করেছেন। বয়সের ভার বা ২০২০ সালের হৃদরোগ- কিছুই তাঁকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। সদা হাস্যময় কপিল আজও বলে চলছেন, ‘কাজ করতে পারলে আমি কখনওই অবসর নেব না। যতদিন পারব, এভাবেই কাজ চালিয়ে যাব।’

